An American Tragedy : Sergei Eisenstein/
Translated by Tapan Das

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৫৮

গ্রন্থস্বত্ব : ঋতাঞ্জন দাস

প্রকাশক : তৃষ্ণা খাঁন
বাক্শিল্প
১৭-সি তেলিপাড়া লেন কলকাতা-৭০০ ০৩১

প্রচ্ছদ : শুদ্ধব্রত দেব ও তরুণ দাস

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা আইজেনস্টাইনের স্কেচটি
ঋত্বিক সিনে সোসাইটির সৌজন্যে

মুদ্রণ ঃ পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙা স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

থিয়ডর ড্রেইজার-এর উপন্যাস ভিত্তি করে সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইন যে চিত্রনাট্য লেখেন ১৯৩০-এ তা আজ পর্যন্ত বহু চলচ্চিত্রকার এবং রসগ্রাহী পাঠককে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। বাংলাভাষায় এই মহান শিল্পকীর্তির ভাষান্তরের ইচ্ছা ছিল অনেক-দিনের। নিজের অলস স্বভাবের জন্য ইচ্ছাটা সুপ্তই থেকে যেত যদি না ১৯৮৩তে অনুবাদটি 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের প্রস্তাব আসত। সামান্য কিছু সংস্কার এবং 'ট্র্যাজেডি' পরিচ্ছেদটি এই বইয়ে সংযোজিত হয়েছে। এটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। চিত্রকল্প এবং শব্দকল্প অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদের কাঠিন্য এড়াতে খানিকটা স্বাধীনতা নিতে হয়েছে। বিদেশী নামগুলির উচ্চারণে নিশ্চিত হতে না পারায় যতদূর সম্ভব বানানের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি।

বাংলায় 'বিয়োগান্ত' বললে 'ট্র্যাজেডি' শব্দের সঙ্গে মেশানো বিষাদ এবং অসহায়ত্ব যেন ঠিক ফুটে ওঠে না—তাই ইংরাজি নামটাই রইল। এইসঙ্গে বিশ্বের মহোত্তম শিল্পী এবং দার্শনিক চলচ্চিত্রকারকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাওয়ার জন্য, যাঁরা এই বই প্রকাশ করতে অকৃপণ সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তপন দাস

মুখবন্ধ

১৯৩০-এ হলিয়ুডের প্যারামাউন্ট পিকচার্সের সঙ্গে সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইনের একটা চুক্তি হয়—সেই চুক্তির বিষয় হচ্ছে আইজেনস্টাইন ছ' মাসের মধ্যে এমন একখানা বিষয় ঠিক করবেন যা নিয়ে প্যারামাউন্ট ছবি প্রযোজনা করবে—যদি অবশ্যই দুই তরফের মতে মেলে। এর জন্য আইজেনস্টাইন এবং তার সহকর্মীদের সপ্তাহে নয়শ' ডলার করে খরচা বাবদ দেওয়া হবে। এই চুক্তির ফলে নানা পরিকল্পনা, আলোচনার শেষে ব্লেজ সঁন্দ্রার-এর ফরাসী উপন্যাস 'অর' (গোল্ড) থেকে একটা চিত্রনাট্য লেখেন আইজেনস্টাইন, 'সাটারস গোল্ড'।
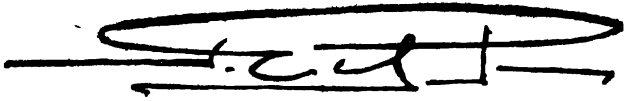
আইজেনস্টাইন প্রথমে 'সাটারস গোল্ড' করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল 'দ্য গ্লাস হাউস' নামের একটা ছবি করার। যাই হোক 'দ্য গ্লাস হাউস,' 'সাটারস গোল্ড' কোনটাই শেষ পর্যন্ত ছবি হয় না। 'গ্লাস হাউস' লেখাই হয় না। আর 'সাটারস গোল্ড'-এর চিত্রনাট্য প্যারামাউন্ট বাতিল করে দেয়। যুক্তি হিসেবে বলা হয়, এ ছবি করতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ ডলার খরচা হবে। তারপর বেশ কিছুদিন বেকার সময় নষ্ট করার পর তারা আবার শুরু করেন থিওডর ড্রেইজার-এর উপন্যাস নিয়ে চিত্রনাট্য 'অ্যান অ্যামেরিকান ট্রাজেডি'।

আইজেনস্টাইন মুখে মুখে দৃশ্য বর্ণনা করে যেতেন, অ্যালেকজান্দ্রভ সেটা রাশিয়ান ভাষায় লিখে নিতেন। প্যারামাউন্টের অনুবাদকরা তার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে ফেলত ইংরেজিতে। সেই অনুবাদের ওপর আইজেনস্টাইন ঘসামাজা করতেন, কিছু পরিবর্তন করতেন, মন্তব্য লিখে রাখতেন। এই চিত্রনাট্য থেকে টাইপ কপি তৈরি হয়ে চলে যেত প্যারামাউন্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। যত দ্রুত সম্ভব চিত্রনাট্য শেষ হয়। প্যারামাউন্ট থেকে জানানো হয়, চিত্রনাট্য খুবই ভাল হয়েছে। লোকেশন দেখতে যাবার বন্দোবস্ত হল। কয়েকদিন পরে সকলে যখন নিউইয়র্কে—তখন আইজেনস্টাইনকে ডেকে কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হয়—চুক্তির ছ'মাস শেষ হয়ে গেছে। কাজেই এ ছবি আর তৈরি হয় না। আসলে আইজেনস্টাইনকে দিয়ে প্যারামাউন্ট কোনদিনই ছবি করাতো না। এর পেছনে তৎকালীন

চলচ্চিত্র সাম্রাজ্যের নানারকম রেষারেষির খেলা আছে। তাছাড়া একজন কমিউনিষ্ট দেশের লোককে দিয়ে আমেরিকান সমাজের চলচ্চিত্ররূপ দেখতে হলিউডের লোকেরা পছন্দ করত না।

চিত্রনাট্যে যদিও অ্যালেকজান্দ্রভ, মণ্ট্যাগু এবং আইজেনস্টাইনের নাম আছে, তবু মূলত এটা সের্গেই মিখাইলোভিচেরই চিন্তার ফসল।

থিয়োডর ড্রেইজার-এর 'অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি' (১৯১০) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম। আমেরিকার সমাজের বর্তমান চেহারা তখনো প্রকট হয়নি, যখন ড্রেইজার এই কাহিনীটি লিখেছিলেন। প্রেমের পর্বে একটি মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়। তার প্রেমিক এক লেকে নৌকাবিহারের ছলে মেয়েটিকে হত্যা করে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় হত্যাকারীকে খোঁজা ও বের করা। ড্রেইজারের এই উপন্যাসের নায়ক স্তাঁদালের মতোই কেমন বিহ্বল, নীতিনিরপেক্ষ, অনির্দিষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দস্তয়েভস্কির নায়কের মতোই ষড়যন্ত্রসঙ্কুল। উনিশ শতকে ধনতন্ত্রের মূল্যবোধ-সংকটের যে প্রকৃতি ইউরোপীয় উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছিল—ড্রেইজারের উপন্যাসে তাই-ই প্রথম এলো আমেরিকায়।

সের্গেই আইজেনস্টাইনের স্বাক্ষর
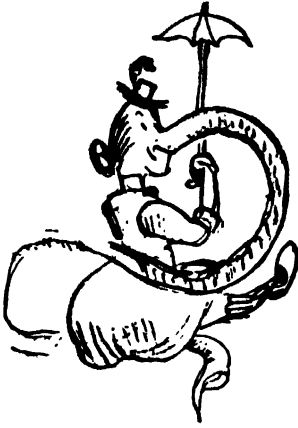
প্রথম রিল

অন্ধকার নিচু পর্দায় মহিলা কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ধর্মপুস্তক থেকে স্তব পাঠ করে যাচ্ছে। থেমে থেমে নিশ্বাস নিতে নিতে। কণ্ঠস্বরের ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে শহরের নানারকম শব্দ মিশতে শুরু করে। রাস্তার আওয়াজ, অ্যামবুল্যান্সের সাইরেন, মোটরগাড়ির উৎকণ্ঠিত হর্ন, খবরের কাগজ ফিরিওলাদের চরিত্রগত চিৎকার, গাড়ির আওয়াজ। ক্রমবর্ধমান শব্দ ঝনঝনার মধ্যে শহরের দৃশ্য দেখা যায় পর্দায়। দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়ে ধর্মোপদেশের স্তবগানের সঙ্গে চলমান শহর জীবনের বৈপরীত্য প্রকট হয়ে ওঠে। মহিলা কণ্ঠ বলে চলে—মদ্যপানের কুফল, পাপের ভয়াবহতা আর যীশুর প্রেমের কথা। সামান্য কয়েকজনের শীর্ণ কণ্ঠস্বর মহিলা কণ্ঠের সঙ্গে কোরাস গায়—সপ্তবিংশ গাথা—

যীশুর প্রেম কি মধুর—

এখনও পর্যন্ত মহিলা এবং যারা গান গাইছে তাদের কাউকে দেখা যায় না।

নির্বিকার পথচারীদের মধ্যে দু-একজন গান শোনে। তাদের চলার গতি মন্থর হয়—যেদিক থেকে গান ভেসে আসছে সেদিকে তাকায়।

একটা সরু রাস্তার কোণে, একদল কৌতূহলী মানুষ জড়ো হয়। তারা তাকিয়ে থাকে।

করুণার দৃষ্টি নিয়ে ছোট ভিড়টা তাকিয়ে দেখে। নানা জনে নানা মন্তব্য করে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে—এর চেয়ে ভাল ফিকির আর পেলে না। অন্যেরা করুণা করে, কেউ কেউ সাহায্যও করে।

অবশেষে রাস্তার সেই ধর্মপ্রচারকদের দলকে দেখতে পাওয়া যায়।

মাথা ভরতি পাকাচুলওয়ালা বুড়ো, বিশাল ভারি চেহারার এক মহিলা, আর এদের বাচ্চারা—দুটো ছোট ছোট মেয়ে, আর একটা বছর সাতেকের ছেলে—ক্লাইড গ্রিফিথস। এরাই উপাসনা গান গাইছে।

একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল—তারা বাচ্চাদের কেন এর মধ্যে টেনে এনেছে। আরেকজন যোগ করল—'স্কুলে যাওয়াটাই ওদের পক্ষে ভাল হত'। বাচ্চাগুলো নির্বিকার, উদাস, উৎসাহহীন শূন্য দৃষ্টিতে স্তবগান করে যেতে থাকে আর তাদের মা-বাবা—ভিড়ের মধ্যে থেকে ভিক্ষা সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগল। কেউই ভিক্ষা দিল না।

ভিড় পাতলা হয়ে গেল আর ধর্মপ্রচারকের ছোট দলটি তাদের বাজনা—একটা ছোট অর্গ্যান গুটিয়ে নিয়ে বড় বড় বাড়ি দিয়ে ঘেরা সরু রাস্তার অন্ধকার গুহায় ঢুকে পড়ল।

সাত বছরের ছেলে ক্লাইড, অনুভূতিশীল, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে লজ্জিত, কারো চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না।

তারা মন্থর গতিতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে—। বাচ্চাদের মা বলে—আজকে লোকগুলো বেশ দয়ালু ছিল।

তারা একটা পুরানো, নিচু, নোংরা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দরজার ওপর একটা সাইনবোর্ড ঝুলছিল—তাতে লেখা—'বেথেল ইনডিপেনডেন্ট মিশন।' ছোট দরজা দিয়ে সকলে ভেতরে ঢুকে গেল, শুধু ক্লাইড চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। কতকগুলো রাস্তার ছেলে তাকে এবং তাদের পরিবারকে নিয়ে ঠাট্টা করছিল। ওদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্লাইডের ইচ্ছা হলেও তার মুখে কোন কথা যোগাল না, সে কি রকম যেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল।

দুঃখিত, অপমানিত ক্লাইড ছেলের দলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে একটা অন্ধকার নোংরা উঠানের মত জায়গা দিয়ে ছুটতে লাগল। উপাসনা গৃহের পেছন দিকে একটা পুরানো, খাড়া, লোহার সিঁড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছল। তাড়া খাওয়া পশুর মত সে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা পাটাতনের কাছে এল। পাটাতনের কোণে, সিঁড়ির ওপর বসে আছে তার বোন, নিথর, নিস্তব্ধ।

এসটা, ক্লাইডের বড় বোন, যে রাস্তায় গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল, সিঁড়ির ওপর বসে আছে, গুটিসুটি হয়ে, দুটো বাড়ির মাঝখানে, একটা সরু পাথরের ফাঁক দিয়ে—রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে—জীবন্ত, রৌদ্রস্নাত রাস্তা। ক্লাইড যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে এমন ভাবে গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল। চোখের সামনে যেন জাদুর খেলা দেখছে এমনভাবে তারা তাকিয়ে থাকল ঐ উজ্জ্বল এক টুকরো কোলাহলময় দৃশ্যের (জীবনের) দিকে, কান পেতে শুনতে লাগল অদৃশ্য কোন রেস্টোর‍্যাণ্ট থেকে ভেসে আসা ওয়ালজের মোহময় পুরানো সুর। তারা দেখে আর শোনে, স্বপ্নিল হয়ে ওঠে। দৃশ্যটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে আগের শোনা মহিলাকণ্ঠ একঘেয়ে সুরের ওঠানামায় উপাসনাবাণী বলে যেতে থাকে, ক্লাইডের মা এখন 'মানুষের জীবন' বর্ণনা করেন—যেখানে শিশুরা যুবক হয়ে ওঠে, বছর গড়িয়ে যায়, যুবক হয়ে ওঠে মানুষ। অন্ধকার মিলিয়ে যায়, ভেসে ওঠে বাচ্চাদের প্রিয় সেই সিঁড়ির কোণের জায়গাটা—কিন্তু এখন সেখানে বসে একটি কিশোর আর একটি তরুণী। ক্লাইডের বয়স এখন ষোল সতেরো আর এসটা তার চেয়ে বছর খানেকের বড়। তারা বসে আছে কিন্তু তাদের মুখ সেই শিশু বয়সের মতই মোহাবিষ্ট। রাস্তায় আরও আলো জ্বলছে, কোলাহল আরো বেড়েছে, লোকজনের চলাফেরা আরও গতিশীল হয়ে উঠেছে, অদৃশ্য রেস্টোর‍্যাণ্ট থেকে ভেসে আসছে দ্রুত লয়ে ফক্সট্রট-এর প্রাণবন্ত সুর। কিন্তু তরুণের মুখে সেই একই অভিব্যক্তির ছাপ রয়ে গেছে, আর মেয়েটার দু-চোখে সেই পুরানো—ক্লান্ত বিষণ্ণতার ছাপ।

রেস্টোর‍্যাণ্টের ভেতর অতিপ্রচলিত নাচের বাজনা বাজছে। বাজনার সঙ্গে কোরাসে মাঝে মাঝে নীরস 'হ্যালিলুইয়া'র চিৎকার শোনা যাচ্ছে। নিচে মিশন-এর বাড়ি থেকে মহিলার একঘেয়ে উপদেশবাণীর মাঝে মাঝে শোনা যায় সেই একই চিৎকার—'হ্যালিলুইয়া'—কিন্তু অন্য অর্থে, অন্য স্বরগ্রামে। ঈশ্বরের উদ্দেশে এই দু রকমের বিপরীত ডাক যেন পরস্পরকে ধাক্কা মারে। এই বেসুরো এবং প্রচণ্ড বিপ্রতীপ শব্দের সংঘাত এসটা এবং ক্লাইডকে সচকিত করে, তারা তাকায় তারপর লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে, বাইরের দরজা খুলে মিশনে ঢোকার মুখে তারা এক মুহূর্ত থেমে যায়। তাদের মা স্তবগান শেষ করেছেন। আন্তরিক এবং প্রগাঢ়, বিশ্বাস নিয়ে তিনি শ্রোতাদের শেষ স্তবগাথাটি গেয়ে শোনাচ্ছেন—

যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে—এক সরষে দানার মত
তাহলে সম্মুখের বিশাল পর্বতকে বলবে—এখান
থেকে অদূরে চলে যাও—এবং সে চলে যাবে
তোমার কাছে কিছুই অসম্ভব বলে থাকবে না—।
শেষ হলে তিনি শ্রোতাদের কোরাস গাইতে বলেন।

ক্লাইড বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সে চলে যেতে চায়, তার বোন হাত চেপে ধরে, সেও সমপরিমাণ বিষণ্ন, তবুও হারমোনিয়ামের দিকে এগিয়ে যায়, বাধ্য মেয়ের মত। সমাবেশে গান গাওয়ার জন্য তৈরী হয়, কেশে গলা পরিষ্কার করে, কেউ কেউ নাক ঝাড়ে, পা নাড়াচাড়া করে।

ক্লাইড নিদারুণ ঘৃণা নিয়ে সমগ্র দৃশ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, নিজের ঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। সকলে উদ্বিগ্ন বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখেন।

বিভিন্ন স্বরগ্রামে সমাবেশের সকলে বেসুরো গলায় গান গেয়ে ওঠে।

ক্লাইড নিজের বিছানার ওপর বসে দুহাতে মুখ ঢাকে।

মা গভীর বিশ্বাস এবং ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে গান করেন। বাবা একঘেয়ে সুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান, আর বাকি লোকেরা বদখৎ হেঁড়ে গলায় বেসুরো গান গাইতে থাকে।

ক্লাইড বিছানা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে, ছোঁ মেরে টুপি তুলে নেয়, জামার হাতা দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করে তারপর স্থির সঙ্কল্পে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। দৃঢ় পদক্ষেপে গায়কদের ভিড়ের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। উদ্বিগ্ন মা গান গাইতে গাইতে তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন, হারমোনিয়ামের সামনে এসটাও অবাক হয়। ক্লাইড রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে থাকে। নির্দিষ্ট চিন্তায়—বাঁচার জন্য হাঁটতে থাকে। সে এগোতে থাকে আলোকোজ্জ্বল চলমান জীবনের দিকে। উপাসনা গৃহ থেকে যত দূরে সে এগোতে থাকে বেসুরো গান তত অস্পষ্ট হয়ে আসে। পথের শব্দরাজি ক্রমশ জোরালো হতে থাকে, আলোকমালা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়।

সে একটা খেলার সরঞ্জামের দোকানের সামনে দিয়ে যায়। কাচের শো-কেসের মধ্যে প্রমাণ মাপের পুতুল সাজানো, কারো পরনে সাদা স্নানের পোশাক, কেউ পরেছে টেনিস খেলার প্যান্ট-জামা, কারও বা গায়ে সাদা গল্‌ফ স্যুট—নানারকম খেলার হাতিয়ার নিয়ে তারা মহড়া দিচ্ছে। শুভ্র, সৌখিন পুতুলদের গোলকধাঁধায় হতবুদ্ধি ক্লাইড যেন ভাসতে থাকে।

একটা ওষুধের দোকানের সামনে যায়। চকচকে পেতল আর সাদা পোর্সিলিন দিয়ে ঘেরা একটা সোডা ফাউনটেন, তারই বয়সী একটা ছেলে সাদা টুপি, সাদা অ্যাপ্রন, সাদা টিউনিক পরে সেটা চালায়। ক্লাইড থেমে গিয়ে দেখে, একদল মেয়ে উচ্ছল হাসিতে ভাসতে ভাসতে সমস্ত চেয়ারগুলো দখল করে নেয়। সোডা ফাউন-টেনের ছেলেটি তাদের সঙ্গে রসিকতা করে আর যাদুকরের মত গ্লাসে সিরাপ আর ক্রীম মেশাতে থাকে, দুহাতে চামচ নিয়ে বাজীকরদের মত গ্লাসে গ্লাসে নাড়তে থাকে। কোণের দিকে একটা খালি জায়গা দেখতে পায় ক্লাইড। মেয়েরা তার দিকে লুব্ধ হাসি ছুঁড়ে দেয়, কিন্তু ক্লাইডের পকেট থেকে এত সামান্য পয়সা বেরোয় যে সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে হাঁটতে থাকে। একটা গ্যাসোলিন স্টেশন-এর সামনে তার বয়সী ছেলেরা সাদা আলখাল্লা পরে একটা চমৎকার গাড়ির কাচ পরিষ্কার করে, রেডিয়েটরে জল ঢালে, ট্যাঙ্কে গ্যাসোলিন ভরে।

আলোকসজ্জায় উজ্জ্বল একটা সিনেমা হলের প্রবেশপথ। তার বয়সী ছেলেরা সেখানে দর্শকদের আসন দেখানোর কাজ করে। সাদার ওপর জরির কাজ করা পোশাকে তাদের দেখায় সার্কাসের সিংহ নিয়ে হাজির হওয়া খেলোয়াড়ের মত। ক্লাইডের চোখে তাদের কোন সৈন্যাধ্যক্ষের চেয়েও জমকালো মনে হয়। এই সব ছেলেদের পরিপাটি কেশবিন্যাস, সাবলীল, গর্বিত চলাফেরা—এদের সামনে সে তার ছোট, পুরানো তাপ্পিমারা পোশাকে চোরের মত সংকুচিত হয়ে ওঠে। কতকাল তার চুলে কাঁচি পড়েনি, বিধ্বস্ত পঙ্গু এক মানসিকতা নিয়ে সে হাঁটে।

হঠাৎ তার মুখ থেকে বিষণ্ণতার ছাপ মুছে যায়, সচকিত দৃষ্টি নিয়ে সে তাকায়। প্রথমে খানিকটা সাবধানী অনিশ্চয়তা, তারপর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে দেখে, একটা দোকানের কাচের জানলার ওপর সাঁটা কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি। লেখা আছে "কাজের জন্য ছেলে চাই"। ক্লাইড কি করবে ভেবে পায় না। তারপর দরজার হাতলটা ধরে ঘোরায়। দরজা বন্ধ। ক্লাইড দেখে বিজ্ঞাপনের তলায় ছোট করে লেখা 'ছটার আগে দেখা করতে হবে'। সে মুখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখে, শহরের বড় বাড়ির ঘড়িতে তখন দশটা বাজে।

উপাসনা গৃহের বাইরে। ঠেলাঠেলি করে শেষ লোকটা পর্যন্ত রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ক্লাইড ভেতরে ঢোকে, হল ঘরের ভেতর দিয়ে যায়, হারমনিয়ামটা খালি পড়ে আছে, প্রস্থানোদ্যত একদল বিষণ্ণ

লোকের সঙ্গে মা কথা বলছেন।

খালি হারমনিয়ামটা পড়ে আছে, তার সামনে কেউ নেই।

বাবা খাবার তৈরি করেন। আবার হারমনিয়ামটা দেখা যায়। ক্লাইড নিজের ঘরে ঢোকে, ড্রয়ারের ভেতর থেকে জমানো পয়সার কৌটোটা নিয়ে কানের কাছে নাড়ায়। কাগজের মণ্ড জমিয়ে তৈরি বাচ্চাদের পয়সা জমানোর কৌটো, দেখতে শূকরছানার মত। এর মধ্যে সামান্য কটা পয়সা আছে। পকেট থেকে পয়সা কটা বের করে কৌটোর ফাঁক দিয়ে একটা করে ভেতরে ফেলে। এই পয়সা দিয়ে সে একটা সোডা কিনেও খেতে পারেনি। আলমারির মধ্যে কৌটোটা রাখতে গিয়ে সে নিজেকে আয়নায় দেখতে পায়, একটু এগিয়ে যায়, ভাল করে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখে।

বিছানার তলা থেকে একটা পুরানো অ্যালবাম টেনে বার করে। খবরের কাগজের টুকরো সাঁটা। টুকরো কাগজে দেখা যায়—খেলোয়াড়, পোশাকের বিজ্ঞাপন, নর্তক-নর্তকীদের ছবি, ক্লাইড তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখে।

মা এক হাতে কফির পাত্র, আরেক হাতে জাগ নিয়ে বন্ধ দরজার কাছে আসেন তাকে খাবার কথা বলতে।

ক্লাইড মায়ের গলার স্বরে চমকে ওঠে, তাড়াতাড়ি ছবিগুলো লুকিয়ে ফেলে, ডাকার কারণ জানতে পেরে বলে—খাবে না। মায়ের পদশব্দ মিলিয়ে যায়, রান্নাঘরের দরজার আওয়াজ তার কানে পৌঁছয়। ক্লাইড নিজের কাজ শুরু করে। চুল আঁচড়ায়, একটা শিশি থেকে খানিকটা তেল ঢেলে মাথায় মাখে তারপর ছবির সঙ্গে মিলিয়ে সিঁথি কাটে। টাইটাকে বো-এর মত করে বাঁধে। পর্দা থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে বুক পকেটে গুঁজে দেয়। আয়নায় নিজেকে দেখে। চেহারায় আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে দেখে খুশি হয়ে ওঠে। এই সময় দরজায় দ্রুত আওয়াজ হয়। ক্লাইড তার অভ্যাস মত চমকেও ওঠে না, সংকুচিতও হয় না। দৃঢ় পায়ে দরজার কাছে গিয়ে সপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে মায়ের গলা শোনা যায়, তাঁর গলার স্বর কাঁপছে, তিনি দরজা খুলতে বলেন। ক্লাইড দরজার পাল্লা একটু ফাঁক করে, মা তার হাতের ওপর দিয়ে ঘরের ভেতর দেখেন, জিজ্ঞাসা করেন এসটাকে দেখেছে কি না। ক্লাইড তার প্রশ্নে এবং ব্যবহারে অবাক হয়। মা বলেন—"এসটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

এই সময় বাবা ঢোকেন, মার কথাতে সায় দিয়ে বলেন, যে সব

জায়গায় এস্টা সাধারণত যায়, সমস্ত তিনি খুঁজে এসেছেন—বুঝতে পারছেন না মেয়েটা কোথায় গেল।

ফাঁকা হারমনিয়মটা দেখা যায়।

ক্লাইড দ্রুত তার বোনের ঘরে ঢোকে, সমস্ত অগোছালো হয়ে পড়ে আছে, তাড়াতাড়ি কিছু জিনিস গুছিয়ে নেবার ছাপ দেখা যায়।

বাবা মা পুলিশের সাহায্য নেবার কথা আলোচনা করেন।

পাশের ঘরে ঘুম থেকে ওঠা ছোট ভাইবোনরা ভয়ে ভয়ে উঁকি মারে।

তার বোনের বালিশে একটা ছোট চিরকুট পিন দিয়ে আটকানো। ক্লাইড সেটা খোলার আগেই মা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেন, পড়েন, তাঁর মুখ রক্তহীন হয়ে যায়, বলেন—"ও কার সঙ্গে চলে গেছে, আমি ভাবতাম ও এখানে সুখেই আছে, এখন দেখছি আমি ভুল ভাবতাম।"

এতক্ষণ পরে ক্লাইডের চেহারার পরিবর্তন মার চোখে পড়ে। তার চুল আঁচড়ানো, টাই পরার কায়দা, বড় হয়ে ওঠা ভঙ্গী, এমনকি তার কথা বলার ধরন একেবারে অপরিচিত লাগে। ক্লাইড তিক্ততায় ফেটে প'ড়ে বলে, এই জীবনের কী মানে হয়। সে কাজ করতে চায়। কিন্তু কী করে কাজ করতে হয় তার কিছুই সে জানে না, ছোটবেলা থেকে তাকে কিছুই শেখানো হয় নি, বাবা মা তার জন্য কী করেছে। তারা তো অন্তত স্যামুয়েল কাকাকে একটা চিঠি লিখতে পারত। স্যামুয়েল কাকার একটা বড়সড় কলার তৈরীর কারখানা আছে, ক্লাইড তো সেখানে গিয়ে কিছু কাজ শিখতে পারত, তারা এটুকুও করেনি। ক্লাইড চিৎকার করে বলতে থাকে, সে এইভাবে বেঁচে থাকতে চায় না, সে কাজ করতে চায়, সে কাজ করবে।

ক্লাইডের চিৎকারের সময় ছোট বাচ্চারা বিছানা থেকে উঠে মায়ের কাছে আসে। মা অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করেন, বসে পড়েন একটা চেয়ারে। ক্লাইড হঠাৎ চুপ করে যায়, তারপরে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। অভাবিত ধাক্কায় মা স্তব্ধ হয়ে যান। বাচ্চাদের দেখেন, তাদের কাছে টেনে নেন, তারপর বলেন কেউ যদি এস্টার কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে তারা যেন বলে এস্টা টোনাওয়াণ্ডায় আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছে। এটা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয়, কিন্তু আসল সত্যিটাতো আমরা নিজেরাও জানি না, যাও প্রভুর নাম করে ঘুমোতে যাও।

সিঁড়ির কোনায় সেই পাটাতনের ওপর ক্লাইড থরথর করে কাঁপতে থাকে। তাকিয়ে থাকে শহরের দিকে—একা—সেই রহস্যময় শহর, যে তার বোনকে গিলে ফেলেছে। শহরের আলো একটার পর একটা জ্বলতে নিভতে থাকে।
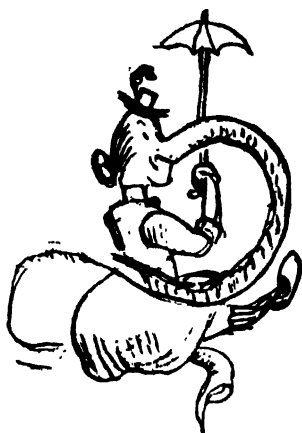
দ্বিতীয় রিল

চুপিসাড়ে ভোর নেমে আসে শহরের ওপরে।

ভোরের আবছা আলোয় দেখা যায় ক্লাইড ইতিমধ্যেই কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি সাঁটা দোকানটার কাছে পৌঁছে গেছে। এখনও দোকান খোলে নি। ক্লাইড দাঁড়িয়ে থাকে বহুক্ষণ। মানুষজনের চলাফেরায় ঘুমন্ত রাস্তাও ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে। অবশেষে দোকানের দরজা ভেতর থেকে খুলে যায়।

সাদা রঙের আলখাল্লা পরা, চোখে চশমা এক যুবককে দেখা যায়। ক্লাইড তাকে জিজ্ঞাসা করে—'এখানে কি কাজের জন্য ছেলে চাই?' যুবক মাথা নাড়ে আর দাঁত বের করে হাসে। ক্লাইড হতাশ-ভাবে বিজ্ঞপ্তিটার দিকে দেখায়। যুবক হাসে, কাঁচের গা থেকে বিজ্ঞাপনটা খুলে নেয়, তারপর বলে—সেই কাজের লোক, গতকাল থেকে কাজে লেগেছে। ভাগ্যবান যুবক দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে যায়। আর ক্লাইড হতাশায় ভেঙে গিয়ে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে।

একজন লোক দরজা খোলে, রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করে—'তোমার কি চাই।' ক্লাইড তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে তার কাজের দরকার। লোকটি বলে—এখানে কিছু নেই। তারপর ক্লাইডের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে, তার পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে বলে, 'তোমায় দেখে তো বেশ চটপটে মনে হচ্ছে, মোড়ের ঐ হোটেলটায়

চেষ্টা করে দেখ না।' লোকটা ক্লাইডকে স্টাফ ম্যানেজারের নাম বলে—স্কোয়্যাইঅ্যারস। কিন্তু তাকে কে পাঠিয়েছে এ কথা বলতে না করে। ক্লাইড উৎসাহে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যায়। পেছন থেকে দোকানদার চেঁচিয়ে বলে—"ওদের কাছে আমার নাম ব'লো না কিন্তু।"

মোড় ঘুরতেই ক্লাইড থেমে গিয়ে একটা কাগজে নামটা লেখে. স্কোয়্যাইঅ্যারস। ভুল বানান লেখে, বোঝা যায় তার লেখাপড়া খুব একটা বেশি নয়।

হোটেলের জঞ্জাল ফেলার জায়গা, বাড়ি গরম রাখার জন্য কয়লা খালাস হচ্ছে, একটা দরজার মধ্যে দিয়ে নোংরা কাপড় চোপড় ভ্যানগাড়িতে তোলা হচ্ছে. বাসন মাজার ঘরে ডিস ধোয়া হচ্ছে—এই সবের পাশ দিয়ে ক্লাইড গিয়ে পৌঁছয় স্কোয়্যাইঅ্যারস-এর অফিসে।

সারা মুখে দাগ ভর্তি, লাল চুলওয়ালা একটা ছেলে মিঃ স্কোয়াইঅ্যারস-এর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। মিঃ স্কোয়্যাই-অ্যারস তাকে বললেন—'আমাদের সুন্দর চেহারার ছেলে দরকার'।

ছেলেটি 'দুঃখিত' বলে চলে গেল।

'পরের জন' মিঃ স্কোয়্যাইঅ্যারস-এর ডাক শোনা গেল।

চতুর্দিকের টেলিফোনের আওয়াজ, ফর্ম-চেক সই করার ফাঁকে ক্লাইডকে একবার দেখে নিলেন, মিঃ স্কোয়্যাইঅ্যারসের যা জানার ছিল জানা হয়ে গেল। তিনি ক্লাইডকে কাজের নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিলেন, তারপর একটা ছেলেকে ডেকে, উর্দি পরে নেবার জন্য ক্লাইডকে তার সঙ্গে যেতে বললেন।

ক্লাইডের মাপ নেওয়া হয়। তার মেরামত করা জুতো খুলতে হয়. রিপু করা মোজা, নোংরা তাপ্পিমারা অন্তর্বাসের জন্য সে লজ্জিত হয়ে থাকে। যে ছেলেটির সঙ্গে ক্লাইড এসেছিল সে তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার স্থির দৃষ্টি ক্লাইডকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে। ছেলেটির নাম র‍্যাট্‌টেরের। 'এই সন্ধে সাড়ে আটটার মধ্যে একদম রেডি হয়ে চলে আসবি'—ছেলেটি বলে।

ক্লাইডের হাত প্যাপিয়েই-মাসেই-এর কৌটোটা তুলে নিয়ে জানলায় মেরে ভেঙে ফেলে, টুকরোগুলো চুর্তদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার হাত পয়সাগুলো তুলে নেয়।

কর্মব্যস্ত হাত, নানা ধরনের লোককে নানাভাবে পরিচ্ছন্ন করে তোলে। শান দেয়, ফেনা মাখানো গালে ক্ষুর নেমে আসে, কাঁচির বড় বড় পোঁচে চুল কাটা হয়। হাতে ধরে বুরুশ দিয়ে জুতো পালিশ

করা হচ্ছে, শহরের ঘড়ির বিরাট দুতো হাত নির্দেশ করছে—সাতটা বেজে পঁয়ত্রিশ।

হোটেলের নিচেরতলার ঘরে ছেলেরা পোশাক পালটাচ্ছে। জায়গা কম আর চেঁচামেচি বেশি। সকলে চুল-টুল ঠিক করে নিচ্ছে, খানিকটা করে ওডিকলোন মাখছে, জুতো আরেকটু চকচকে করে নিচ্ছে, টুপিটা একটু বেঁকিয়ে পরছে আর একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছে, এককোণে ক্লাইড বসে, মূর্তিমান অস্বস্তি আর বেকুব অবস্থা। তার চুল কাটা, স্নান-টান করা, উর্দিও পরা হয়েছে, কিন্তু সে ভয়ঙ্কর রকম উদ্বিগ্ন, ছেলেরা যেরকম পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় চিন্তিত থাকে, সৈন্যরা যেমন যুদ্ধে যাবার আগে উদ্বিগ্ন হয়, সেই রকম। র‍্যাট্‌টেরের তার কাছে আসে, ওপরওয়ালার মত তার দিকে দেখে, টাইটা ঠিক করে দেয়, উর্দিটা টেনে দেয়, ভ্রূর ওপর টুপিটা ঠিকমত বসিয়ে দেয়, তারপর নির্দেশাবলী আওড়াতে থাকে। পোশাক ঠিক করে দিতে দিতে সে লক্ষ করে ক্লাইড বেশ সুদর্শন এবং পরিচ্ছন্ন, অচেতনভাবেই র‍্যাটটেরের খানিকটা বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে ক্লাইডের পাশে বসে, তুড়ি মেরে সিগারেট থেকে ছাই ঝাড়ে। বেঞ্চের একদম কোনে ক্লাইড বসে তার হাঁটু দুটো একটার থেকে আরেকটা বহুদূরে, উৎকণ্ঠাকে চাপার চেষ্টা করে। র‍্যাট্‌টেরের শুরু করে—'সকালবেলা জানলার পর্দা তুলে দিতে হবে, রাত্তিরে আবার সেগুলো নামাতে হবে, সন্ধ্যে হলেই ছোট আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দিবি—আর ভেতরের ঘরে সবসময় পরিষ্কার জল ভরে রাখবি।'

র‍্যাট্‌টেরের-এর কথার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের ছেলেদের যান্ত্রিক কাজগুলো পর পর দেখা যায়। সকালবেলার কাজের ছেলে জানলার পর্দা গুটিয়ে তুলছে। সন্ধ্যেবেলার কাজের ছেলে আবার সেগুলো নামিয়ে দিচ্ছে। র‍্যাট্‌টেরের বলে চলেছে—'ঘর গোছানো হয়ে দু-এক মিনিট দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবি, যদি বকশিস দেয় তাহলে সেলাম করবি, আর যদি বকশিস না দেয় তাহলে মুখ দেখে যেন কিছু না বোঝা যায়—বাও করে চলে আসবি।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মমাফিক কাজের দৃশ্য দেখা যায়।

'—যাই হোক না কেন অতিথি সব সময়ই ঠিক।'

শেষমেশ র‍্যাট্‌টেরের বলে যদি দিনটা ভাল হয় তাহলে বলা যায়না, ক্লাইড হয়তো ছ-সাত ডলার বকশিস পেয়ে যেতে পারে।

ছ-সাত ডলার—বিস্ময়ে ক্লাইডের মুখে কথা সরে না।

ঘণ্টা বাজে। কাজে যাবার জন্য অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ক্লাইড। দ্বিতীয় ঘণ্টা—ছেলের দল একটা ছোট দরজা দিয়ে যায়, বাইরে থেকে কথার আওয়াজ আর হোটেল অর্কেস্ট্রার শব্দ ঢুকে পড়ে। ছেলেদের সেনাদল পেতল বাঁধানো বিশাল চকচকে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে। ঘূর্ণির তোড়ের মধ্যে পড়ে ক্লাইড পৌঁছে যায় এক বিরাট আলোক উজ্জ্বল, অসংখ্য আয়না সমন্বিত বলরুমে, তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

যে দরজা দিয়ে সে ঢুকেছে তার পাশেই ক্লোকরুম। কাউণ্টারের ওপর মহামূল্যবান ফারের কোট স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। তার পাশ থেকে এক মহিলা কোট খুলে রেখে বেরিয়ে আসে, তাকে ফরসা এবং নিরাবরণ মনে হয়। রেশমী পোশাক, কারুকার্যময় বস্ত্রসম্ভার মূল্যবান জড়োয়ার গয়না এবং সমস্ত কিছুর আড়ম্বর ক্লাইডের একেবারে মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তার উদ্বেগ আরও বেড়ে চলে।

পালিশ করা চকচকে মেঝের পাশে গলি পথে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলের সারি—হুকুমের অপেক্ষায়। ক্লাইডের চোখে এই ছেলেরা হোটেলের চাকর নয়, ওরা যেন বাকিংহাম প্যালেসের রক্ষীবাহিনী—একদল যাবে, আরেকদল কাজ বুঝে নেবে। তার মনে হয় এ যেন সৈন্যদের প্যারেড, এর শেষে তাকে অন্তত সেনাপতির পদে প্রমোশন দেওয়া হবে।

প্যারেড শেষ হয়—ছেলের দল বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে যায়। একদল ছেলের সঙ্গে ক্লাইডও বেঞ্চের ওপর বসে অপেক্ষা করে কখন ডাক আসবে।

তারা বসতে না বসতেই ঘণ্টা বাজে। জানলার একটা ছোট ফোকর দিয়ে হুকুম দেওয়া হয়, লাইনের প্রথম ছেলে সেটা তামিল করবার জন্য ছুটতে থাকে।

ঘণ্টার ওর ঘণ্টা, হুকুমের পর হুকুম, ছেলের পর ছেলে—লম্বা লাইন এগোতে থাকে, যারা সামনের দিকে ছিল তারা ঘুরে এসে আবার পেছনে বসে। একটু একটু করে ক্লাইড মুখের দিকে এগোয়, তার উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সে ক্রমশ নার্ভাস হয়ে ওঠে, তার চোখে চোখে অসহায় অবস্থার ছাপ ফুটে ওঠে।

ঘণ্টাধ্বনি, হুকুমের চিৎকার, অতিথিদের হাসি, রেস্টোর‍্যাণ্ট থেকে ভেসে আসা বাজনার সমস্বরের পেছনে র‍্যাট্‌টেরেরের অবিরাম নির্দেশাবলী শোনা যায়—'এই তুই কর্মচারীদের এলিভেটরে যাবি—জোড় নম্বরওলা ঘরগুলো সব করিডার-এর বাঁদিকে আর বেজোড়গুলো

ডানদিকে।'

ক্লাইড বেঞ্চের মুখের আরও কাছে পৌঁছে যায়—ঘণ্টা আরও ঘন ঘন বাজতে থাকে—সকলের চলার গতি আরও দ্রুত হয়, সকলেই তাড়াতাড়ি করে, ছোটে। এবার তার পালা, রেসের মাঠে ছোটার জন্য প্রস্তুত ঘোড়ার মত সে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ঘণ্টা বাজে। হুকুম হয়—পাঁচশ নম্বর। ক্লাইড লাফ দিয়ে সিঁড়ি কটা পার হয়ে পৌঁছে যায়, হোটেলের প্রধান অংশে, এলিভেটর-এর দরজার সামনে।

কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত এলিভেটরের ভেতরটা ঠাসা।

কোনরকমে পাশের একটা এলিভেটরে সে নিজেকে গুঁজে দেয়। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। হলঘর থেকে ভেসে আসা হাসি, বাজনার শব্দ থেমে যায়।

এলিভেটরের ভেতর সান্ধ্য পোশ.ক পরা লোক বোঝাই।

সাটিনের কলার আর সাদা কড়কড়ে মাড় দেওয়া জামার হাত ক্লাইডকে দুদিক থেকে ঠেসে ধরে রাখে। এলিভেটর উঠতেই থাকে, সঙ্গীতের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়, লোকদের চকচকে চেহারা ক্লাইডকে আরও উদ্বিগ্ন করে তোলে। একজনকে ঢোকার জায়গা করে দিতে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তারপর, ধনুক থেকে তীর ছোঁড়ার মত নিজেকে এলিভেটর থেকে বের করে দেয়। এলিভেটরের দরজা তার পেছনে উঠে চলে যায়। ক্লাইড দাঁড়িয়ে থাকে একা—নিস্তব্ধ—জনশূন্য কার্পেট ঢাকা বিশাল করিডারের মাঝখানে। প্রথমে সে ছুটতে থাকে, তারপর তার মনে হয় এই নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে ছোটা এক মহা অপবিত্র কাজ, তখন সে আস্তে আস্তে, হাঁটে।

পাঁচশ নম্বর লেখা বিশাল দু-পাল্লা দরজার সামনে সে দাঁড়ায়। চুল ঠিক করে নেয়, টাইটা টানে, জামাটা ঝেড়ে নেয় তারপর দরজায় ঠুক ঠুক করে আওয়াজ করে।

'ভেতরে এসো'—দরজার পেছন থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

ক্লাইড দরজা খোলে। ঘরটা অন্ধকার, পর্দার পেছন থেকে একটা মাত্র আলো জ্বলে। পুরুষের হাত পর্দার পেছন থেকে টাকা বাড়িয়ে ধরে। পুরুষকণ্ঠ তাকে বলে—একজোড়া মোজা বাঁধার ফিতে কিনে আনতে। 'গোলাপী রঙের'—পর্দার পেছন থেকে মহিলা করে শোনা যায়।

'ইয়েস সার'—তোতলাতে তোতলাতে ক্লাইডের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, সে ছোটে এলিভেটরের দিকে।

একটা নিগ্রো ছেলে এলিভেটর চালাচ্ছিল, দুজনে নিচে নামে—নিগ্রো ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে—'নতুন ? কদিনের মধ্যেই সব সড় গড় হয়ে যাবে।' তার কাজের বিবরণ শুনে ক্লাইডকে বলে দিল হোটেলের দোকানটা কোনদিকে। এলিভেটরের দরজা খোলে, ক্লাইড বেরিয়ে পড়ে, দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

ক্লাইড দোকানে যায়। কাউণ্টার-এর পেছনে মহিলা ফিতে জোড়া বেঁধে দিয়ে, ক্লাইডকে বিল, মোড়ক এবং দশ সেণ্ট বকশিস দেয়। ক্লাইডের অবাক হওয়া লক্ষ করে মহিলাটি বুঝিয়ে দেয়—যতবার সে এখান থেকে কিছু কিনবে, ততবার সে শতকরা দশভাগ দালালি পাবে।

ক্লাইড দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। হলঘরগুলির গোলকধাঁধায় সে হারিয়ে যায়। কোনটা মরক্কোর মত, কোনটা ভেনিসিয়ান, কোনটা আবার সম্রাটের দরবারের মত, কোনটা আবার গথিক—সারা পৃথিবীর রচনাশৈলীর নিদর্শের মধ্যিখানে সে প্রাণান্তকর ছোটাছুটি করতে থাকে। অবশেষে প্রধান হলঘরের মুখে এসে পৌঁছয়। সেখানে ঝকমকে পোশাক পরা জাঁকালো সব অতিথিদের ভিড়। এর মধ্য দিয়ে কোনরকমে সে রাস্তা করে নেয়—শেষমেশ এলিভেটরের মধ্যে আবার নিজেকে কোনরকমে গুঁজে দেয়।

এলিভেটরের মধ্যে মহিলাদের ভিড়। মহামূল্যবান পোশাক, সুগন্ধে ভারি বাতাস, অনাবৃত ফরসা পিঠগুলোর মাঝখানে ক্লাইড দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। তার উত্তেজনা পৃথিবীর সবকিছুর সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে।

ঘণ্টাধ্বনি। একগুচ্ছ মহিলাদের মাঝখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্লাইড, পাঁচশ নম্বরের সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা খুলে যায়। কারুকার্যময় পর্দার সামনে একটি পুরুষ জ্বলজ্বলে ড্রেসিং গাউন পরে দাঁড়িয়ে। ক্লাইড নিচু হয়ে তাকে মোড়ক, বিল এবং ফেরত পয়সা দেয়। লোকটি অন্যমনস্কভাবে মোড়কটা নেয়, খুচরো পয়সাগুলো পকেটে রাখে, বিলটা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফিতেগুলো দেখে তারপর ক্লাইডের দিকে তাকায়। যে রকম শেখানো হয়েছিল, ক্লাইড এক জায়গায় সটান দাঁড়িয়ে থাকে। এক পা থেকে ভর আরেক পায়ে চালান করে। লোকটা একটা ভঙ্গি করে ড্রেসিং গাউন খুলে ধরে, তারপর ভেতরের ফতুয়ার পকেট থেকে পঞ্চাশ সেণ্ট বের করে বকশিস দেয়। ক্লাইড নিজের চোখকে বিশ্বাস করে না—বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। ফিতেগুলো ভালো করে দেখার জন্য আলোগুলো জ্বেলে

দেয়, সুইচের ক্লিকের সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘর আলোয় হেসে ওঠে—ঠিক যেন ক্লাইডের মুখে খুশির আলো ঝলমলিয়ে ওঠে। 'পঞ্চাশ সেণ্ট'—একটা অজানা কণ্ঠস্বর যেন চিৎকার করতে থাকে, ক্লাইডের সারা মুখ হাসিতে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'পঞ্চাশ সেণ্ট'—অজানা কণ্ঠস্বর যেন আরও জোরে চিৎকার করতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় অর্কেস্ট্রার বন্য, আনন্দময় সঙ্গীত—সৈন্যদলের এগিয়ে যাওয়ার বাজনা। যেন পর্বের সময় যীশুখৃস্টের আরতির বাজনা বেজে উঠছে—হোটেলটি যেন এক সুবিশাল গির্জা।—যেন অর্গান থেকে সম্ভাব্য বিপুল কোরাস উঠছে—উদ্বেলিত ক্লাইডের পেছনে সমস্ত পটভূমি যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে—তার ছোট্ট হাত তার পঞ্চাশ সেণ্টটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। দৃশ্য ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে—অন্ধকারময় হয়ে যায়, সঙ্গীতের প্রচণ্ড ধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়।

দরিদ্র উপাসনাগৃহের সামান্য সমাবেশ পর্দায় ফুটে ওঠে, তারা স্তবগান করে।

ক্লাইড মিশনের হলঘরের মধ্যে দিয়ে ছুটে নিজের ঘরের দিকে যায়। দরজা বন্ধ করে দেয়!

সে তার পয়সার ছোট্ট কৌটোটা আনতে যায়, কিন্তু সেটা তো আর নেই—তার টুকরোগুলো তখনও পড়ে আছে। সে তার হাতের মুঠো খুলে ধরে—ঝকমকিয়ে ওঠে রূপোর কয়েকটা ডলার, বেশ কয়েকটা!

সেই লোকটা যেভাবে ড্রেসিং গাউন খুলে ক্লাইডকে তার জীবনের প্রথম বকশিস পাইয়েছিল সেই ভঙ্গি করে ক্লাইড তার কৌটোটা খোলে, ফতুয়ার পকেটে পয়সাগুলো পুরে দেয়। তারপর পকেটটা হাত দিয়ে বাজিয়ে দেখে নিয়ে ক্লাইড নিজেকে আয়নায় দেখে, হাসে—জীবনের প্রথম হাসি। তার হাসির ছন্দে বন্ধ দরজার বাইরে থেকে আনন্দময় গানের সুর ভেসে আসে—"প্রতিটি লোকই সুখী"।
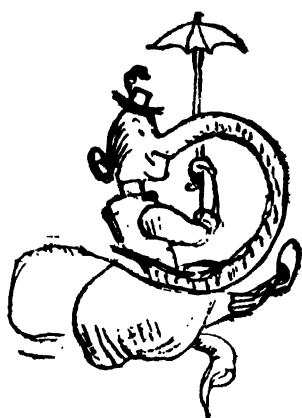
তৃতীয় রিল

সকাল। ছেলের দল মিঃ স্কোয়্যাইঅ্যারস-এর অফিসের সামনে। তিনি টেবিলে বসে। প্রত্যেকে তার দিকে একটা করে ডলার এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ কেউ ঘাড় নেড়ে সম্মান জানাচ্ছে। মিঃ স্ক্যোয়াইঅ্যারস অমনোযোগের ভান করে আছেন, কিন্তু তার চোখের তাকানোর সতর্ক ভঙ্গি—ডলার দেওয়া থেকে কেউ যেন ফাঁক না পড়ে—। সামনে ডলারের সংগ্রহ বেড়ে উঠতে থাকে। ক্লাইড তার দেয় যোগ করে।

'কি বেশ মানিয়ে নিয়েছ—অ্যাঁ'—স্ক্যোয়াইঅ্যারস ডলারগুলো পকেটে পোরে। 'হ্যাঁ-সার'—ক্লাইড উত্তর দিয়ে চলে যায়।

ক্লাইড ড্রেসিং রুমের ভেতরে গিয়ে সিগারেট খায়। নিশ্চিন্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে পোশাক পরে। অভ্যস্ত হাতে চুলটা ঠিক করে নেয়, তুড়ি মেরে ছাই ফেলে, টাই বাঁধে, সহকর্মীদের ঠাট্টায় হাসে। র‍্যাট্‌টেরেরও সেখানে রয়েছে।

ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। ছেলেরা লাইন দিয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম দিনের মত তারা সকলে হলঘরে যায়। ক্লাইডের কাছে হলঘরটা প্রথমদিনের মত আর অত সুন্দর মনে হয় না। একটা সকাল, কাজ করার মত চেহারা চতুর্দিকের, ফাঁকা, কাঠিন্যময়। ঘণ্টা বাজে। প্রথম দিনের মত, পাগলের মত দ্রুততায় নয় বরং অনেক ধীরে—আস্তে, সহনীয়ভাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজতে থাকে। দৃশ্যের

পর দৃশ্য। টুকরো টুকরো ঘটনায় ফুটে ওঠে—হোটেলের চাকরদের প্রতিদিনকার জীবন, এই সমাজের নৈতিক চেহারা তাদের কাছে কি রূপ নিয়ে আসে। বেঞ্চের ওপর অপেক্ষমান ছেলের দল একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। শব্দ না করে হাই তোলে।

ঘণ্টার আওয়াজ।

ক্লাইড লাফিয়ে ওঠে—অফিসের দিকে যায়। সুখী—উজ্জ্বল, নববিবাহিত এক দম্পতি ঘরের খোঁজ করে। কেরানি ঘরের নম্বর বলে ক্লাইডের হাতে চাবি দেয়। ক্লাইড তাদের মালপত্র তুলে নিয়ে এলিভেটরের কাছে যায়।

র‍্যাটেরের-এর নির্দেশের কথা মনে রেখে ক্লাইড প্রয়োজনীয় কাজগুলি করে দেয়। জানলার খড়খড়ি খুলে দেয়, আলোগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে নেয়, দোয়াতে কালি ঠিকমত আছে কিনা, কুঁজোর জল দেখে নিয়ে বাথরুমে চলে যায়।

ঘর খালি পেয়ে—যুবক যুবতী পরস্পরকে চুমু খায়।

ক্লাইড জল পালটে দেয়। জল পড়ার আওয়াজে নববিবাহিত যুগল চমকে তাকায়, দেখে ক্লাইড দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। তাদের হাসির উত্তরে ক্লাইডও মৃদু হাসে।

ঘণ্টার আওয়াজ।

আরেকটা ছেলে লাফিয়ে ওঠে। সে দরজায় আস্তে ধাক্কা দেয়। তার হাতে খবরের কাগজের বিরাট বাণ্ডিল। ঘরের মধ্যে থেকে আধখোলা বাথরুমের দরজা দেখা যায়। সেখানে তার দিকে পেছন করে বসে এক মহিলা ভিজে চুল আঁচড়ায়। 'আজকে আমাদের বিয়ের দিন'—মহিলা বলে।

স্বামীটি উত্তরে কি বলে তার অর্থ বোঝা যায় না। ছেলেটির কাছ থেকে যে কাগজটা দরকার সেটি খোঁজে। মহিলা ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটি তার ভয় দেখে হেসে ওঠে, তারপর এমন একটা ভঙ্গি করে কাগজ দিয়ে মুখ ঢাকে—যেন মনে হয়—সে বলতে চায়—এই বয়সে মহিলার আর অত লজ্জার দরকার নেই।

তৃতীয় ঘণ্টা।

তৃতীয় ছেলেটি লাফিয়ে কাজে চলে যায়। একটা ট্রের ওপর বোতল আর সোডা সাজিয়ে নিয়ে একটা ঘরে ঢোকে। ভেতরে সমস্ত কিছু একেবারে ছত্রাকার অবস্থায়। একটা গ্রামোফোন, খালি বোতল

গড়াগড়ি খায়, তাস ছড়িয়ে পড়ে থাকে—চেয়ারের পেছন থেকে একটা ঘুমন্ত লোকের পা দেখা যায়। একটা মেয়েছেলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর একটা লোককে চিৎকার করে গালাগালি করছে। লোকটা ছোট বোতল থেকে নিজের জন্য মদ ঢালছে। মেয়েছেলেটি তার যা বলার বলা হয়ে গেলে লোকটির দিকে পিছন করে শোয়। ছোকরা চাকরকে ঢুকতে দেখে লোকটি বলে—'ব্যবহারটা ভদ্র করো।' মেয়েটি লোকটিকে জ্বালাতন করবার জন্য গায়ের কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তারপর ছোকরা চাকরটার থুতনি ধরে নেড়ে দিতে থাকে। একটা ঝগড়ার শুরু হবে বুঝতে পেরে লোকটি—ছেলেটিকে বেরিয়ে যেতে বলে।

চতুর্থ ঘণ্টা।

কর্মরত চতুর্থ চাকর, সুদর্শন, বাদামী চেহারা, ঘরে ঢুকে পেছনের দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘরের মধ্যে তার সামনে একঝুড়ি ফুল। সে মহিলা কণ্ঠ শুনতে পায়, তার নাম ধরে ডাকছে। সে সটান সোজা হয়ে ওঠে, তারপর মৃদু হাসে, পরিচিত হাসি। চেয়ারে আসীন মহিলা হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকে। সেই হাতে অসংখ্য অলঙ্কার, আংটি আর আঙুলের ফাঁকে সিগারেট হোলডার। কর্তব্যরত চতুর্থ চাকরটি মহিলার দিকে এগিয়ে আসে।

একটার পর একটা তিনটে ঘণ্টা বাজে।

তিনটে ছেলে ছুটে চলে যায়।

একটা ঘরের মধ্যে এক মহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মহিলা মহা বিপদে পড়েছে। মিঃ স্কোয়াইআ্যারস বিরক্তমুখে তাকে বকাঝকা করে। মহিলা তার জিনিসপত্র একটা বাক্সের মধ্যে গোছাতে থাকে। 'আমি কি বোকা—আমাকে ফেলে রেখে সোজা এইভাবে বেরিয়ে চলে গেল।' এই মুহূর্তে তিনটে চাকর একসঙ্গে ঢোকে। মহিলা একটা টেলিগ্রাম লেখা শেষ করে, একটি ছেলে সেটি নেয়, পয়সার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। মহিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে মানিব্যাগ খোঁজে - তাতে কিছছু নেই। মিঃ স্কোয়াইআ্যারস নিজের পকেট থেকে পয়সা নিয়ে ছেলেটাকে দেয়—ছেলেটা করিডার দিয়ে ছুটতে থাকে।

কর্তব্যরত চতুর্থ চাকরটি সেই সিগারেট হোলডারওয়ালা মহিলার ঘর থেকে বেরোয়, তার হাতে একগুচ্ছ ডলার পকেটে লুকিয়ে ফেলে।

'আমরা দু-তিন দিন অপেক্ষা করে দেখব, কিন্তু আপনাকে এই ঘরটা ছাড়তে হবে', মিঃ স্কোয়াইআ্যারস বাক্স-প্যাটরা নিয়ে যাবার জন্য

বাকি দুজন চাকরকে নির্দেশ দেন। ঘরের অপর প্রান্তে দুজন ভারি চেহারার নিগ্রো রমণী বিছানার চাদর, টেবিলের ঢাকা টেনে নামিয়ে নেয়।

ক্লাইড আর র‍্যাট্‌টেরের বাক্সগুলো নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে।

'তুই কি ভুলে গেছিস'—র‍্যাট্‌টেরের মনে করিয়ে দেয়, 'আজ রাত্রে আমরা বাইরে যাব।'

'আরে না না', ক্লাইড উত্তর দেয়।

বিপন্ন মহিলার সেই খালি করে দেওয়া ঘরের ভেতর থেকে নিগ্রো রমণীদের হাসি ভেসে আসে। তারা চাদর পাল্টাচ্ছে। পৃথুলা রমণী ছোকরা চাকর ঘরে ঢুকতেই তাকে চিমটি কাটে।

পোশাক পাল্টানোর ঘরে ছুটির পর ছেলের দল জামাকাপড় পরছে! একজন মহিলাকে নকল করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে—বাকিরা সব তাকে ঘিরে হাসতে থাকে। র‍্যাট্‌টেরের রাত্রে বেরিয়ে কি কি মজা হবে তার চিন্তায় ঠোঁট চিবোতে থাকে। নাচের মত ভঙ্গি করে নাচ দেখাতে থাকে—ক্লাইডকে বলে, 'আজ এই নাচ দেখবি। আর শোন সামনের হপ্তায় একটা দারুণ মজা হবে। আমার একটা বাগানের মালীর সঙ্গে চেনাশুনা আছে। লোকজন কেউ থাকবে না। আমরা ওদের গাড়িটা নেব। এখানে একজন গাড়ি চালাতে জানে, তারপর কটা মেয়েকে তুলব—উঃ যা জমবে না। ভুলিস না কিন্তু!'

টুপি, উর্দি খুলে রেখে ছেলেরা নিজেদের সান্ধ্য পোশাকে সাজায়। গলায় বো বাঁধে, টুপি পরে, পকেটে সিল্কের রুমাল গুঁজে দেয়, জুতোর ফিতেয় সুন্দর করে প্রজাপতির মত ফাঁস দেয়। পাউডার মাখে, ওডিকোলন দেয়, চুলে তেল দেয়, ভেতরের পকেটে চুরুট গুঁজে রাখে। এই সাজে ক্লাইডকে দেখে মনে হয় সে যেন পোশাকের বিজ্ঞাপনের পাতা থেকে সোজা উঠে এসেছে।

হোটেলবাড়ির পেছনের রাস্তা দিয়ে ছেলের দল ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে করতে চলেছে। তাদের ভঙ্গি দেখে বেশ বয়স্ক লোক বলে মনে হয়। তারা অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ক্লাইডের ঘরের জানলার ওপাশে ভোর হয়। ঘরের মধ্যে একটা আলো জ্বলছে। বিছানার ওপর বসে মা ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ক্লাইড রাস্তা থেকে এসে সাবধানতার সঙ্গে দরজা খোলে। মিশনের বাড়ির ওপর ঝোলানো একটা লেখা দেখা যায়:

'কতদিন হল তুমি তোমার মাকে চিঠি লিখেছ ?'

পা টিপে টিপে ক্লাইড হল ঘর দিয়ে ঢোকে খালি হারমনিয়ামটার পাশ দিয়ে যায়। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢোকে, আয়নার সামনে যায়, নিজের অবিন্যস্ত চেহারা দেখে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে আলো জ্বলছে—মুখ ঘুরিয়ে বিছানার দিকে তাকায়—মাকে দেখতে পায়। মার খোলা চোখ যেন তাকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু আসলে তিনি অন্য চিন্তায় মগ্ন। ক্লাইড নিজের পোশাকের চাকচিক্য সম্বন্ধে সচেতন, তাড়াতাড়ি জামার হাতা খুলতে থাকে।

'ক্লাইড'—মার গলা শোনা যায়। মা বিছানায় বসে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্লাইড অস্বস্তি বোধ করে। সে জামার চকচকে বোতামগুলো লুকোয়। মা তার সম্বন্ধে কিছুই বলেন না, 'ক্লাইড, আমায় কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবি।' রুক্ষ, মোটা, খসখসে হাত তুলে মা মুখে চাপা দেন। 'জানিস, এসটা যার সঙ্গে চলে গিয়েছিল, মানে ওর স্বামী ওকে ফেলে চলে গেছে, ও ভয়ানক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। তোর বাবার আংটিটা আমি বিক্রি করে দেব, তাছাড়া আমাদের একটা রুপোর জাগ আর থালা আছে—কিন্তু এতেও যথেষ্ট হবে না।

ক্লাইডের দুশ্চিন্তা মিলিয়ে যায়। সে নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। বোতামগুলো আবার পরে নেয়। তারপর বিনীত কিন্তু বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে মাকে আশ্বাস দেয়—টাকার ব্যবস্থা করবে। মা বলেন, সপ্তাহে পাঁচ ডলার করে সে যদি বাড়ির ভাড়াটা দিতে পারে, তাহলে ধারের টাকাটা আস্তে আস্তে শোধ দিয়ে দেওয়া যাবে। ক্লাইড, খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে রাজি হয়, কিন্তু তার মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'মা আমি এখনও খুব বেশি কিছু রোজগার করি না, আর তাছাড়া সামনের সপ্তাহে একটা বিশেষ ব্যাপারে আমার টাকার দরকার।'

মাথার ঢাকা খোলা একটা সৌখিন প্যাকার্ড গাড়ি গ্যারাজ থেকে বেরোয়। র‍্যাট্‌টেরের সুন্দর সান্ধ্য পোশাকে গ্যারাজের দরজাটা বন্ধ করে। চালকের জায়গায় একটা ষোল-সতের বছরের ছেলে, সেও খুব জমকালো পোশাক পরা। তারা একটা গলির মধ্যে যায়। সেখানে ক্লাইড, অন্য একটা ছেলে আর চারটে মেয়ে বেশ সাজগোজ করে, পাউডার-টাউডার মেখে অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে যে যার জায়গায় বসে। চালক ছেলেটিকে র‍্যাট্‌টেরের বলে,—'কি বলেছিলাম, কেউ আমাদের দেখতে পাবে না—কোন চিন্তা নেই।' গিয়ারের

আওয়াজ করে প্যাকার্ড চলতে শুরু করে।

একটা যুবতী ক্লাইডের হাঁটুর ওপর বসে আছে। সে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে, তার স্পর্শ থেকে ক্লাইড একপ্রকার উত্তেজক সুখের স্বাদ পায়। কিন্তু ক্লাইড অনভিজ্ঞ, একটু লাজুক। গাড়ি রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটতে থাকে, প্রত্যেকটা মোড় ঘোরার সময় মেয়েরা ছেলেদের গায়ে ঢলে পড়ে, ঘনিষ্ঠ হয়ে চেপে ধরে। সময় এগিয়ে যায়—তারা অনেক দূরে চলে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসে, ছেলেরা ঘড়ি দেখে। 'এবার ফিরতে হবে।' র‍্যাট্‌টেরের বলে, 'নাহলে কাজে যেতে দেরি হয়ে যাবে।' একটা ঝাঁকানি দিয়ে প্যাকার্ডটা বিপজ্জনকভাবে বাঁক নেয়। বন্ধুরা মেয়েদের কাছে টেনে নিয়ে চুমু খায়, ক্লাইড দেখে, বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার ভাগের মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে, মেয়েটা ক্লাইডকে খানিকটা সাহায্য করার জন্য চুমু খায়। গাড়িটা একটা ক্রশিং-এর সামনে দাঁড়ায়, সামনে দিয়ে একটা লম্বা মালগাড়ি যেতে থাকে। র‍্যাট্‌টেরের উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে—'তাড়াতাড়ি কর—কপালে আজ প্রচণ্ড গালাগালি আছে।' মালগাড়ির শেষ বগিটা চলে যাওয়ার পর রাস্তা খোলে—গাড়িটা পাগলের মত ভিজে রাস্তায়, অন্ধকারের মধ্যে ছুটতে থাকে।

তুলোর মত তুষার পড়তে শুরু করে—এ বছরের এই প্রথম তুষারপাত। গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিন বরফে ঢাকা পড়ে যায়। ভেতরের আরোহীরা বাইরে কিছুই দেখতে পায় না। রাস্তার মোড়ে গাড়ির ভিড়ে তারা আটকে যায়—কিছুতেই এগোতে পারে না। ঘড়িতে ছটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে আর জড়াজড়ি করে না, তারা প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন, অধৈর্যভাবে পা ঠোকে, কখন ভিড়টা কাটিয়ে এগোবে তার জন্য অপেক্ষা করে। প্রথম সুযোগেই গাড়িটা প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে যায়—একটা গলির মধ্যে গিয়ে ঢোকে। মোড় ঘুরতেই, কোণ থেকে একটা ছোট মেয়ে সামনে পড়ে, গাড়িটা সটান তাকে ধাক্কা মারে। চালক ছেলেটি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়ে এ্যাকসিলেটরে চাপ দেয়, গাড়িটা এরোপ্লেনের মত আওয়াজ তুলে পালাতে থাকে। 'গাড়িটা থামাও—থামাও, মেয়েটাকে চাপা দিয়ে পালাচ্ছে—থামাও—' গলি থেকে চিৎকার আসতে থাকে, হুইসল-এর আওয়াজ শোনা যায়—ভয়ে পাণ্ডুর আরোহীদের নিয়ে প্যাকার্ড আরও জোরে—আরও জোরে ছুটতে থাকে। 'আলো নিভিয়ে দে'— র‍্যাট্‌টেরের চিৎকার করে। আলো নিভিয়ে—অন্ধকার গলির মধ্যে গাড়িটা টলতে টলতে এগোতে থাকে। পুলিশের মোটর সাইকেলের

সাইরেন শোনা যায় পিছনে। সাইরেনের আওয়াজ শুনে চালক গাড়িটাকে সর্বোচ্চ গতিতে তুলে দেয়—। সাইরেনের আওয়াজ ক্রমশ জোরালো হয়। একদল মোটরসাইকেল আরোহী ছুটে আসতে থাকে, সোজা।

মোড় ঘুরতে গিয়ে পিছলে যায় প্যাকার্ডটা—পেভমেণ্টের ওপর উঠে পড়ে, এদিক ওদিক পাক খেতে খেতে একগাদা কাঠের তক্তা আর পড়ে থাকা পাথরের ঘর্ষণের বিকট আওয়াজ তুলে গাড়িটা উলটে পড়ে যায়।

দরজাটা খুলে গিয়েছিল—ক্লাইড ছিটকে বাইরে পড়ে। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সে উঠে দাঁড়ায়—চারিদিকে দেখে। পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ শোনা যায়, কাছাকাছি, ভয়ে শিউরে ওঠে। মুখ থেকে রক্ত মুছে ক্লাইড ছুটতে থাকে—দু পাশের বড় বড় বাড়ির মাঝখানের সরু গলি দিয়ে। একটা বেড়া টপকায়, ইটের পাঁজার ওপর দিয়ে লাফিয়ে, ধুলো আর জঞ্জালের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছয়। এখান থেকে শুরু হয়েছে তৃণভূমি। বরফের পর্দার মধ্য দিয়ে সে পেছনে তাকিয়ে দেখে—দূরে শহরের আলো, সাইরেনের আওয়াজ, চিৎকার, হুইসল-এর শব্দ। তার চাকরি শেষ হয়ে গেল, তার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ক্লাইড কেঁপে কেঁপে ওঠে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে সেই খোলা তৃণভূমির দিকে এগিয়ে, ঘন তুষারের পর্দায় নিজেকে সে লুকিয়ে ফেলে।
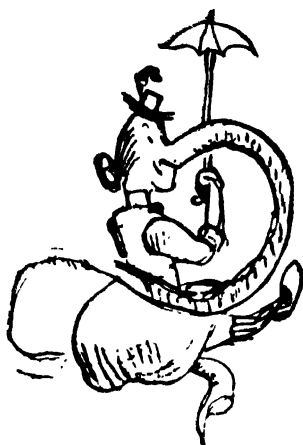
চতুর্থ রিল

অন্ধকার কেটে গেলে দেখা যায়, ক্লাইডের বাড়ির লোকেরা উদ্বিগ্ন মুখে একটা চিঠির ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে। এক বছরের মধ্যে এই প্রথম তারা ক্লাইডের খবর পেল। সেই প্যাকার্ড দুর্ঘটনার পর থেকে তার কিরকম দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটছে তার কথা লিখেছে সে চিঠিতে, এক শহর ছেড়ে আরেক শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে জীবিকার জন্য। এখন সে রয়েছে শিকাগোতে—একটা সামান্য কাজ করছে, কোন টাকা পাঠাতে পারছে না বলে সে দুঃখিত।

বাড়ির লোকেরা সবাই মর্মাহত হয়। বাবা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মা থেমে যান, চিঠিটা শেষ করতে পারেন না, নামিয়ে রাখেন। ছোট মেয়েটা চিঠির শেষ অংশটা পড়ে। চিঠির শেষে লেখা শিকাগো আর তারিখ।

চিঠিটা মিলিয়ে গিয়ে ফুটে ওঠে শিকাগো শহর। একটা বাড়ির গায়ে ইলেকট্রিক সাইনবোর্ড জ্বলে—একটা বিরাট জামার কলার, আলোর রেখায় আঁকা একটা মহান কলার জ্বলন্ত নক্ষত্রের মত। জ্যোতির্বলয়ের মত একটা কলার—বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, জ্বলা-নেভার গতিতে মনে হয় যেন একটা হাত একবার খুলছে। আবার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে। তার নিচে প্রতি মুহূর্তে জ্বলে রয়েছে একটা হস্তাক্ষর—স্যামুয়েল গ্রিফিথস।

নিচের দৃশ্য দেখা যায়, একটি লোক পেভমেণ্টের ওপর দাঁড়িয়ে।

তার হাতে ছাতা, পাশে বড় ব্যাগ। তার মাথার পশ্চাদপটে রয়েছে জ্বলন্ত কলারের ছবিটি। কাঁধের ওপর দিয়ে জ্বলে উঠছে উজ্জ্বল হস্তাক্ষর—স্যামুয়েল গ্রিফিথস। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন একটা আবাসিক ক্লাবের সামনে—যার বাইরের চেহারাটা আগেকার দেখা হোটেলটির চেয়ে অনেক ভদ্র। একটা কুলি ছুটে আসে, ভদ্রলোকের হাত থেকে মালপত্র নেয়—তারপর ক্লাব-বাড়িটির দরজা দিয়ে ভেতরে যায়।

ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেলে কেরানির হাতে তিনি একটি ভিজিটিং কার্ড দেন। তাতে তাঁর নাম লেখা আছে—স্যামুয়েল গ্রিফিথস।

ঘরে ঢুকে খবরের কাগজ পাঠিয়ে দেবার জন্য নিচে খবর পাঠান, অপেক্ষা করার সময় জানলা দিয়ে দেখেন—বাইরে তাঁর বিজ্ঞাপনটা জ্বলছে। একটা ছেলে কাগজ নিয়ে ঢোকে। ভদ্রলোক তাকে বকশিস দিতে যান। ছেলেটি অপ্রতিভভাবে ঘাড় নাড়ে, বকশিস নেয় না।

'আমায় মাপ করবেন সার, আপনি কি স্যামুয়েল গ্রিফিথস?'

'হ্যাঁ'—অতিথি ভদ্রলোক একটু অবাক হন।

'আমায় ক্ষমা করবেন সার—আমার নাম ক্লাইড গ্রিফিথস, আমার বাবা আপনার ভাই।'

'ও, তাই নাকি।' স্যামুয়েল গ্রিফিথস খুব খুঁটিয়ে তাকে দেখেন। ক্লাইড তার দৃষ্টির সামনে সটান দাঁড়িয়ে থাকে। সে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। একটু রোগা হয়েছে, খানিকটা চাপা কিন্তু এখনও সে বেশ সুদর্শন আর অনুভূতিশীল।

বাইরে ক্লাবহাউসের করিড্যরে ক্লাইডের মত পোশাক পরা একজন কর্মচারী কার্পেট পরিষ্কার করছে। সিঁড়িতে উর্দি পরা দ্বিতীয় চাকর পেতলের রেলিং পালিশ করছে। অন্য একটি চাকর বিরাট কাঁচের জানলা পরিষ্কার করছে—জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরে কলারের বিজ্ঞাপন।

ক্লাইড খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, স্যামুয়েল গ্রিফিথস বসে কথা বলেন, 'তুমি যদি সত্যি সত্যিই এখান থেকে বেরোতে চাও, যদি সত্যিই উন্নতি করতে চাও তাহলে আমাদের জায়গায় আসতে হবে, তুমি সত্যিই কতটা কাজের তা দেখতে হবে—আমি তোমাকে একটা সুযোগ করে দিতে পারি।'

ক্লাইড তখনও সটান দাঁড়িয়ে থাকে, কথা শুনে তার চোখে আশার আলো দেখা যায়—করিড্যরে ঘণ্টা বাজে—সে তাড়াতাড়ি বাইরে

বেরিয়ে যায়।

গ্রিফিথ্‌সদের বাড়ির ভেতর তাঁদের পরিবার—তাঁর স্ত্রী, ছেলে গিলবার্ট আর মেয়ে বেল্‌লা, প্রাতঃরাশের টেবিলে।

'ভাল, তা এখন সে কি করছে ?'—গিলবার্ট বিরক্তি নিয়ে জানতে চায়।

'একটা ক্লাবে ছোকরা চাকরের কাজ করে'। মিস্টার গ্রিফিথ্‌স উত্তর দেন।

'বাবা বলেছে তাকে নাকি তোমার মত দেখতে, অন্য আত্মীয়দের চেয়ে অনেক সুন্দর দেখতে।'

'—' মা মেয়েকে থামিয়ে দেন।

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না—' গিলবার্ট বলে। তার চেহারায় সত্যিই ক্লাইডের সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে, খালি একটু গোমড়ামুখো আর অনেক বাধ্য স্বভাবের. 'যারা কাজ করছে তাদেরই রাখতে পারছি না. সেই সময় বাবা কেন আবার নতুন লোক আনছে। তাছাড়া লোকে যখন জানবে এই চাকরটা আমাদের আত্মীয়, তারা কি বলবে।'

'এখন আর বলে কি হবে—' তার মা বলেন 'সে তো এসে যাচ্ছে তুমি বরং তোমার রূঢ় ভাবটা কমাও।'

পরিচ্ছন্ন কিন্তু সাদামাটা পোশাক পরে ক্লাইড গ্রিফিথ্‌সদের কারখানার গেটের দিকে এগোয়, তার হাতে জিনিসপত্রের ব্যাগ. দারোয়ান তাকে গিলবার্ট মনে করে দরজা খুলে দেয়—

'শুভ দিন—মিস্টার গিলবার্ট।'

'মাপ করবেন, আমার নাম ক্লাইড, তবে আমি মিস্টার গিলবার্টের সঙ্গে দেখা করব।' ক্লাইড অপ্রস্তুত হাসির সঙ্গে বলে।

গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে যায়। সেক্রেটারি মাথা না তুলেই জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কি চাই ?'

'আমার নাম ক্লাইড গ্রিফিথ্‌স, আমার কাছে কাকার একটা চিঠি আছে।'

সেক্রেটারি তার দিকে তাকিয়ে দেখে ঠিক বুঝতে পারে না কি করতে হবে। ক্লাইড আর গিলবার্টের চেহারার মিল দেখে মেয়েটি প্রায় অবাক হয়ে যায়—তাড়াতাড়ি গিলবার্টকে ফোন করে। উত্তরটা শুনে নিয়ে বলে—'আপনি ভেতরে যেতে পারেন।' দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেয়। দরজার গায়ে লেখা মিঃ গিলবার্ট গ্রিফিথ্‌স।

ভেতরে ঢুকে ক্লাইড দেখে—নিজেকে যেভাবে দেখতে চায়—সেই জায়গায় দেখে তার ভাই গিলবার্টকে। পরস্পরের চেহারার মিল লক্ষ্য

করে দুজনেই মনে মনে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

টেলিফোন বাজে, মেশিন ঘোরে, সারি দিয়ে, অবিশ্রাম কলার বেরিয়ে আসে। পুরুষ, রমণী শ্রমিকরা নানা কাজে ব্যস্ত—কারখানার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। টাইপরাইটার ক্লিক ক্লিক করে আওয়াজ তোলে।

গিলবার্টের অস্বস্তি তার শীতল কাঠিন্যে প্রকাশ পায়। ক্লাইড থতমত খেয়ে আছে—কথা বলতে গিয়ে আমতা আমতা করে। তাদের পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব কথা বলতে গিয়ে যেন আরও বেড়ে যায়।

গিলবার্ট ঃ বাবা বলছিলেন তোমার কোন কাজের অভিজ্ঞতা নেই। তুমি হিসেব রাখতে জানো না ?

ক্লাইড ঃ না, আমি দুঃখিত—

গিলবার্ট ঃ তুমি শর্টহ্যাণ্ড বা এইরকম কিছু লিখতে পারো ?

ক্লাইড ঃ না, সার—পারি না—

গিলবার্ট ঃ তাহলে তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে কাপড় ধোয়ার কাজ দিয়ে শুরু করা। ওইখান থেকে আমাদের কারখানার প্রথম কাজ শুরু হয়। আমাদের কাজের প্রথম ধাপ থেকে তুমি শিখতে পারবে।

গিলবার্ট বোতাম টেপে—উত্তরে সুন্দর পোশাক পরা এক মহিলা ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে ভেতরে ঢোকে।

গিলবার্ট ঃ ঠিক আছে ক্লাইড, আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। মিসেস ব্র্যাড্‌লে তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেবে—কাল সাতটার মধ্যে তুমি কাজে হাজির হয়ে যাবে।

করমর্দন না করে, মাথা নেড়ে গিলবার্ট ক্লাইডকে বিদায় দেয়।

কারখানার গেটের বাইরে বেরিয়ে ক্লাইড ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে সে এক বিশাল অট্টালিকার সামনে হাজির হয়। ঢোকার দরজার ওপর শ্বেতপাথরের সিংহমূর্তি, বাগানের ভেতর ব্রঞ্জের হরিণ দেখা যায়, সে বেশ প্রশংসার চোখে বাড়িটার দিকে দেখে।

একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে, 'এটা কার বাড়ি, বলতে পারেন ?'

'আপনি জানেন না, এটা তো স্যামুয়েল গ্রিফিথস-এর বাড়ি, মস্ত লোক।'

'ধন্যবাদ'—ক্লাইড নিজের অবস্থার কথা ভাবে—তারপর তার

য়, যত সামান্য সম্পর্কই থাক না কেন—কি রকম রাজসিক বিলাসিতায় জীবন কাটায় সে কথা ভেবে মোহিত হয়ে পড়ে। অট্টালিকা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে কারখানার তাঁত চলে ঘর্ঘর করে, ফোঁস ফোঁস করে স্টিম বেরোয়। বাষ্পের মেঘের মধ্যে দেখা যায়—সিক্ত, ঘর্মাক্ত, শ্রান্ত ক্লাইড কাজ করছে। ক্লাইড কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারছে না—তার সাঁড়াশি থেকে জিনিস গরম কেটলির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে—তার সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ছে ফুটন্ত জল। ক্লাইড হতাশ, অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে সাহায্যের জন্য। ফোরম্যান তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। সে ভাল করে তাকে কাজ বুঝিয়ে দিতে থাকে—আর বারবার 'মিস্টার গ্রিফিথ্‌স' শব্দটার ওপর জোর দেয়। ক্লাইডের চারপাশে অভিজ্ঞ শ্রমিকের দল, তারা শান্তভাবে কাজ করে চলে। ওদের দেখলে বোঝা যায় ক্লাইড তার কাজের পক্ষে কতখানি অনুপযুক্ত। এই নিচু, দমবন্ধ করা ঘর, গনগনে লাল কেটলি, স্টিমের ধোঁয়া আর মেশিনের দাপটের মাঝখানে ক্লাইডকে অসহায় মনে হয়। কারখানায় ছুটির ঘণ্টা বাজে, ক্লাইড একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

পরিশ্রান্ত ক্লাইড নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে। ঘরের আসবাবপত্র থেকে এই বোর্ডিং হাউসের করুণ অবস্থা বোঝা যায়। তার মিশনের ছোট ঘরটার সঙ্গে এর কোনো পার্থক্যই নেই। সেটা শুধু আরও বেশি ভারাক্রান্ত। দরজায় একটা আওয়াজ হয়, বাড়িউলি ঢোকে—জিজ্ঞাসা করে কিছু দরকার কিনা—গ্রিফিথ্‌স নামটা বেশ কায়দা করে উচ্চারণ করে। 'ও আপনার একটা চিঠি আছে মিস্টার গ্রিফিথ্‌স।'

চিঠিটা দেয়—একটা নিমন্ত্রণ পত্র ঃ

প্রিয় ভাইপো,

তোমার এখানে আসা থেকেই আমার কর্তা খুব ব্যস্ত আর বাইরে বাইরে ছিলেন। যাই হোক এখন তার কাজের চাপ একটু কমেছে—আগামীকাল, অর্থাৎ রবিবার আমাদের বাড়ি রাত্রে তোমার খাওয়ার নেমতন্ন রইল, তুমি এলে আমরা সকলে খুব খুশি হব। আমরা নিজেরাই থাকব, আর কোনো অতিথি আসবে না। সাধারণ পোশাকেই এসো।

ইতি—

তোমার কাকিমা

এলিজাবেথ গ্রিফিথ্‌স

শ্বেতপাথরের সিংহ আর ব্রঞ্জের হরিণওলা বাড়ির দরজায় ক্লাইড দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার হাতে যেন যাদুর চাবিকাঠি রয়েছে। চুলটায় হাত বুলিয়ে নেয়, স্যুট থেকে ধুলো ঝাড়ে, টাই আর আংটি ঠিক করে নেয়।

একটা ঝি দরজা খুলে দেয়. তাকে বসার ঘরে নিয়ে যায়।

নানা রকমের জিনিস দিয়ে ঘর সাজানো, সুন্দর সুন্দর আসবাব, ব্রঞ্জের মূর্তি, ফুল, কার্পেট, পর্দার বাহার ক্লাইডকে অবাক করে দেয়। সে এদিক ওদিক তাকায়, সিল্কের খসখস শব্দ শোনা যায়। আওয়াজটা এগিয়ে আসতে থাকে—চওড়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা এক জোড়া পা দেখা যায়, সিল্কের কাপড়ের খসখস বাড়তে থাকে। মিসেস গ্রিফিথ্‌স সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন—একটু রোগা, বয়স্কা মধুর স্বভাবের মহিলা। —'তুমিই ভাইপো ক্লাইড।'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি—ভেতরে এসো'—মিসেস গ্রিফিথ্‌স প্রথানুযায়ী তাকে সমাদর করেন। 'আমাদের শহর তোমার কেমন লাগছে। আমাদের রাস্তাগুলোর জন্য আমরা কিন্তু সব সময় গর্ববোধ করি।' তাঁর কথার মধ্যে মিস্টার গ্রিফিথ্‌স এসে পৌঁছোন, তিনি ক্লাইডের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেন। তারপর বলেন, 'তাহলে—এখানে এসে ভালই করেছ! আমি ছিলাম না—তোমার জন্য সব ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করা হয়েছে তো।'

'হ্যাঁ সার'—ক্লাইড বলে।

'বেশ-বেশ—ভালই হয়েছে—বোসো।' সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে আসার আওয়াজ শোনা যায়, কোট-প্যান্ট পরা গিলবার্টকে দেখা যায়—বাবা মা-র সঙ্গে কথা বলে, ক্লাইডের দিকে একবার ঘাড় নাড়া ছাড়া আর কোনো রকম পাত্তা দেয় না। 'মা আমি এখন বাইরে যাচ্ছি।'

'তোমাকে কি বেরোতেই হবে। বেলা-র সঙ্গে সোনড্রা ফিঞ্চলে আসবে—ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে।'

'না, আমাকে বেরোতেই হবে।' গিলবার্ট ক্লাইডের দিকে একবার তাকায়, যেন মাকে বলতে চায়—তুমি তো জান কার জন্য বাইরে খেতে যাচ্ছি। বলে দ্রুত বেরিয়ে যায়। ইঙ্গিতটা ক্লাইডের নজর এড়ায় না, তার অস্বাচ্ছন্দ্যও কমে না।

ডিনার দেওয়া হয়। অনেকগুলো ঘরের মধ্যে দিয়ে তারা ডিনার টেবিলে যায়। ক্লাইড ঠিকমত ন্যাপকিন গোছাতে পারে না, কখন

কোন চামচটা নিতে হবে সে ব্যাপারেও খুব একটা সরগড় নয়। তার কাকা-কাকিমা কিভাবে খাচ্ছে তা লক্ষ্য করার জন্য অপেক্ষা করে থাকে প্রতিবার। কিন্তু সে খুব সচেতন থাকে এবং অন্যরাও সচেতন ভাবে লক্ষ্য করে তার অপেক্ষা করা। ডেসার্ট আনার সময় একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা যায়, দরজা খোলার আওয়াজ হয়; খিলখিল হাসি অর কুকুরের ঘেউ ঘেউ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। উচ্ছল তিনটি মেয়েকে দেখা যায়, দরজার কাছে এসে তারা থেমে যায়। একজন বেল্‌লা, মাঝখানের জন দুটো হাউণ্ড ধরে আছে শেকল দিয়ে। নতুন লোক দেখে মেয়েরা একটু সংযত হয়—মিস্টার এবং মিসেস গ্রিফিথ্‌স তাদের স্বাগত জানায়। মাঝখানের মেয়েটি সোন্‌দ্রা ফিঙলে—তাকে মিসেস গ্রিফিথ্‌স জানায়—গিলবার্ট বাড়ি নেই—তাকে খুব প্রয়োজনে বেরোতে হয়েছে। সোন্‌দ্রা একটু বিরক্তি প্রকাশ করে। এইরকম ভয়ঙ্কর জমকালো মেয়ে ক্লাইড আগে কোনদিন দেখেনি। তার সাদা পোশাক, কাঁধের অর্কিডগুচ্ছ, হাতে ধরা দুরন্ত দুটো হাউণ্ড সব মিলিয়ে তাকে অন্য পৃথিবীর মানবী বলে মনে হয়, সেও ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে উঠেছে, মনে মনে ক্ষীণ আশা হয়ত তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তা হল না। বোধহয় খুব সচেতন ভাবে নয়—তবে ভাইপোকে পরিচর্যা করার হাত থেকে খানিকটা অব্যাহতি পেয়ে গিয়ে যেন কাকা-কাকিমা তার কথা ভুলে গেছে। ক্লাইড নিজের অসামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন—তার এবং এইসব স্বর্গলোকবাসীদের মধ্যে যে বিস্তর তফাৎ তা সে ভাল করেই উপলব্ধি করে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে—যেন অন্ধকারের মধ্যে একটা জ্বলন্ত গোলা দেখছে—যেন বেদীর ওপর কোন স্বর্গীয় প্রতিচ্ছবি দেখছে, তার শরীর ঘিরে কুয়াশা, পাক খেতে খেতে ভারি হয়ে ওপর দিকে ওঠে—আর মেয়েটি সেই সাদা মেঘের কুয়াশায় ঢেকে যায়—সারা ঘর ভরে যায় মেঘে।

কারখানার ফুটন্ত কেটলি থেকে মেঘের মত বাষ্প বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে কাজ করে ক্লাইড, মেশিনের আওয়াজে সে যেন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। স্যামুয়েল গ্রিফিথ্‌স—ম্যানেজার, সেক্রেটারি পরিবৃত হয়ে কারখানা পরিদর্শনে আসেন। একজন শ্রমিককে দেখে তিনি বিরক্ত মুখে তাকান। শ্রমিকটি ফুটন্ত জলের কাছে নিচু হয়ে কাজ করছে—তার শরীরে শক্তি শেষ হয়ে গেছে—তার হাত মুখ পুড়ে যায়—যন্ত্রণায় সে কঁকিয়ে ওঠে—ফুটন্ত জলপাত্র থেকে মুখ সরিয়ে সে ঘোরে—স্যামুয়েল গ্রিফিথ্‌স তাকে চিনতে পারেন—ক্লাইড।

ঘর্মাক্ত ছেঁড়া জামার ভেতর দিয়ে বুক দেখা যায়। সারা হাতে লাল ফোসকা নিয়ে ভাইপো কাকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কাকা মুখ ঘুরিয়ে দেখেন গিলবার্টকে—প্রায় ক্লাইডের মতই দেখতে—কিন্তু অনেক পরিচ্ছন্ন, সুবেশ।

কি করতে হবে বুঝতে না পেরে কাকা অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে ওপরে ওঠেন।

পরিচালকের নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে গিলবার্টের দিকে তাকিয়ে বলেন—'ক্লাইডকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে বদলি করে দিতে হবে। যতই হোক ও আমাদের আত্মীয়—ওকে ওখানে রাখা যায় না। ভগবান জানেন লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে কি বলছে।'

গিলবার্ট প্রতিবাদ করতে যায়। কাকা বলেন—'আর তাছাড়া তোমার সঙ্গে ওর চেহারার এত মিল।' গিলবার্ট কিছু বলে না, টুপি আর কোট তুলে কাকা বেরিয়ে যান।

বাইরের অফিসে টেলিফোন বাজে। সেক্রেটারি মেয়েটি শোনে, তারপর বলে 'বুঝেছি—সেলার ডিপার্টমেণ্ট থেকে সত্তর নম্বরকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব—ঠিক আছে—মিস্টার গিলবার্ট।'

ফোরম্যান, ক্লাইডের কাছে এসে তাকে পরিচালকের অফিসে যেতে বলে। ক্লাইড কাঠের জুতো, চামড়ার জ্যাকেট খোলে, ছেঁড়া জামার ওপর নিজের কোটটা পরে নেয়, তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।

গিলবার্টের অফিসে ঢোকে। গিলবার্ট আগের চেয়ে একটু নরম—বলে, তাকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে বদলি করে দেওয়ার জন্য সে বলে দিয়েছে। সেলার ডিপার্টমেণ্টে ক্লাইড নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। 'সপ্তাহে পনেরো ডলারের জায়গায় এবার থেকে তুমি পঁচিশ ডলার করে মাইনে পাবে। আমার বাবা—মানে তোমার কাকা সেই রকমই চান।'

ক্লাইড কপাল থেকে ঘাম মোছে—তার মুখ উজ্জ্বল হয়।

গিলবার্ট আগের মতই দূরত্ব বজায় রেখে বলতে থাকে ঃ 'তোমাকে স্ট্যাম্পিং ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজার হিসাবে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ করতে হবে। ওখানকার কাজ সহজ আর কোন কারিগরি জ্ঞানের দরকার নেই। তবে তোমাকে চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখাতে হবে। এই ডিপার্টমেণ্টে পঁচিশটা মেয়ে কাজ করে—আর কারখানার চারিত্রিক শুদ্ধতা বজায় রাখা তোমার দায়িত্ব। আমাদের এখানকার আইনে কারখানার বাইরে কোন মেয়ে কর্মচারীর সঙ্গে

মেলামেশা চলবে না। আমরা আশা করব তুমি এ ব্যাপারে আদর্শ স্থাপন করবে—কারণ তোমার সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তোমার সামনে এবার সুযোগ এসেছে। মেয়েদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি কোরো না।'

গিলবার্টের কথা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তার অফিস চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়, দেখা যায় মেয়েরা বসে কলারে স্ট্যাম্প লাগাচ্ছে। ধীরে ধীরে তাদের সকলের কাজ থেমে যায়, সকলের মুখ ঘুরে যায় একদিকে। যতই গিলবার্টের কথা শোনা যায়—মেয়েদের চাটুল্য তত বাড়তে থাকে—তারা একদিকে তাকিয়ে থাকে। পঁচিশ জোড়া রমণী চক্ষুর নির্লজ্জ দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়—গিলবার্টের গলার স্বর শোনা যায়: 'এই মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হবে না আর কাজের পর কারো সঙ্গে কিছুতেই দেখা করবে না। যা যা বলেছি সব বুঝতে পেরেছো। যা বলা হল সেইমত চলবে বলে প্রতিজ্ঞা করছো কি?' এই মুহূর্তে মেয়েরা সব ঘুরে তাকায়।

'হ্যাঁ স্যার'—ক্লাইডের গলার স্বর শোনা যায়। পর্দায় দেখা যায় তাকে সুন্দর পোশাক পরা, গম্ভীর প্রত্যাশার ভঙ্গিতে ক্লাইড পঁচিশটি যুবতীর সামনে দাঁড়ায়।

মেয়েদের কোরাস তাকে স্বাগত জানায়—'হাউ ডু য়্যু ডু।'

ক্লাইড বলে—'হাউ ডু য়্যু ডু।'
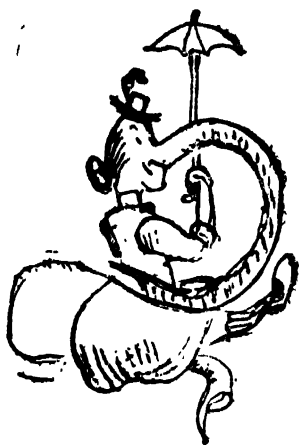
পঞ্চম রিল

বসন্ত। কারখানার জানলার খাঁজে পায়রা বকম বকম করে। জানলা দিয়ে রৌদ্রস্নাত ছুটন্ত নদী দেখা যায়। কারখানার ভেতর তাঁত চলার শব্দ আর স্টিমের হিস হিস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

পাঁচিশটা মেয়ে—ভিন্ন চেহারার, ভিন্ন চরিত্রের লম্বা টেবিলের পেছনে কাজ করে চলে—শ্বেত শুভ্র কলারের পাহাড়ের ওপর তারা স্ট্যাম্প করে যায়। একটা যুবতী মেয়ে জানলাটা খুলে দেয়। পায়রাগুলো ভয় পেয়ে গিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আকাশে উড়ে যায়। তাঁত চলার যান্ত্রিক শব্দ খানিকটা যেন খোলা জানলার মধ্য দিয়ে বসন্তের মাঠে বাগানে গিয়ে হারিয়ে যায়।

এক ঝলক ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, মেয়েরা আরামের নিঃশ্বাস নেয়। তারা সকলেই যুবতী···নিজের মত করে তারা সকলেই সুন্দর। কিন্তু তাদের চোখ সব সময়ই একজনকে লক্ষ্য করে। যেখানে এই ডিপার্টমেন্টের প্রধান দাঁড়িয়ে আছে—কুড়ি বছরের যুবক—ক্লাইড গ্রিফিথ্স।

ক্লাইড খুব সুন্দর স্যুট পরে, আধুনিক টাই পরে বসে রয়েছে। তাকে দেখতে সুন্দর, মেয়েরা তাই তার দিকে এত আকর্ষিত হচ্ছে। ক্লাইড মেয়েদের দিকে না তাকাতে চেষ্টা করে। গিলবার্টের সাবধান-বাণী তার মনে আছে—সমস্ত শক্তি দিয়ে সে উদাসীন এবং লৌহকঠিন আবেষ্টনীর মধ্যে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু বসন্তের মিষ্টি হাওয়া

জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে। পায়রাগুলো আবার জানলার কাছে ফিরে আসে—তাঁতটা ঘর্ঘর করে আনন্দের সঙ্গে আওয়াজ করতে থাকে, আর বসন্তের হাওয়ার জন্যেই মেয়েরা তাদের জামার কলার খুলে দেয়—হাতা গুটিয়ে নেয়। কিন্তু ক্লাইড শীতল, গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করে।

মেয়েদের মধ্যে একজন, রোবের্টা, ক্লাইডকে দেখতে গিয়ে কাজ ভুল করে ফেলে, কলারের উল্টোদিকে নম্বরের ছাপ মেরে দেয়। সে ভয়ে ভয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া কলারটা নিয়ে ক্লাইডের কাছে চলে যায়। তাকে বলে, ভুল হয়ে গেছে। ক্লাইড বেশ রাশভারি ভাব করে গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েটার মুখের দিকে তাকানোর ভরসা হয় না। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে নির্দেশ দেয়। কিন্তু মেয়েটার নিরাবরণ হাত যখন তাকে কলারটা দিতে আসে তার দিকে মুখ তুলে না তাকিয়ে পারে না—রোবের্টার মুগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়।

কারখানার বাঁশি বেজে ওঠে। মেয়ের দল হই হই করতে করতে গেটের বাইরে বেরিয়ে আসে, সিঁড়ি দিয়ে ছুটে ছুটে ওপর-নিচ করতে থাকে। কোন কোন মেয়ের সঙ্গে তাদের প্রিয়জনরা মিলিত হয়। ক্লাইড জানলা দিয়ে দেখে। রোবের্টা রাস্তা দিয়ে হাঁটে। সঙ্গিহীন, একা।

কারখানার চিমনির ওপর, সন্ধ্যার কুয়াশার মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। রাস্তা দিয়ে একা হাঁটতে থাকে ক্লাইড।

নদীর ধারে একা বসে থাকে রোবের্টা।

একটা সস্তা নাচঘরের সামনে ক্লাইড থামে। ভেতরে ঢুকবে কিনা ভাবে কিন্তু সেই মুহূর্তে কারখানার ফোরম্যান তাকে দেখে স্বাগত জানায়—'শুভ সন্ধ্যা মিস্টার গ্রিফিথ্‌স।' ফোরম্যান তার রাস্তায় চলে যায়। কিন্তু তার সম্মান-ধ্বনি—'মিস্টার গ্রিফিথ্‌স' ক্লাইডের কানে বাজতে থাকে। তার মনে পড়ে যায় বড়লোক কাকার গেটে শ্বেত-পাথরের সিংহমূর্তি, বাগানে ব্রঞ্জের হরিণ···। সে আর নাচঘরে ঢোকে না, ঘুরে অন্যদিকে চলে যায়।

রোবের্টা তার নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে দেয়—জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে—হাস্যময় বসন্তের চাঁদ।

যন্ত্রগুলো আবার ধকধক করে চলে। পঁচিশটা মেয়ে কলারে ছাপ মেরে যায়···। যাদের দৃষ্টি ক্লাইডকে অস্বস্তিতে ফেলে। এখানে খুব গরম। ঘামে, ভারি বাতাসে সকলেই পরিশ্রান্ত, অবসন্ন বোধ করে। যন্ত্রগুলো মন্থর হয়ে পড়ে। মন্থরতা মেয়েদের চোখের দৃষ্টিকে আরও

মোহময় করে তোলে—ক্লাইড নিজেকে ঠিক রাখার জন্য ভীষণ চেষ্টা করে, হঠাৎ তার চোখ পড়ে যায় রোবের্টার ওপর। দৃষ্টি না নামিয়ে তার মুখ মৃদু হাসিতে ভরে যায়। তার হাসির উত্তরে রোবের্টার ঠোঁটের ফাঁকেও দেখা যায় মৃদু হাসির চিহ্ন।

আর মেশিনগুলো ধকধক করতে থাকে। কাজের গতিতে মেয়েদের হাত এদিক ওদিক করতে থাকে, বেঞ্চের ওপর বরফ-সাদা কলার গড়াতে থাকে, ক্লাইড আর রোবের্টার দৃষ্টি মিলতে থাকে আরও ঘন ঘন। অন্যরা যখন দেখে না তখন তারা চট করে পরস্পরকে দেখে নেয়—কাজের দ্রুত ছন্দ থেকে তারা এক একটা সেকেণ্ড চুরি করে নেয়। মেশিনের বিরক্তিকর গর্জন, স্ট্যাম্প মারা একঘেয়ে শব্দ, স্টিমের ফোঁসফোঁসানির মধ্যে তাদের নীরব দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির কথা বলে।

সূর্যের তাপ বাড়তে থাকে—কারখানার মধ্যে আরও গরম। মেয়েরা ক্লাইড সম্বন্ধে আলোচনা করে—তাকে আর তার ধনী আত্মীয়দের ঘিরে অবিশ্বাস্য সমস্ত গল্প তৈরি করে। তার বিলাসবহুল জীবনের কাল্পনিক বর্ণনা করে—রোবের্টা শোনে—গর্ব এবং প্রেমের দৃষ্টি নিয়ে দেখে সুদর্শন ওই যুবককে, আর সুযোগ পেলেই একটা করে মধুর হাসি তার দিকে ছুঁড়ে দেয়।

সাদা ছাদের ভেতর দিকে, কারখানার সাদা দেওয়ালে, নদীর জলে প্রতিফলিত সূর্যালোক উজ্জ্বল জলের ছায়া তৈরি করে, আলোর আবর্তগুলো যন্ত্রের তালে তালে অদ্ভুত নকশা বুনে চলে। তারপর মেশিনের শব্দ ধীরে ধীরে থেমে যায়—হ্রদের স্থির জলে ছায়া দেখা যায়—ক্লাইড বৈঠা চালিয়ে ছোট্ট নৌকা করে ভেসে আসছে।

কারখানার দেওয়ালে, ছাদে যেমন আলোর খেলা চলছিল—ঠিক তেমনই এই জলে, ক্লাইডের মুখে, নৌকার পালে আলোর নাচ চলতে থাকে।

পাশ দিয়ে আরও নৌকা যায়। যুগলে যুগলে গান গায়, ব্যাঞ্জো অথবা গিটার বাজিয়ে। এই প্রেমের পরিমণ্ডলের মধ্যে ক্লাইড একা নৌকা চালিয়ে ভেসে চলে। তীরের কাছে পদ্মফুলের জালের মধ্যে তার নৌকা ধীরে ধীরে চলতে থাকে। আর পাড়ের ওপর জলের খুব কাছে একটি যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার মাথার টুপি খোলা—সে পদ্মফুলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

· ক্লাইড নৌকা বাওয়া বন্ধ করে মেয়েটিকে দেখে। নৌকা এগিয়ে

এলে মেয়েটিও মাথা তুলে দেখে। ক্লাইড দেখতে পায় তার মুখ হাসিতে ভরা।

'মিস অ্যালভেন—আপনি—'

'হ্যাঁ আমি—,' রোবের্টা হেসে উত্তর দেয়, তারপর ক্লাইডকে দেখে চমকে যায়—একটু ভয়ও পায়।

'আপনি কি সারাদিন এখানে কাটাবেন ?'—ক্লাইড দেখে রোবের্টা জলের দিকে তাকিয়ে আছে। 'ফুল নেবেন ?'

রোবের্টা অবাক হয়ে দেখে, বলে, 'হ্যাঁ'।

ক্লাইডের কালোচুল হাওয়ায় উড়তে থাকে, গলা খোলা, ছোট হাতা খেলোয়াড়ের জামা তার পরনে, একটা দাঁড় জলের অনেক ওপরে উঠে আছে। এই সমস্ত দেখে মেয়েটা ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে, নিজের দ্বন্দ্ব ঢাকবার জন্য সে ক্লাইডের দিকে তাকিয়ে একটা মোহময়ী হাসি হাসে।

দূর দিয়ে একটা নৌকা যায়, তাতে ক্লাইডের মত একটা ছেলে আর রোবের্টার মত একটা মেয়ে বসে। লেকের জলে এই রকম অজস্র নৌকা ভাসে, যার প্রত্যেকটায় রোবের্টার মত একটা মেয়ে, ক্লাইডের মত একটা ছেলে বসে আছে।

রোবের্টা শুনতে পায়, ক্লাইড তাকে আহ্বান করছে—'দয়া করে নৌকায় উঠে পড়ুন।'

'ও হ্যাঁ—কিন্তু আমার সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছে, আর তাছাড়া আমার পক্ষে বোধহয় নৌকায় চড়া ঠিক হবে না, মানে ঠিক নিরাপদ' নয় তো।'

ক্লাইড হাসতে হাসতে বলে, 'পাড়ে বসে থাকার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ।'

নৌকার পর নৌকা, যুগলের পর যুগল, গানের পর গান জলের ওপর দিয়ে—তাদের পাশ দিয়ে ভেসে যেতে থাকে। হঠাৎ রোবের্টা চিৎকার করে ওঠে—'গ্রেস—গ্রেস—কোথায় তুমি ?'

পেছনের জঙ্গলের ভেতর থেকে গলা গোনা যায়—'হ্যালো, কি ব্যাপার—'

'এখানে এসো, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার।'

'না বরং তুমিই এখানে এসো, এখানে অপূর্ব সব শুঁয়ো ফুল উড়ে বেড়াচ্ছে।'

'কি করব ? আপনাকে নৌকা করে ওখানে পৌঁছে দেব ?' ক্লাইড জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই'—লজ্জিত রোবের্টা উত্তর দেয়। 'আপনি ঠিক বলছেন তো—ওখানে কোন ভয় নেই।'

ক্লাইড বলে—'একদম নিরাপদ।'

রোবের্টা লাফ দিয়ে নৌকায় ওঠে, ক্লাইড তাকে সাহায্য করে—যাতে পড়ে না যায়।

'আপনি বিশ্বাস করবেন, একটু আগে আমি ঠিক আপনার কথা ভাবছিলাম, ভাবছিলাম যদি আমি আর আপনি নৌকায় চড়ে বেড়াতাম, কি সুন্দর হত।'

'সত্যি মিষ্টার গ্রিফিথ্‌স!'—রোবের্টা জানতে চায়।

ক্লাইড একটু লাজুকভাবে এগিয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

'না'—রোবের্টা ভয় পেয়ে যায়, গম্ভীর হতে গিয়ে ক্লাইডের প্রতি আরও শীতল হয়ে ওঠে।

অনেক নৌকার সঙ্গে তাদের নৌকাও ভেসে চলে, তীর থেকে গাছের ডাল নুয়ে পড়ে ঘন আচ্ছাদনে আবছায়া গলিপথ মত তৈরি হয়েছে—তার মধ্য দিয়ে।

নদীর পাড় থেকে উচ্ছল গানের সুর শোনা যায়, গিটারের বাজনা ভেসে আসে—সূর্য অস্ত যায়। রোবের্টার শীত করে, সে ক্লাইডের কাছে এসে বসে…। ক্লাইড খেয়াল করে জলজ দামে তাদের নৌকা কিভাবে গতিরুদ্ধ হয়ে গেছে—তারা একলা পড়ে যায়—আশ-পাশের অন্য নৌকা চলে গেছে। হোটেলের লম্বা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে করতে ক্লাইড চঞ্চল হয়ে উঠত—এখনও সে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে—তার নিজের পরিপূর্ণ যৌবন, পাশে বসা তরুণীর স্পর্শ, এই নির্জন নিরালা কোন—সে রোবের্টাকে চুমু খায়। রোবের্টা ভয় পেয়ে যায়, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'মিস্টার গ্রিফিথ্‌স।'

কিন্তু ক্লাইড তার সাফল্যে খুশি হয়ে সাহসী হাসি হাসে—যে রকম সে হেসেছিল জীবনের প্রথম রোজগারের দিন—সেদিন তার কানে বেজেছিল তালে তালে দুলে ওঠা, হোটেলের সেই জোরালো গান। সেই সুরের প্রতিধ্বনি যেন ভেসে আসতে থাকে লেকের অপর পাড় থেকে।

রোবের্টার আপত্তিকর ভয়কে পাত্তা না দিয়ে—বিজয়ী সৈন্যের এগিয়ে যাওয়ার তালে তালে ক্লাইড নৌকা ঘুরিয়ে দিল পাড়ের দিকে, যেখানে রোবের্টার বন্ধু অপেক্ষা করছে।

ক্লাইডের কিছু মনে নেই, সে ভুলে গেছে—সে কোথায়, সে কে—কুচকাওয়াজের বাজনার ছন্দে সে ঘুরে বেড়ায়—মাঠের মধ্য দিয়ে,

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, অলিতে গলিতে—রাস্তায়-রাস্তায়।

তারপর যখন সে তার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়—শান্ত কিন্তু উল্লসিতভাবে নিজেকে বলে—'বেঁচে থাকা—বেঁচে থা'কা—কি সুন্দর।'
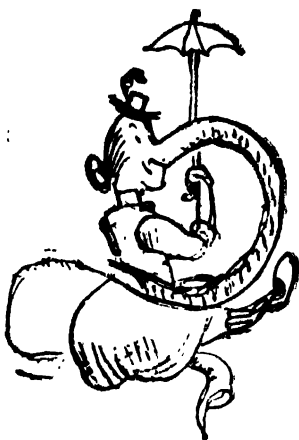
ষষ্ঠ রিল

কারখানার জানলা দিয়ে আর নদীর চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

বাইরের ঠাণ্ডা, কনকনে বাতাস আটকানোর জন্য সমস্ত জানলাগুলো বন্ধ।

মেয়েরা চুপচাপ কাজ করে, অগণিত কলারের সারির ওপর ছাপ মেরে যায়। নিস্তব্ধ হয়ে, মনোযোগ দিয়ে। ক্লাইড নিজের কাজ করে। রোবের্টার সঙ্গে চোরা চাহনিতে প্রেমময় বোঝাপড়া আর হয় না, তারা যেন পরস্পরের অচেনা—অন্তত সেইরকম ভাব করে।

কারখানার বাঁশি বাজে।

দরজার মধ্য থেকে কর্মচারীরা বেরিয়ে পড়ে। ভিড়ের গুঁতো-গুঁতিতে ক্লাইড আর রোবের্টা কাছাকাছি এসে যায়—কিন্তু কেউ কাউকে সম্ভাষণ করে না, তারা দুজনে দুদিকে তাকায়। আলাদা হয়ে—যে যার দিকে চলে যায়। ক্লাইড ডান দিকে, রোবের্টা বাঁ দিকে।

কারখানার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আলো নিভে যায়। উঁচু মিনার থেকে ঘণ্টা বাজতে থাকে—রাস্তার আলোগুলো জ্বলে ওঠে একের পর এক। জ্বলে ওঠা আলো এসে পড়ে ক্লাইডের ওপর—সে ঠাণ্ডায় কাঁপছে, টুপিটা আরও নিচু করে দিয়ে সে কুয়াশার মধ্যে ঢুকে যায়।

সে কারও জন্য অপেক্ষা করে। একটা রেলিং-এর এপাশ ওপাশ

দিয়ে পায়চারী করে। প্রচণ্ড শীতের ধাক্কায় মাঝে মাঝে গায়ের কোটটাকে আরও আঁট করে নেয়!

রাস্তার আলোর মধ্যে দিয়ে রোবের্টা আসে। এদিক ওদিক সাবধানী দৃষ্টি দেয়। আদরের ছোট্ট নাম ধরে ক্লাইড তাকে ডাকে।

গালে একটা ছোট খোঁচা মারে। ক্লাইড এখনো একটু লাজুক আর রোবের্টার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সে তাকে চুমু খায় আর ফিসফিস করে কথা বলে। রাস্তার ওপার দিয়ে একজন পথচারী হেঁটে চলে যায়, তারা ভালবাসাবাসি বন্ধ করে ঝট করে অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে যায়—যতক্ষণ না লোকটা চলে যায় ততক্ষণ তারা কাঠ হয়ে থাকে।

'প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ছে,' ক্লাইড বলে, 'জানিনা কি করব, কোথাও গিয়ে যদি বসা যেত।'

'চায়ের দোকানে বা সিনেমায় গেলে হয় না,' রোবের্টা জিজ্ঞাসা করে।

ক্লাইড মাথা নাড়ে—'যদি কেউ দেখে ফেলে।'

আরেকটা লোক—আরেকবার তারা অন্ধকারে কাঠ হয়ে থাকে।

লোকটা চলে যেতেই একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে ওদের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, 'কি বল?—তোমার ঘরে গিয়ে একটু বসা যায় না।'

'না-না-না, সে ঠিক হবে না', রোবের্টা ভয় পেয়ে গিয়ে জোরে মাথা নাড়ে! ক্লাইড দেশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখে—এগারোটা তিরিশ। 'তাছাড়া আমরা ধরা পড়ে যাব, না-না' রোবের্টা বলেই চলে। কিন্তু ক্লাইড উত্তেজিত এবং স্থির সিদ্ধান্ত, হাত দিয়ে রোবের্টার হাত জড়িয়ে ধরে, তারপর রাস্তা ধরে তার ঘরের দিকে যায়। রোবের্টা তাকে বার বার মানা করে কিন্তু ক্লাইড নাছোড়বান্দা—অনমনীয়, তাকে নিয়ে চলে ঘরের দিকে।

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে না থেকে তোমার ওখানে গেলে কি অসুবিধা হবে বুঝতে পারছি না।'

'না ক্লাইড তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না, তোমার পক্ষে হয়ত ঠিক আছে—কিন্তু আমি জানি কি করা উচিত, কি নয়—আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই না।' ক্লাইডের মুখ কালো হয়ে যায়—তাকে দেখে রোবের্টা নিজের কাঠিন্যে ভীত হয়ে ওঠে। চাপা উত্তেজিত দীর্ঘ মিনিটের—নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু কোনো ছোট কুকুরের পাগলের মত চিৎকার শোনা যায়।

'বেশ তুমি যদি না চাও—আমি তোমার ঘরে যাই, একটু বসি…'

রোবের্টা বলে—'তা নয় ক্লাইড, আমি পারব না, তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি পারব না।' আলতো করে ক্লাইডের কাঁধে হাত রাখে। ক্লাইড কাঁধ ঝাঁকানি দেয়—'ঠিক আছে, তাই হবে, তুমি যদি চাও আমি যাব না—যাব না।' কাঁধ থেকে হাতটা ফেলে দিয়ে সে এগিয়ে যায়।

'চলে যেও না ক্লাইড, আমি তোমাকে ভালবাসি—তোমার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।' রোবের্টা তাকে জড়িয়ে ধরে।

'ঠিক আছে—ঠিক আছে।' ক্লাইড রূঢ়ভাবে তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিশে যায়। দূরের কুকুরটাকে কেউ বোধহয় লাথি মেরেছে—সে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে।

ক্লাইডকে চলে যেতে দেখে রোবের্টা চিৎকার করে ডাকতে থাকে—'ক্লাইড—ক্লাইড'

কিন্তু ক্লাইড ফেরে না। বেদনা ভারাক্রান্ত রোবের্টা নিথর হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। ক্লাইড হেঁটে চলেছে। একটা বাড়ির দরজা খুলে যায়, এক মহিলা মুখ বাড়িয়ে দেখে কি ব্যাপার, কেঁউ কেঁউ করা কুকুরটা মুখ বাড়াতেই হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

ক্লাইডের জুতোর আওয়াজ দূরে—আরও দূরে চলে যায়।

'আমাকে ফেলে যেও না'—কান্না জড়ানো গলায় রোবের্টা চিৎকার করে ওঠে, তারপর ছুটতে থাকে। কয়েক পা ছুটেই থেমে যায়—ভয়ে এদিক ওদিক দেখে। ক্লাইডের জুতোর আওয়াজও শোনা যায় না—কুকুরের চিৎকার থেমে গেছে। রোবের্টা ভেঙে পড়ে, মাটির ওপর বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। রাস্তার আলোর সারি একের পর এক মিলিয়ে যায়—তার কান্নার আওয়াজও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে।

কারখানার জানলায় বৃষ্টি আছড়ে পড়ে। তাঁতগুলো ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে বিরক্তিকর ভাবে চলতে থাকে। ভারি আওয়াজে স্টিম ফোঁস-ফোঁস করে চলে। মেয়েদের হাতে স্ট্যাম্প—একঘেয়ে, উদ্বিগ্ন, ছাপ মেরে চলে।

রক্তহীন পাণ্ডুর রোবের্টা, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে, অনিশ্চিত হাতে কাজ করে চলে। ক্লাইড তার জায়গায় কঠিন নিস্তব্ধ বসে কাজ করে। কাজ করার পরিবেশ আর আগের মত স্বচ্ছন্দ নয়। অনেক ফাঁকা—কয়েকটি মাত্র মেয়ে কাজ করে। কলারের স্তূপও ছোট, খালি টেবিল, তাকগুলো খালি—মেশিনের বিরক্তিকর আওয়াজের কারণও এই।

জানলার ওপর বৃষ্টি পড়ে।

রোবের্টা ক্লাইডের দৃষ্টি আকর্ষণ করার নানারকম চেষ্টা করে—

কিন্তু চোখের দিকে তাকায় না। তার ভঙ্গির মধ্যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব, কাজে খালি ভুল করে, ভয়ে হতাশায় সে যেন এক্ষুণি ভেঙে পড়বে—হঠাৎ তার চোখে পড়ে—ক্লাইড অন্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসছে. তার পাশের মেয়েটির সঙ্গে ক্লাইড রঙ্গ করে।

রোবের্টার মাথা ঘুরতে থাকে, মেশিনের আওয়াজে তার কান বধির হয়ে যায়, তার হৃৎপিণ্ডের মত দ্রুতগতিতে যন্ত্রের মোটর ধকধক করতে থাকে। সে স্থির থাকতে পারে না। ছুটে চলে যায় মেয়েদের বিশ্রামের ঘরে। টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট কাগজের টুকরো ছিঁড়ে নেয়, তাতে লেখে—"এসো"।

তারা দুজনে রোবের্টার ঘরে ঢোকে।

দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়, রোবের্টা আলো জ্বেলে দেয়, ছোট ঘরটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'বাঃ-বেশ', ক্লাইড বলে—'এত সুন্দর, আমি ভাবতেই পারিনি।' রোবের্টা কোট খুলে নেয়, 'এক মিনিটের মধ্যে আগুন জ্বালছি।' হাঁটু গেড়ে বসে, আগুন ধরানোর আগে কয়লাটা নেড়ে-চেড়ে ঠিক করে নেয়। ক্লাইড মাটিতে বসে তাকে সাহায্য করে। তারা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে, কনুই দুটো পরস্পরকে স্পর্শ করে। রোবের্টা ঘুরে তাকায়, ক্লাইড তার কাঁধে মাথা দেয়, চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। হাত দিয়ে ক্লাইডের গলা জড়িয়ে ধরে, মুখে ঠোঁট চেপে ধরে, ফিসফিস করে বলে—'প্রিয়…'

আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটো শরীর কাছাকাছি আসতে থাকে, তাদের হাত দুটো পরস্পরের কাছে কি খোঁজে—আনন্দময় মুহূর্তে শোনা সেই জমকালো সঙ্গীতের সুর আবার বেজে ওঠে, চুম্বনের সামান্য অবসরে ঘরের ছাদ যেন উড়ে চলে যায়, ছোট্ট ঘরের দেওয়ালগুলো মিলিয়ে যায়—তারা ভাসতে থাকে স্বর্গের মধ্যে।

বিজয়ী কুচকাওয়াজের বাজনায় ভরে ওঠে চতুর্দিক. আনন্দের পরিবেশ যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে—তারা কোথায় আছে বুঝতে পারে না—অদ্ভুত সুন্দর সমস্ত ব্যাপার তাদের ঘিরে ধরতে থাকে, তারা হাসে, খুশির সংক্রামক হাসি।

গানের সঙ্গে অদ্ভুত দৃশ্যগুলো যখন একের পর এক পালটাতে থাকে—রোবের্টা ফিসফিসিয়ে বলে—যদি কিছু হয়, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না ?' ক্লাইড ফিসফিস করে বলে—'না, তোমাকে ছেড়ে আমি কক্ষণো যাব না।'

ঘরের দরজার কাছে তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বিদায় নেবার মুহূর্তে ক্লাইড আবার বলে—'তোমায় ছেড়ে আমি কক্ষণো

কোথাও যাব না।' চুমু খেয়ে বেরিয়ে যায় রাস্তায়।

রোবের্টা জানলা দিয়ে তাকে দেখে—উদ্বিগ্ন চোখে।

ক্লাইড সত্যিকারের মানুষের মত হাঁটতে থাকে—মাথা সোজা করে—পকেটের গভীরে হাতদুটো ঢুকিয়ে নিয়ে সে হাঁটে।

তার পাশ দিয়ে একটা দামী মোটরগাড়ি যায়।

'হ্যালো—আপনি হেঁটে যাচ্ছেন ?'—গলার স্বর শোনা যায়—'যদি ইচ্ছে করেন আপনাকে এগিয়ে দিতে পারি—' গাড়ির মধ্যে থেকে সোনড্রা ফিঞ্চলে তার দিকে তাকিয়ে বলে।

ক্লাইড মুখ ঘোরায়। সোনড্রা অবাক হয়ে বলে—'আরে আপনি—কিছু মনে করবেন না. আমি ভেবেছিলাম গিলবার্ট।'

মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে ক্লাইড বলে, 'না আমি, মাপ করবেন।'

'মাপ চাওয়ার কিছু নেই, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে খুব ভাল হয়েছে, ভেতরে আসুন—কোথায় যাবেন বলুন, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।'

ক্লাইড চলে যাবার জন্য দু-এক পা পিছিয়ে যায়, কিন্তু সোনড্রা ভুল শোধরানোর চেষ্টা করে—জোর করে বলে—'আসুন মিস্টার গ্রিফিথ্‌স্।'

অপ্রতিভ ভাবে ক্লাইড গাড়িতে উঠে সোনড্রার পাশে বসে।

এমন সময় গাড়ির চালক একটা প্যাকেট নিয়ে ফেরে, সোনড্রা ক্লাইডকে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাবে।

গাড়ি রাস্তার ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে। 'আমি বুঝতে পারিনি আমার ভাইয়ের সঙ্গে আপনি আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন।' ক্লাইড অপ্রস্তুত ভাবে বলে।

'ও কথা আর বলবেন না। তার চেয়ে বলুন আপনি কখনো কোথাও যান না কেন ?'

'কারখানায় কাজ করি—একদম সময় পাই না।' ক্লাইড বলে।

সোনড্রা কলকল করে নানা ধরনের ছলাকলাময় কথা চালিয়ে যায়—তারপর বলে একটা নাচের অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ তাকে পাঠিয়ে দেবে—সেখানে সমাজের সব সেরা সেরা লোকেরা জড় হবে।

সোনড্রার সৌন্দর্য, কায়দা, পোশাক, হাবভাব—ক্লাইডকে একেবারে মুগ্ধ করে দেয়—সে এক মুহূর্তের জন্যও তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। ওদিকে সোনড্রা ক্লাইডের সৌন্দর্য আর পৌরুষ লক্ষ্য করে। তারা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসে, রাস্তার

কোণে গাড়িটা থেমে যায়।

শোফ্যার দরজা খুলে ধরে, ক্লাইড নামে। তার ধন্যবাদের উত্তরে সোনড্রা বলে—'শিগগির দেখা হবে।'

মোড় ঘুরে গাড়িটা মিলিয়ে যায়।

গাড়ির কমে আসা আওয়াজ জনহীন রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে শোনে ক্লাইড।

তার কানে বাজতে থাকে—'মিস্টার গ্রিফিথ্‌স্‌', সোনড্রার গলা। সে গ্রিফিথ্‌স্‌ নামটা উচ্চারণ করে—নিজেই। নতুন ধরনের গর্ব আর অস্বস্তির মধ্যে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

সপ্তম দিন

হাতের আঙুলে জুতোর ফিতে বাঁধে, সেই হাত ওপরে ওঠে, ট্রাউজারস থেকে অদৃশ্য নোংরা ফেলে দেয়, হাত আরও ওপরে ওঠে, কালো ডিনার ভেস্ট-এর বোতাম আটকায়, কালো বো-এর ফাঁস ঠিক করে—সম্পূর্ণ নৈশভোজের পোশাকে, পরিচ্ছন্ন, গর্বোদ্ধত ক্লাইডকে দেখা যায়, তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে পরিপাটি করে দেয় রোবের্টা। চুল আঁচড়ে দেয়। চিরুনি নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে—'তোমাকে যদি আমি পুরোপুরি না পাই, যদি গ্রিফিথ্‌স্‌দের সঙ্গে ভাগ করেই নিতে হয়, তাহলে তোমাকে যত সুন্দর করে পারি সাজিয়ে দেব।' ক্লাইডের গলায় সাদা সিল্কের মাফলার জড়িয়ে দেয়, কোট পরিয়ে দেয়, চকচকে নতুন সিল্কের টুপি এগিয়ে দেয়—তারপর দরজার কাছে এগিয়ে আসে। গভীর আলিঙ্গনে চুম্বন করতে করতে বলে—'আজ রাতে আমার কথা মনে করবে, করবে না প্রিয় ?' ক্লাইড ততক্ষণে চলে গেছে।

বছরের প্রথম বরফ পড়া শুরু হয়েছে, নতুন স্যুটটা বাঁচানোর জন্য ক্লাইড ছাতা খোলে। আলোর নিচে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কার্ডটা বের করে আবার পড়ে।—"এখন তখন সঙ্ঘের প্রথম—শীতকালীন নাচ এবং নৈশভোজের উৎসব হবে ডগলাস ট্রামবুলের বাড়ি, ১৩৫ ওয়েই কেজি এ্যাভিন্যু, বৃহস্পতিবার, নভেম্বর চার তারিখে—আপনার সাদর নিমন্ত্রণ রইল, দয়া করে মিস্ ট্রামবুলকে উত্তর জানাবেন।"

ক্লাইড গ্রিফিথ্‌স্‌দের বাড়ি যাচ্ছে না, যাচ্ছে এইখানে। কার্ডের উলটো পাশে সাদা জায়গায় লেখা একটা চিঠি সেটাও আবার পড়ে—

"প্রিয় মিঃ গ্রিফিথ্‌স্‌,

আশা করি আপনি আসবেন, লৌকিকতার নিয়ম নেই, আমি নিশ্চিত আপনার ভাল লাগবে—যদি আসেন তাহলে মিস ট্রামবুলকে জানিয়ে দেবেন কি ?

—সোনড্রা ফিঞ্চলে"

পড়া হয়ে গেলে, কার্ডটা ভেতরের পকেটে ভাল করে রেখে দিয়ে আবার হাঁটতে থাকে। গরীব পাড়ার বাসিন্দাদের বিস্মিত চোখের ওপর দিয়ে ছাতা মাথায় ক্লাইড হাঁটে—আত্মপ্রসাদে ভরপুর গর্বোদ্ধত ভঙ্গি।

মিস ট্রামবুলের বাড়ির দরজায় সুন্দর সুন্দর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। একদল শোফ্যার নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল—ক্লাইডের যাবার জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়। ক্লাইড দরজার ঘণ্টি বাজায়। ভেতর থেকে হৈ হৈ হাসি আর কথা ভেসে আসে। দরজা খুলে যায়। চাকর এসে টুপি, ছাতা, কোট নিয়ে নেয়। ভেতরে ঢুকেই ক্লাইড জিল ট্রামবুলের মুখোমুখি পড়ে।

'আপনাকে আমি চিনি—মিস্টার গ্রিফিথ্‌স্‌, আমি জিল ট্রামবুল।' তারা করমর্দন করে। 'মিস ফিঞ্চলে এখনও এসে পৌঁছয় নি—যতক্ষণ না আসছে আমি অতিথিসেবার দায়িত্ব নিচ্ছি।'

সে ক্লাইডকে নানা ঘরের মধ্য দিয়ে নিয়ে, মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়—'ইনি ক্লাইড গ্রিফিথ্‌স্‌—গিলবার্ট গ্রিফিথ্‌স্‌-এর ভাই।'

মেয়েরা তার দিকে ফিরে—'ও কেমন আছেন', 'আলাপ হয়ে আনন্দিত হলাম' বলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে আগের কথার জের টানতে লাগল। কেউ কোন আগ্রহ দেখাল না।

অবশেষে একটা বিরাট ফায়ার প্লেসের সামনে জিল-এর সঙ্গে এসে পৌঁছল, সেখানে সাদা পোশাক পরে একদল পুরুষ নিষ্কর্মার মত দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে—'মাপ করবেন' বলে জিল অন্য অতিথিদের স্বাগত জানাতে দ্রুত চলে গেল।

ক্লাইড আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সামনে একদল লোক—পা ফাঁক করে পেছনে হাত দিয়ে শক্ত কাঠের মত দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে। ক্লাইড অস্বস্তি চাপার চেষ্টা করে।

অন্য একটা ঘরের খোলা দরজা দিয়ে চোখ ধাঁধানো সাদা

পোশাক পরে সোনড্রা ঢোকে। তার আগমনে সমস্ত পরিবেশটা নড়েচড়ে ওঠে। সে সব সময়ই আকর্ষণের কেন্দ্রস্থলে থাকে। সোনড্রা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে—'গ্রিফিথ্স্ এসেছে ?'

মাঝখানের দরজা দিয়ে রাগ্-এর ওপর দাঁড়ানো ক্লাইডকে দেখতে পাওয়া যায়। সে উসখুস করে। ধনী যুবকদের দেখে—জানলার কাঁচের মধ্যে সাজানো পুতুলগুলোর কথা মনে হয়। সোনড্রা জিল এবং অন্যান্য বান্ধবীদের ডাকে—'বেশ চেহারা না, গিলবার্টের চেয়েও সুন্দর, ওকে নিয়ে একটু এদিক ওদিক ঘোরা যাক—গিলবার্ট প্রচণ্ড চটে যাবে—ওঃ যা মজা হবে না।'

সিল্ক আর সাটিনের খসখসের সঙ্গে হাসির লহর তুলে মেয়ের দল এগিয়ে যায়।

ক্লাইড মুখ তুলে সোনড্রাকে দেখতে পায়। মোহময়ী, অপূর্ব—সোনড্রা, তার শরীরে শিহরণ খেলে যায়। সোনড্রা তাকে স্বাগত জানায়, মেয়ের দল তাকে ঘিরে থাকে, ক্লাইড তাদের কেন্দ্রে, সকলেই তাকে টানতে চায়, তাকে দিয়ে অন্যকে রাগানোর মজা পেতে সকলেই উদগ্রীব। সোনড্রা বলে, 'আমরা প্রথম আর আট নম্বরে নাচব—আপনি জিল, বেটি, ক্লারা…এদের সঙ্গে নাচবেন।' আরও কয়েকজনের নাম হুকুম করে।

বলরুম থেকে ফক্সট্রট-এর বাজনা ভেসে আসে। সোনড্রা তাকে নাচতে নিয়ে যায়। অর্কেস্ট্রা বাজে—সোনড্রাকে আলতো করে এমনভাবে ধরে ক্লাইড, যেন মহামূল্যবান কিছু ছুঁয়ে আছে। তারা নাচতে থাকে—ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে। ছন্দের দোলায় আত্মহারা ক্লাইড তোতলাতে তোতলাতে সোনড্রার প্রশংসা করতে থাকে—আর সেই মুহূর্তে সোনড্রা সরে যায়, অন্য একটা মেয়ে তাকে টেনে নেয়, তারপর আরেকটা—একের পর এক সে ঘুরতে থাকে—প্রত্যেকের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত নাচে, সঙ্গিনীরা তার সঙ্গে নানারকম মজা করে—'আপনাকে গিলবার্টের চেয়েও সুন্দর দেখতে', আরেকজন বলে, 'আপনাকে কাল দেখলাম মিষ্টির দোকানে ঢুকতে, বান্ধবীর জন্য কিছু কিনতে গিয়েছিলেন বুঝি' (ক্লাইড সতর্ক হয়) আরেকজন বলে, 'সোনড্রা বলছিল আপনাকে খুব সুন্দর দেখতে—(ক্লাইড রোমাঞ্চিত হয়) ও বলছিল আপনার সঙ্গে রোজ দেখা হলে ভাল হত।'

আবার ঘুরতে ঘুরতে সোনড্রা তার কাছে আসে, জ্যাজ্ বাজতে থাকে।

জ্যাজের বাজনা মিলিয়ে যায়।

কারখানায় মেয়েদের বিশ্রামের ঘর, খিলখিল করে হাসির আওয়াজ ওঠে। রোবের্টা কোট নামিয়ে নেয়, অন্য মেয়েরাও যাবার জন্য তৈরি হয়, হাসে, বকবক করে। 'মিস্টার গ্রিফিথ্‌স্‌কে ক্লান্ত দেখাবে না। কত রাত পর্যন্ত পার্টি চলে—রাতের পর রাত জেগে নাচতে হয়।'

রোবের্টা উৎসুক হয়ে ওঠে, কৌতূহল চেপে রেখে প্রশ্ন করে—।

'তুই কি কখনো কাগজ পড়িস না, সব নামী দামী লোকেরা কাল দুটো নাচের পার্টিতে গিয়েছিল—একটা থেকে আর একটায়—কাগজে তাদের সব নাম দিয়েছে—তার মধ্যে মিস্টার ক্লাইডও আছে।—উত্তর আসে।

কথার ফাঁকে রোবের্টা তার হাতে কোঁচকানো এক টুকরো কাগজের চিঠিটা দেখে।—'প্রিয়তম, আজকেও কাকার সঙ্গে রাত্তিরে খেতে হবে, বুঝতেই পারছ—পারছ না।' মুঠোর মধ্যে কাগজটা চেপে ধরে। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, ঠোঁট কামড়ে ধরে।

আবার নাচের বাজনা শুরু হয়।

ক্লাইড আর সোনড্রা, দ্রুত তালে বাজনা বাজতে থাকে—ফ্যান্টাসিমোতে। ব্যাণ্ডের তালে তালে—ক্লাইড যেন একটা কবিতার ছন্দে ভেসে বেড়াতে থাকে—তার দিনগুলির কবিতা—নাচ, হাসি, গান, আনন্দ। প্রেমময় চাহনি, মধুর হাসি, উদ্দেশ্যপূর্ণ স্পর্শসুখের কবিতা।

সোনড্রার অজস্র পোশাকের কবিতায়—কখনও কালো, কখনও সাদা—কখনও রৌপ্যোজ্জ্বল সিল্কে মোড়া—সব সময়ই তার নৃত্যসঙ্গী ক্লাইড। কখনও তারা নরম সোফায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকে, কখনও কাঁচে মোড়া বাগানের ঘরে, কখনও আলোকোজ্জ্বল বলরুমে, নয়তো কোনো ক্লাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে নাচে। তাদের প্রেমের কবিতা যত পূর্ণ হয়—সঙ্গীতের ধ্বনি তত ছন্দময় হয়ে ওঠে—চতুর্দিকে আলো ঝলমল করে।

গলায় মাফলার, মাথায় উঁচু টুপি, একদল ধনী তরুণ-তরুণীর সঙ্গে বিলাসবহুল গাড়িতে বসে ক্লাইড, ছুটে চলে শহরের রাস্তা দিয়ে। হাসির তরঙ্গের মধ্যে গাড়িটা এসে থামে এক কোণে, রাস্তার আলোর নিচে। ক্লাইড লাফ দিয়ে নামে। আরেকটা হাসির তরঙ্গের মধ্যে গাড়িটা মিলিয়ে যায়।

ক্লাইড রাস্তার মোড় ঘোরে—রোবের্টার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে।

বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় ভেঙে পড়ে রোবের্টা।

বাইরে দাঁড়িয়ে ক্লাইড, দরজায় হাত রাখে—দরজা খুলে যায়।

নিস্তব্ধভাবে রোবের্টার ঘরে ঢোকে ক্লাইড। চোখের জলের দাগ নিয়ে মুখ তোলে রোবের্টা—'ক্লাইড তুমি কোথায় ছিলে—তোমাকে এক সপ্তাহের ওপর দেখিনি—কি হয়েছে?' ক্লাইড অস্বস্তি বোধ করে—তার গলার স্বরে বিরক্তি ফুটে ওঠে—'তোমাকে বলেছি না—কাকাকে দেখতে যেতে হয়েছিল, তুমি তো জান—এটা আমার কাছে কিরকম জরুরী, কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।' হঠাৎ রোবের্টা লাফ দিয়ে উঠল, একগুচ্ছ খবরের কাগজ নিয়ে তার দিকে তুলে ধরল, 'তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলছ ক্লাইড।' কান্না চাপতে চাপতে সে কাগজে বল নাচের আসরে উপস্থিতদের নাম দেখাল—একটা, দুটো, তিনটে—অনেক—অনেক—ক্লাইডের নাম সব জায়গায়ই রয়েছে।

বাড়িওয়ালাদের জেগে ওঠার ভয়ে তারা ফিসফিস করে ঝগড়া করতে থাকে। আবেগের চাপা স্বর উঠতে থাকে—কিন্তু সে আবেগ প্রেমের নয়।

'তুমি মিস ফিঞ্চলের সঙ্গে ছিলে'—রোবের্টার এই কথায় ক্লাইডের মাথা খারাপ হয়ে যায়, সে ছুটে গিয়ে তার কাঁধ চেপে ধরে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে। নিজের মুখের এত কাছে তার মুখ দেখে—তার প্রিয়তমের মুখ দেখে রোবের্টা তার সব রাগ ভুলে যায়। পুরনো দিনের মত তার চোখ আনন্দ আর কোমলতায় ভরে যায়। তাদের পুরনো সুখ যেন আবার জেগে ওঠে। ক্লাইড, তাকে ভুলতে চেয়েছিল সে কথা ভুলে গিয়ে—চুমু খায়। রোবের্টা যখন মুখটা সরিয়ে নেয় তখন ক্লাইডের মনে হয় সে যেন সোনড্রার বাহুর মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে। ক্লাইডের আঙুলগুলো রোবের্টার চুলের মধ্যে খেলা করতে থাকে—নতুন শক্তিতে, নতুন আবেগে সে রোবের্টাকে চুম্বন করে।

রাস্তা থেকে দেখা যায় রোবের্টার জানলার আলো নিভে গেল। কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে শিশুর হাসির খিলখিল শোনা যায়—শিশুটি যেন মজা পেয়ে হাসছে। দৃশ্য মিলিয়ে যায়।

কারখানার তাঁতের আওয়াজ আবার শোনা যায়। স্টিম মেশিন-গুলো হিস্ হিস্ করে—ছাপ মারার আওয়াজ হয়। বাইরে অন্ধকার, ভেতরে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে। যারা কাজ করছে, তাদের মুখে অদ্ভুত ছায়া পড়েছে। রোবের্টা কাজ করছে, ফ্যাকাসে মুখে,

বিষণ্ন তার চোখের দৃষ্টি, সে উদ্বেগের সঙ্গে ক্লাইডকে লক্ষ্য করে—চেষ্টা করে তার চোখে পড়তে। কিন্তু ক্লাইড তার দিকে তাকায় না। একটু পরে ছেঁড়া কাগজে লেখে—"ক্লাইড তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া ভীষণ ভীষণ দরকার—আজকে ছুটির পর অবশ্যই একবার আমার ওখানে বা অন্য কোথাও এসো, ভীষণ প্রয়োজন—রোবের্টা।" একগুচ্ছ কলার নিয়ে ক্লাইডের টেবিলের সামনে যায়, অন্যরা যাতে দেখতে না পায় এমনভাবে কাগজটা দেয়। ক্লাইড লেখাটা পড়ে রোবের্টার দিকে দেখে—চিন্তায় উদ্বিগ্ন মুখ। সামান্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। টেবলের ওপর একটা চিঠির দিকে আড়চোখে তাকায়—তাতে লেখা—'জানুয়ারি দশ—গ্রিফিথ্‌স্ বাড়ি নৈশভোজ'। রোবের্টার দিকে তাকিয়ে আবার মাথা নাড়ে।

মেশিনের আওয়াজ মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে নাচের বাজনা শোনা যায়। অনেকের সঙ্গে ক্লাইড আর সোনড্রাও নাচছে। একটা সাজানো ক্রিশমাস ট্রি দেখা যাচ্ছে। হাততালির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় গোল হয়ে ঘিরে নাচ হচ্ছে—সারির প্রথমে সোনড্রা আর সবার পেছনে ক্লাইড। একদল বয়স্কা মহিলা অতিরিক্ত সাজগোজ করে দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ক্লাইডকে নিয়ে কথা বলে; সভ্যসমাজের কায়দা-কানুন ক্লাইড কি রকম রপ্ত করেছে, আজকাল গ্রিফিথ্‌স্‌রা পর্যন্ত তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে—কারণ, না জানিয়ে উপায় নেই। সমাজের সকলে যখন তাকে মেনে নিয়েছে, তখন গ্রিফিথ্‌স্‌রা আর কি করে দূরে ঠেলে রাখে। গ্রিফিথ্‌স্‌দের অসুবিধার কথা আলোচনা করে মহিলারা হাসাহাসি করে।

বাজনার সঙ্গে—পা মিলিয়ে ক্লাইড আর সোনড্রা মেঝের ওপর ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে।

বাজনা থেমে গিয়ে হাসির হুল্লোড় ওঠে। ক্লাইড আর সোনড্রা ছুটে হল ঘরে যায়, কোট গরম কাপড় পরে নেয়।

বাইরে তখন বরফ পড়ছে, পায়ের নিচে তুষারে পিচ্ছিল। দরজার কাছ থেকে গাড়িগুলো চলে যায়।

একটা গাড়িতে সোনড্রা আর ক্লাইড, সোনড্রা গাড়ি চালাচ্ছে। তাদের বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে থামে, ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে সে ক্লাইডের দিকে তাকায়, অর্থপূর্ণভাবে বলে,—'ভেতরে এসো না ক্লাইড, আমি তোমায় এক কাপ গরম চকোলেট করে দিই—খেয়ে যাও, তোমার চকোলেট ভাল লাগে না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই', ক্লাইড রাজি হয়।

রান্নাঘর দেখে ক্লাইডের মাথা ঘুরে যায়। ঝকঝকে পরিষ্কার, তামার চকচকে আসন, জারমান স্থাপত্যের অনুকরণে একটা বিরাট ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলে। ক্লাইড অজান্তেই বলে ওঠে—'কি সুন্দর রান্নাঘর।'

'তোমার তাই মনে হয়। সব রান্নাঘরই তো এইরকম।' সোনড্রা চকোলেট তৈরি করতে করতে মন্তব্য করে। রান্নাঘরের কোণে একটা ছোট বন্ধ দেরাজের দিকে তাকায়। এক মুহূর্ত কি ভাবে, তারপর দেরাজের পাল্লাটা খোলে। রুপোর আর কাচের পাত্রে ভঁতি, অসংখ্য ঝকমকে পানপাত্র দেখে ক্লাইডের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সবচেয়ে সুন্দর পাত্রটা বেছে নিয়ে সোনড্রা তাতে চকোলেট ঢালে। ফায়ার প্লেসের সামনে এসে, ক্লাইডের পাশে বসে—'এখানটা খুব আরামের, না ?'

'হ্যাঁ, তুমি থাকতে আরও সুন্দর লাগছে।'

'তোমার ভাল লাইগেই আমি খুশি', সোনড্রা আলতো হেসে বলে। দুজনে দুজনের দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকে। কী করবে, কী বলবে ভেবে পায় না। সোনড্রা খুব আস্তে আস্তে বলে—'তুমি আমাকে কিছু বলার জন্য চেষ্টা করছ।'

'তোমাকে অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তুমিই আমাকে বলতে দিচ্ছ না।'

'আমি জানি তুমি আমাকে কী বলতে চাও' ? দুজনে বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ে। ক্লাইড দুহাতে সোনড্রার হাত ধরে, দেবতার দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে ভক্ত যেমন চেয়ে থাকে ক্লাইডের ভাবখানাও তেমন। সোনড্রা চোখ নামিয়ে নেয়। ক্লাইড আগে যা কোনদিন করেনি—সোনড্রাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খায়।

দেরাজের মধ্যে রুপোর পাত্রগুলো ঝকমক করে ওঠে, জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ি শব্দ করে টুকরো টুকরো হয়ে যায়—ফুলঝুরির মত আগুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে, আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সোনড্রা তাকে জড়িয়ে ধরতে দেয়। তারপর খুব শান্তভাবে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলে—'এবার তুমি বাড়ি যাও।' তার মুখে হাসি বা ক্রোধের কোন ছাপ নেই।

'তুমি কি রাগ করলে ?' ক্লাইড উদ্বিগ্ন হয়ে বলে।

সোনড্রা মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলে—'অনেক রাত হয়ে গেছে।'

সহস্র দর্শকের জয়ধ্বনির উত্তরে খেলোয়াড়রা যে রকম হাত নাড়ে, ক্লাইড সেরকম ভঙ্গি করে।

টেবিলের কাঁচে সুদৃশ্য পাত্রে ভঁতি চকোলেট—ছোঁয়াও হয় নি।

আনন্দের সঙ্গীত, যা প্রায় মোটিফ-এর মত সুখের সময় ঘুরে ঘুরে আসে, সেই সুর গুন গুন করতে করতে ক্লাইড রাস্তা দিয়ে হাঁটে। রাস্তা তুষারে ভরে গেছে। ঘূর্ণি হাওয়ার সঙ্গে বরফের গুঁড়ো এসে ঝাপ্‌টা মারে।

ক্লাইড খুব সাবধানী ভঙ্গি করে রোবের্টার ঘরের কাছে যায়, আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়। রোবের্টা এখনও তার সকালবেলার পোশাকে রয়েছে, ক্লাইড ঢোকে।

রোবের্টার মুখ এত বিষণ্ণ, এত সন্ত্রস্ত, যে ক্লাইড ভালো করে না দেখে পারে না।

'ক্লাইড, তুমি বলেছিলে যদি কোন বিপদ ঘটে তুমি আমায় সাহায্য করবে ?'

'বিপদ ?' ক্লাইড দেখে, রোবের্টা বিছানার ধারে বসে আস্তে আস্তে কোমরের কাছে হাত নিয়ে আসে।

আবার শোনা যায় কোন অজানা জায়গা থেকে শিশুর কলহাস্য।
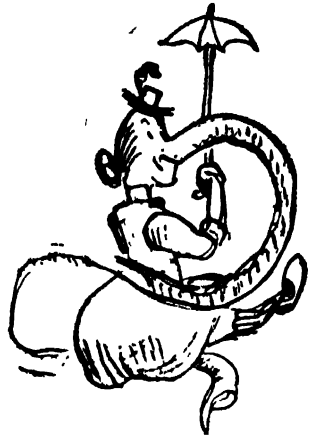
অষ্টম রিল

একটা ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ড। কাঁচের জানলায় নানা শিশি বোতল বাক্সের সঙ্গে, কার্ডবোর্ডে নার্সের ছবি, আর দুধের বিজ্ঞাপন। বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। একটা কোষ্ঠশুদ্ধির ওষুধ আর মিছরির বিজ্ঞাপন। কাঁচের দরজার ওপর একটা উলঙ্গ শিশু আর তার স্নেহময় পিতা। একটা নার্স কয়েকটি বাচ্চাকে নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়। বাচ্চারা একটা রঙচঙে মজার ছবি দেখে হাসছে।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লাইড। অনিশ্চিত অপ্রতিভ। কাঁচের মধ্যে দিয়ে দোকানদারকে দেখার চেষ্টা করে।

এক মহিলা বিক্রেতা কাউণ্টারের পেছন থেকে ওষুধ বিক্রি করে।

ক্লাইড দাঁত কিড়মিড় করে। তারপর এদিক ওদিক দেখে রাস্তা পেরিয়ে আরেকটা ওষুধের দোকানের সামনে যায়। ভেতরে তাকিয়ে দেখে—পুরুষ বিক্রেতা। শঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে ঢোকে, রেডিয়োতে অনেকগুলো বাচ্চার গলায় গান শোনা যায়। জানলা দিয়ে দেখা যায়, ক্লাইড ভেতরে ঢুকে টুপি খুলে—ইতস্তত করে দোকানদারকে কি যেন জিজ্ঞাসা করে।

ক্লাইডের অস্বস্তি যত বাড়তে থাকে, রেডিওয় বাচ্চাদের গলার গান তত বাড়তে থাকে। ক্লাইডের কথা শোনা হয়ে গেলে, দোকানদার মাথা নাড়ে। ক্লাইড রাস্তায় বেরিয়ে আসে। দোকানের কাঁচের দরজা

ঠেলে খোলার সময় রেডিওয় বাচ্চাদের গান শেষ হয়। তাদের খিলখিল হাসি শোনা যায়, যেন কোন মজার ঘটনা হয়েছে।

রাস্তায় বাচ্চাদের ভিড় পেরিয়ে ক্লাইড তাড়াতাড়ি এগোতে থাকে। আরেকটা ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়ায়, ভেতরে দেখে।

একটা পাকাচুল, দাড়িগোঁফওয়ালা লোক বসে বসে কাগজ পড়ছে। ওষুধের দোকানের পাশে একটা গ্রামোফোনের দোকান। জানলায় বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে একটা কুকুর আর একটা ছোট ছেলে গান শুনছে। দোকানের ভেতর থেকে রেকর্ডের আওয়াজ আসছে—কচি গলায় আবৃত্তির সুর—মজার কিন্তু হৃদয়স্পর্শী। জানলার সামনে থেকে সরে গিয়ে ক্লাইড ওষুধের দোকানে ঢোকে। রেকর্ডের দোকান থেকে বাচ্চার গলায় আবৃত্তি ভেসে আসে—'সে কেমন বাবাকে ভালবাসে মাকে ভালবাসে—জঙ্গল ভালবাসে আর ঝকমকে রোদ্দুর ভালবাসে—'। দেখা যায় ক্লাইড দোকানে ঢুকে টুপি খুলে, কাউন্টারের সামনে নিচু হয়ে—বুড়ো লোকটাকে তার প্রশ্ন শুধোতে থাকে।

আমরা দেখতে পাই বুড়ো লোকটা রেগে গেছে। হাত নাড়তে থাকে আর চেঁচিয়ে কি যেন বলে। কী বলে তা শোনা যায় না, কিন্তু ক্লাইড ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

ব্যস্ত কোলাহলমুখর রাস্তায় ক্লাইড বড় বড় পা ফেলে হাঁটে। আলো জ্বলে উঠেছে, বাড়িগুলোর ওপর থেকে আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে, দোকানের নানা বিজ্ঞাপন, ছবি, আলোকসজ্জা ফুটে ওঠে। পেছনে দুধের একটা বিশাল বিজ্ঞাপন, একটা হাস্যোজ্জ্বল শিশুর বিরাট মুখ। ক্লাইড এই বিজ্ঞাপনটার সামনে দাঁড়ায়, কোথায় যাবে চিন্তা করে, এদিক ওদিক দেখে। উঁচু একটা বাড়ির ছাদে বাচ্চাদের খাবারের বিজ্ঞাপন জ্বল জ্বল করে।

চতুর্দিকের বিজ্ঞাপনের তাড়া খেয়েই যেন ক্লাইড একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। সে ধীরে ধীরে হাঁটে, কোথায় যাবে ঠিক করতে পারে না। একটা ভারি ট্রাক আসছিল, তাকে পাশ দেওয়ার জন্য দাঁড়ায়। ট্রাকটা চলে গেলে চোখে পড়ে উল্টোদিকে একটা অন্ধকারময় ঘুপচি ওষুধের দোকান। দোকানদারের পোড়খাওয়া চেহারা দেখে ক্লাইডের মনে একটু ভরসা হয়। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে দোকানে ঢোকে।

রেডক্রসের ছাপ দেওয়া একটা অ্যাম্বুলেন্স সাইরেন বাজিয়ে ঐ

ছোট্ট গলির মধ্যে ছুটে যায়। সাইরেনের শব্দ মিলিয়ে যায়। ক্লাইড ওষুধের দোকান থেকে বেরোয়। দোকানদারের চোখের আড়াল হতেই সে হাতে ধরা একটা ছোট্ট মোড়ক পকেটের মধ্যে চালান করে দেয়। তাকে অনেক খুশি ও নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়ে ফিরতে থাকে—পকেটের মধ্যে তার হাত শক্ত মুঠিতে মোড়কটা ধরে রাখে। অনেক রাত হয়েছে। আলো নিভে গেছে। অন্ধকারের মধ্যে হাস্যমুখ বাচ্চাদের ছবিগুলো আর দেখা যাচ্ছে না।

ক্লাইড রোবের্টার ঘরে ঢোকে। বিষাদের মুখে রোবের্টা এত ভীত, চিন্তিত যে নিজের চেহারা, পোশাকের প্রতি তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। সে উস্কোখুস্কো একটা সাধারণ পোশাক পরা। হাঁটা চলা অনিয়ন্ত্রিত, অন্যমনস্ক। ক্লাইড মোড়কটা খুলে একটা বোতল বার করে। রোবের্টা সেটা ছিনিয়ে নিয়ে আলোর কাছে উঁচু করে ধরে পড়ে—।

'মনে হয় সব পরিষ্কার হয়ে যাবে'—ক্লাইড বলে। ওরা ঠিক করে, পরের দিন কারখানা যাবার সময় ক্লাইড এদিক দিয়ে যাবে। যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে রোবের্টা জানলার খড়খড়ি খুলে রাখবে, আর যদি না হয় তাহলে খড়খড়ি অর্ধেক বন্ধ থাকবে। ক্লাইড রোবের্টাকে চুমু খায়, কিন্তু তার সহানুভূতি-বাক্য প্রাণহীন শোনায়। 'ও ক্লাইড, ক্লাইড'—রোবের্টা একা একা বসে কাঁদে।

ক্লাইড আগের চেয়ে নিশ্চিন্তভাবে নিজের ঘরে ঢোকে। তার টেবলের ওপর নানা রকমের সুন্দর মোড়ক। সঙ্গে সোনড্রার একটা চিঠি, শুভেচ্ছাবাণী। বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে সে উপহার ক'টি পাঠিয়েছে—চমৎকার টাই, সুন্দর রুমাল—এইসব।

কাউচের ওপর শুয়ে আছে রোবের্টা। তার গাল বসে গেছে—চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মুখ কাপড়ের মত সাদা, চোখের নিচে গভীর কালিমা, ঠোঁট দুটো কাগজের মত শুকনো। প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যে সে শুয়ে থাকে।

রোবের্টার জানলার খড়খড়ি মাত্র অর্ধেক খোলা।

রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়ানো ক্লাইড সেদিকে তাকিয়ে থাকে ভয়ে, চিন্তায়।

অর্ধেক খোলা খড়খড়ি।

ক্লাইড রাস্তা দিয়ে গিয়ে একটা দোকানের সামনে দাঁড়ায়, কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকে—যেন কষ্টসাধ্য কিছু করার জন্য শক্তিসঞ্চয় করে। তারপর ঝট্ করে ঢুকে যায়।

দোকানের ভেতর সেলসম্যানকে মাথা নাড়ে। পুরনো চেনা লোক। অন্যমনস্কভাবে একটা টাই দেখে, রেখে দেয়। তারপর যেন কিছুই নয় এমনভাবে বলে, 'ও-হ্যাঁ—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। তুমি হয়ত কিছু বলতে পারবে। আমাদের কারখানার একজন কর্মচারী—সদ্য বিয়ে করেছে—তার স্ত্রীর অবস্থা নিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে।' দোকানদারের চেহারায় বিরক্তির ছাপ পড়ে। ক্লাইড বলেই চলে। তার অস্বস্তি যতই চাপার চেষ্টা করুক, বেড়েই যায়। 'জানিনা ওরা সব সময় আমার কাছে কেন আসে। বোধ হয় মনে করে আমি এ ব্যাপারে খুব অভিজ্ঞ।' কিন্তু ক্লাইডের হাসিকে কৃত্রিম মনে হয়। দোকানদারের হাসির নিচে চাপা বিরক্তি পরিষ্কার বোঝা যায়, সে ক্লাইডের কাছে আসে, ভালো করে বক্তব্য শোনে, ক্লাইড বলে, 'এখানে আমি নতুন, আমি তো কাউকে চিনি না। তাকে কী সাহায্য করব? তুমি তো এখানে অনেকদিন আছো, হয়ত তুমি কিছু খোঁজ দিতে পার যাতে আমি তাকে সাহায্য করতে পারি।'

দোকানদার বলে, 'নিশ্চয়ই, আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারলে খুশি হব, মিস্টার গ্রিফিথ্‌স্। কি ব্যাপার বলুন।'

তারপর তারা নিচুগলায় ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করে। কিছুই শোনা যায় না। ক্লাইড তার নোটবই বের করে একটা ঠিকানা লিখে নেয়, তারপর মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে, 'আমি ওকে বলে দেব, কারও নাম বলবে না'। ক্লাইড দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দোকানদারটি একা একা চোখ বড় বড় করে শিস দেয়। তার কাছে এখন একটা জবর খবর রয়েছে। যা একখানা রটনা হবে এই নিয়ে……

চোরের মত ক্লাইড রোবের্টার ঘরে ঢোকে। তার ঘরে একটা ছোট আলো জ্বলছে। জানলার বাইরে থেকে রোবের্টার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'না ক্লাইড, আমি কিছুতেই একা যাব না। আমার ভয় করছে। আমি কী বলব, তাছাড়া কি ভাবে কী হবে আমি কিছুই জানি না। তুমি আমার সঙ্গে চল। আমরা দুজনে সব খুলে বলব, আর তা নাহলে আমি যাব না, যাই হোক না কেন—।'

'আস্তে আস্তে'—ক্লাইড তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে। তারপর তারা খুব নিচু স্বরে কথা বলে।

খুব মৃদু ভাবে, ওপারের কোন ঘর থেকে অসুস্থ বাচ্চার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। বাচ্চাটা কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদে। আলোর সামনে ক্লাইডের সিল্যুয়েট দেখা যায়। ক্লাইড খড়খড়ি টেনে নামিয়ে

দেয়, ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়।

রোবের্টা বিছানায় আধশোয়া হয়ে রয়েছে, ক্লাইড তার সামনের কাউচে বসে। পাণ্ডুর শীর্ণ রোবের্টা আলোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে—'ঠিক আছে, তুমি যাও।' কিন্তু এই কথা বলে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। তার চোখ দিয়ে জলের বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। বিষণ্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কারো পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। চটির আওয়াজ আসে। কেউ বাচ্চাটাকে ভোলানোর চেষ্টা করছে। রোবর্টা আলো নিবিয়ে দেয়। অন্ধকারে তারা কথা বলে। রোবের্টা কারো বোঝা হতে চায় না। সে বলে, যাই হোক না কেন, সে একা সব কিছুর মুখোমুখি হবে। ক্লাইড বলে, একা কেন, সে সাহায্য করবে। সে আরও টাকা রোজগার করবে। 'না'—সে জানে সব কিছু তাকে একাই করতে হবে, কিন্তু যদি ডাক্তার কিছু করতে রাজি না হয়… ?

আবার সেই অসুস্থ বাচ্চার কান্না ভেসে আসে। একঘেয়ে কান্না। ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে দুজনে চুপচাপ বসে থাকে।

তাদের দৃষ্টি এখনও ফাঁকা, কিন্তু এখন তারা একটা গাড়ির মধ্যে বসে।

কাঁচের জানলায় কোন ছায়া পড়ে না। অন্ধকার শহরের মধ্যে দিয়ে তারা যেতে থাকে।

'কোথায় গাড়িটা থামাবে ? বেশি হাঁটতে যাতে না হয়।' রোবের্টা জিজ্ঞাসা করে।

ক্লাইড বলে, 'কাছেই, সিকি মাইলের মধ্যে, বেশি দূরে নয়।'

গাড়ির বাইরে একটা বিষন্ন পরিবেশ তাদের ঘিরে ধরে। শীতল, সূত্রহীন উপলব্ধি—জনশূন্য অন্ধকার রাস্তায় তারাই একমাত্র যাত্রী। গাড়ির কর্কশ ঘণ্টাধ্বনি।

'বয়স্ক না কমবয়সী—তুমি জান ?'—রোবের্টা জিজ্ঞাসা করে। ক্লাইড মাথা নাড়ে।

'বেশি বয়সের হলেই ভাল হয়।' তারা আবার চুপচাপ।

আবার সেই শীতলতা, গাড়ির কর্কশ ঘণ্টাধ্বনি।

'উঃ এখন ডাক্তার যদি রাজি হয় ?' রোবের্টা আর্তনাদ করে ওঠে।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলে।

ডাক্তারের চেম্বারে একটা হাতলওয়ালা বিরাট চেয়ারে বসে আছে রোবের্টা। আধখোলা দরজার মধ্য দিয়ে দেখা যায়—সপরিবারে ডাক্তার রাত্রের খাওয়া সারছে প্রচুর সমারোহ করে। রোবের্টা খুব নার্ভাস।

খাওয়ার শেষে ডাক্তার হাত ধোয়। রোবের্টা চোখ বোঁজে। বৃদ্ধ ডাক্তার ঘরে ঢোকে, খানিকটা অন্যমনস্ক। 'আপনার কী অসুবিধা ? কি ভাবে সাহায্য করতে পারি ?'—ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে। রোবের্টা তার দিকে তাকায়। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না, চোখ নামিয়ে নেয়।

'শান্ত হও।' বৃদ্ধ ডাক্তার টেবিলের পাশ দিয়ে এসে তার পাশে বসে।

'তোমার নাম ? মিসেস···?'

'হাওয়ার্ড', রোবের্টা বলে।

'স্বামীর নাম, মিস্টার···'

চেম্বারের সামনে রাস্তায় পায়চারি করে ক্লাইড। একবার দাঁড়ায়, ঠোঁট কামড়ায়, হাতে হাত ঘসে। উদ্বিগ্নভাবে বাড়িটার দিকে দেখে।

ডাক্তার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত রোবের্টাকে বলে, 'প্রথমেই বলে রাখি, আমার বিবেক তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে দেবে না। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের অপারেশন চিকিৎসার দিক থেকে খুব ভয়ানক হতে পারে, তা ছাড়া বেআইনি নীতিবিরুদ্ধ এই কাজ···'

অনেক চেষ্টা করে রোবের্টা উঠে দাঁড়ায়, কষ্টে দু' হাত মুঠো করে ধরে, 'আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনি বুঝতে পারছেন না।' রোবের্টা উদ্গত অশ্রুসংবরণ করে বলে—'আপনাকে আমি মিথ্যা বলেছিলাম, আমার কোন স্বামী নেই। করতেই হবে, এটা করতেই হবে।'

ক্লাইডের মনে হয় তার মুখে একটা চাবুক পড়ল, সে এক লাফ দিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। রাস্তা দিয়ে একটা মোটর-গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারের চেম্বারের দরজা ধীরে ধীরে খুলে যায়। প্রত্যাখ্যাত রোবের্টা ভেঙে চুরে বেরিয়ে আসে। সে যন্ত্রের মত হাঁটতে থাকে। রাস্তা দিয়ে গিয়ে যে ঝোপের পেছনে ক্লাইড লুকিয়ে রয়েছে—তার সামনে দিয়ে চলে যায়। ক্লাইড তাকে দেখে, তার মুখের ভাব, হাঁটার ভঙ্গি দেখে কী হয়েছে তা বুঝতে পারে। কিন্তু ঝোপ থেকে বেরোতে সাহস করে না। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে, লোকেরা হাঁটছে।

রোবের্টা যেন ঘোরের মধ্যেই হেঁটে যেতে থাকে রাস্তা দিয়ে, দূরে, আরও দূরে। কোন কিছু তার চোখেও পড়ে না। ক্লাইডের কথা সে ভুলে গেছে।

রাস্তা ফাঁকা হলে ক্লাইড তার দিকে ছোটে। একটা জনহীন জায়গায় গিয়ে তার সামনে পৌঁছয়। তার প্রশ্নের উত্তরে রোবের্টা শুধু

মাথা নাড়ে, চোখের জল মোছে। নিঃসহায় বিমূঢ় তারা দুজনে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

'পরে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও, কিন্তু এখন আমাকে তোমায় সাহায্য করতে হবে—করতেই হবে…' রোবের্টা আবার কাঁদতে থাকে। নিজের হাত পেঁচায়, মাথা নাড়ে আর করুণ স্বরে বলতে থাকে—'ওঃ তুমি বুঝতে পারছ না কেন—আমি একা, একটা বাচ্চা নিয়ে কি করব —স্বামীর পরিচয়হীন অবস্থায়—'

তাদের ঘিরে একটা নতুন বসন্ত। কারখানার চিমনির ওপর মে মাসের পূর্ণিমার চাঁদ, নরম, মোহময়।

তারা রোবের্টার ঘরে পৌঁছয়। 'তুমি নিজেই বললে—কী করা যাবে তুমি নিজেই কিছু জান না। প্রত্যেকটা দিন আমার পক্ষে আরও মারাত্মক হয়ে উঠবে। আমাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে, এক্ষুনি।'

ভয়ে ভয়ে এবং তার অবস্থার প্রতি খানিকটা সহানুভূতি থেকে ক্লাইড ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর ঘটনার ফলাফল বিবেচনা করে শঙ্কায় চোখ বুঁজে ফেলে।

অন্য রাস্তায়, অন্য কোন জায়গায় চোখ বুঁজে একা একা দাঁড়িয়ে ক্লাইড ঘাড় নাড়ে।

নবম রিল

রাস্তার কাছাকাছি একটা গিরিখাত। বিষণ্ন, মুখ থুবড়ে পড়া এক দরিদ্র চাষীর ঘর। এক বৃদ্ধা মহিলা উঠোনে কাপড় কাচে। জানলার ভেতর দিয়ে দেখা যায়, রোবের্টা একটা টুপি তৈরি শেষ করে মাথায় পরে দেখে, তারপর বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে : 'মা আমি যদি হঠাৎ বিয়ে করি, তুমি কী বলবে ?'

কাপড় কাচতে কাচতে বৃদ্ধা হাসেন, 'ও, এখন বুঝেছি তোর হঠাৎ নতুন পোশাকের দরকার হল কেন। ছেলেটা কে ?'

'এখনো তার নাম বলতে পারব না, তবে মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি হবে।'

'ও'—মা অবাক হন, খুশিও হন।

এই সময় একটা ভাঙাচোরা গাড়ি দুটো হাড়-জিরজিরে ঘোড়ায় টানতে টানতে নিয়ে আসে।

'সুপ্রভাত, বাবা'—রোবের্টা বলে।

'হ্যালো'—একজন লম্বা রোগা মানুষ, মেয়ের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত মুখে হেসে ওঠে। মা কাপড় কাচা বন্ধ রেখে নোংরা রাস্তা দিয়ে স্বামীর কাছে যায়। রোবের্টা জানলার ওপর একটা কাগজ ধরে রেখে চিঠি লিখতে শুধু করে।

কিন্তু যখনই সে ভাবতে শুরু করে, তার মুখ থেকে খুশির ছাপ মিলিয়ে যায়। তার চোখদুটো করুণ হয়ে ওঠে। জানলা দিয়ে বাইরে

তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। হাতের ওপর মাথার ভর রাখে। জানলা দিয়ে দেখা যায় দারিদ্র, জঞ্জাল আর বিষণ্ণ পরিবেশ। অর্ধসমাপ্ত চিঠিতে লেখা :

> প্রিয়তম ক্লাইড, তুমি তো জান, একা একা আমার চলে আসতে কি রকম কষ্ট হয়েছে ; কিন্তু আমি নিজেকে শান্ত রেখেছি তোমার কথা ভেবে। আমাদের সব ঠিক হয়ে গেছে, আমাকে তুমি নিতে আসবে……

জানলার নোংরা কাচের গায়ে কতকগুলো মাছি ভনভন করে—তারা মুক্তি চায়।

> …এখানে সব কিছু খুব সুন্দর। সবুজ গাছ, চতুর্দিকে ফুলের সমারোহ……

আবার রোবের্টা বিষণ্ণ চোখ তুলে দারিদ্রক্লান্ত বাড়িটাকে দেখে। অন্ধকার আর ধুলোর মধ্যে একটা ছোট্ট গাছে একটা কুঁড়ি এসেছে। বেড়ার ওপাশে কয়েকটা শীর্ণ গাছও দেখা যায়। সে লেখে :

> …আমার জানলার নিচে বাগানের মধ্যে মৌমাছির গুনগুন শুনতে পাচ্ছি…

যা লিখেছে, রোবের্টা তাই ফিস ফিস করে উচ্চারণ করে।

'…তোকে টেলিফোনে ডাকছে…' তার মা রাস্তা থেকে চিৎকার করেন। রোবের্টা বাড়ি থেকে ছুটে বেরোয়, রাস্তা পার হয়। একটা পোস্ট অফিসের দরজা দিয়ে ঢোকে, ভীষণ উত্তেজিত হয়ে, নিশ্বাস নেয় হাঁ করে, টেলিফোনে বলে ওঠে, 'ক্লাইড তুমি! ওঃ দারুণ হবে, আমার আর দেরি সহ্য হচ্ছে না', তার উত্তর শোনে, তারপর নানা ভাবে মাপ চায় 'ও—রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, ক্লাইড রাগ কোরো না। কি করব আমি নিজেকে সংযত করতে পারি নি। যাই হোক, আমরা যা ঠিক করেছি তুমি তাই করবে। ক্লাইড আমি তোমাকে একটা লম্বা চিঠি লিখব। তোমাকে লিখতে আমার ভাল লাগে। ক্লাইড ক্লাইড…'

টেলিফোনে আর কিছু শোনা যায় না। রোবের্টা কয়েকবার তার নাম ধরে ডাকে। তার কথা শেষ হয়নি। হতাশভাবে টেলিফোন রেখে দেয়, তারপর চোখ বোঁজে, কারণ তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে জলের ফোঁটা গালের ওপর পড়ে।

ক্লাইড রিসিভারটা আস্তে আস্তে রেখে দেয়। টেলিফোন বুথ থেকে বেরোয়। দেখা যায় একটা রেস্টোর‍্যান্টের বারান্দার কোণে ঐ টেলিফোন বুথটা। জায়গাটা একটা গ্রীষ্মাবাস। তার পরনে সাদা

টেনিস খেলার পোশাক, বুকে একটা ফুল গোঁজা। পরিপাটি সুন্দর চেহারা।

'এই ক্লাইড—তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি এসো'।—রেস্টোর‍্যান্টের সামনে রাস্তায় দাঁড়ানো একটা স্পোর্টস কারের ভেতর থেকে সোনড্রা ডাকে।

ক্লাইডের গম্ভীর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে, ছুটে গিয়ে সে লাফ দিয়ে গাড়ির মধ্যে উঠে পড়ে, একদল উজ্জ্বল, সুখী, সুন্দর মেয়ের মধ্যিখানে।

রোবের্টা ভাঙাচোরা বাড়িতে ফিরে আসে।

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলতে থাকে। খেলাধুলা, বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। সাঁতার, নাচ, গল্‌ফ্‌, রেস, টেনিস সব মিলে গানের তালে তালে স্বপ্নের মত এগিয়ে চলে, হাসি আর প্রাকৃতিক শব্দ এসে মেশে তার সঙ্গে। প্রতিটির কেন্দ্রবিন্দুই সোনড্রা, তার ব্যক্তিত্ব ক্লাইডকে ক্রমশ আবিষ্ট করে তোলে। প্রত্যেক দৃশ্যই খানিকটা ঘনিষ্ঠতার সুযোগ এনে দেয়। টেনিস খেলা চলে—ফিফ্‌টিন লাভ, থারটি লাভ, ফরটি লাভ, শোনা যায়। লাভ কথাটার ওপর একটা বিশেষ জোর পড়ে।

জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে ক্লাইড সোনড্রাকে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে বলে—এক্ষুণি। সোনড্রা যদিও প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু তার রঙ্গ ক্লাইডের চোখে আগুন জ্বেলে দেয়।

গানের ছন্দের দ্রুততার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এবং একেবারে শেষে এসে তারা আবার গাড়ির মধ্যে বসে। বিদ্যুৎ ঝলকের মত একটা সাদা রোডস্টার চলে যায়। সামনের আসনে বসে ক্লাইড আর সোনড্রা। পেছনে একদল যুবক যুবতী, হাসি মসকরা করে। একটা রাস্তার মোড়ে—সোনড্রার কথায়, ক্লাইড গাড়ি থেকে নেমে একজনকে রাস্তা জিজ্ঞাসা করে।

একটা গিরিখাত দিয়ে ক্লাইড নেমে যায়। ভাঙাচোরা করুণ একটা বাড়ি, দরজার ওপরে মালিকের নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা—টাইটাস অ্যালডেন। ক্লাইড ঘাবড়ে গিয়ে পালাতে যায়, কিন্তু ইতিমধ্যে রোবের্টার বাবা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে--কি সাহায্যের দরকার।

'আচ্ছা, টুয়েলফত লেকে কি ভাবে যাওয়া যায়—' পালানোর জন্য ব্যস্ত ক্লাইড দ্রুত বলে।

বৃদ্ধ রুগ্ন মানুষটি দীর্ঘ বর্ণনা শুরু করে দেয়—। ক্লাইডের কানে কথা ঢোকে না, সে একবার ভগ্নপ্রায় বাড়িটার চেহারা দেখে তারপর

চোখ ঘুরিয়ে নেয়, রাস্তায় দাঁড়ানো ঝকমকে গাড়ির মধ্যে সোনড্রার হাসি কানে আসে।

অ্যালডেন-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্লাইড পালায়, ছুটতে ছুটতে গাড়ির কাছে আসে, তার ঠোঁট চাপা, সারা মুখ ফ্যাকাসে, সন্ত্রস্ত অবস্থা—রাস্তা দেখাতে গিয়ে তার হাত কাঁপে—সোনড্রা তার অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়, দ্রুত গাড়ি চালু করে।

শক্তিশালী গাড়িটা সগর্জনে ভাঙা বাড়িটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। বাবা ঘরে ঢোকেন, রোবের্টা চিঠির থেকে মুখ তুলে এমনি জিজ্ঞাসা করে—'কে বাবা ?'

'কে জানে, চিনি না, বড়লোকের ছেলে—রাস্তা চিনতে পারছে না।'

গাড়ির চলে যাওয়ার সঙ্গে এঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে যেতে থাকে। দৃশ্যও মিলিয়ে যায়।

ক্লাইড তার ঘরের দরজা খুলে ঢোকে। তার চেহারা এখনও ফ্যাকাসে, উদ্বিগ্ন, যন্ত্রণাময়। টেবিলের ওপর একটা বন্ধ খাম রয়েছে। ওপরে রোবের্টার হস্তাক্ষর। বিরক্তিভরে সে খামটা খোলে। চিঠির একেবারে শেষ লাইনগুলো শুধু পড়ে—

> আমাদের বিয়ে করতেই হবে। আমি জোর করছি—আমার জোর করার অধিকার আছে। তুমি একেবারে চুপচাপ—এতদিন হয়ে গেল তোমার কোনো খবরই নেই। যদি সামনের শুক্রবার দুপুরের মধ্যে তোমার কাছ থেকে কোন খবর না পাই তাহলে সমস্ত বন্ধুবান্ধব পরিচিতজন জানবে—তুমি আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছ, আমি আর একটা ঘণ্টাও বেশি অপেক্ষা করব না।...

ক্লাইড চোখে অন্ধকার দেখে—তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর তার মাথা ঝুঁকে পড়ে, চোখ বন্ধ করে দেয়। একটু পরে আবার মাথা তোলে—চিঠিটা টেনে নেয়। চিঠিটা তুলে নিতেই তার নিচে চাপা খবরের কাগজটা দেখা যায়। তার চোখে পড়ে সামনের একটা খবর :

> লেক পাস-এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, উল্টানো নৌকা আর ভেসে যাওয়া টুপি থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছে, দুটি মানুষের সলিল সমাধি হয়েছে—

ক্লাইড খানিকটা যান্ত্রিকভাবে পড়ে, তার মনে সে রকম কোনো ছাপ পড়ে না।

> একটি তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করা গেছে, কিন্তু তাকে

শনাক্তকরণ এখনও সম্ভব হয় নি, দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন হদিশ এখন পাওয়া যায় নি। পনেরো বছর আগে এই জায়গায় ঠিক এইরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল—মৃত ব্যক্তির সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি।

পড়া হয়ে গেলে ক্লাইড কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আলো নিভিয়ে চিন্তিত মুখে কাউচের ওপর বসে। হঠাৎ সে ফিসফিস করে শুনতে পায়—"যদি তুমি আর রোবের্টা..."

অন্ধকার ঘরে বসে সে যেন কল্পনার চোখে দেখতে পায়—নৌকা উলটে গেল। লাফ দিয়ে উঠে ক্লাইড আলো জ্বালিয়ে দেয়। কাঁপতে কাঁপতে সে কাউচের ওপর বসে, কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে খবরটা আবার পড়ে। সে যখন বিস্ফারিত চোখে খবরটা পড়তে থাকে—ফিস ফিস ধ্বনি বাড়তে বাড়তে একটা শব্দের রূপ নেয় : 'খুন কর'। সেই চাপা স্বর ঘুরপাক খেতে খেতে বারবার বলে 'খুন কর', 'খুন কর'।

এই মুহূর্ত থেকে উন্মাদ গতি শুরু হয়ে যায়। যুক্তিহীন কাণ্ড-কারখানার মধ্যে ক্লাইড ঘুরে বেড়ায় অন্যমনস্কভাবে—একটা ঘটনা থেকে আরেকটায়, যেতে যেতে হঠাৎ থেমে যায়. সুস্থ যুক্তি থেকে ক্রমশ সরে যেতে থাকে, বস্তু এবং শব্দের মধ্যকার স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক বিকৃত হয়ে যায়। আর সারাক্ষণ নেপথ্যে শোনা যায় খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদের একঘেয়ে বিরামহীন বর্ণনা।

এই দৃশ্যে ক্লাইডের মনে খুন করার চিন্তা জন্ম নেয়। সে তার পারিপার্শ্বিকের বিপরীত আচরণ করে—শান্ত ধীর পটভূমিতে সে প্রচণ্ড গতিতে পাগলের মত ছুটতে থাকে। হঠাৎ পড়ে যায় যখন পড়ে যাওয়ার মত কোন কারণই নেই। একটা পাথরের ওপর অস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আবার পাথরের মত নিথর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রচণ্ড ব্যস্ত, ছুটে চলা রাস্তার মাঝখানে।

প্রকৃতির সঙ্গে ক্লাইডের আচরণের বৈপরীত্য কতকগুলো স্বচ্ছ ছবির মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। তার পারিপার্শ্বিক পাথরটায় প্রথমে তার ঘর, তারপর শহরের রাস্তা অথবা লেক, অথবা রোবের্টার ছোট দরিদ্র কুটির, কখনও টুয়েলফ্‌থ লেকে সোনড্রার গ্রীষ্মাবাস, কখনও কারখানার মেশিন, অথবা ছুটন্ত ট্রেন, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে ক্লাইডকে দেখা যায় দৃশ্যের বিপ্রতীপ অবস্থানে।

শব্দও সেইভাবে পালটায়—ফিসফিস স্বর ঝড়ের হুহুংকারে রূপান্তরিত হয়। আর সেই ঝড় চিৎকার করে বলে 'খুন করো', 'খুন করো'। অথবা ঝড়ের আওয়াজ রাস্তার আওয়াজে রূপ নেয়, গাড়ির

আওয়াজ, লোকজনের কথাবার্তা, হর্নের চিৎকার—সমস্ত শব্দ মিলে গিয়ে একটাই কথা তৈরি করে, 'খুন করো' 'খুন করো'। রাস্তার আওয়াজ মেশিনের ঘর্ঘর হয়ে যায়—আর মেশিন গর্জন করে 'খুন করো' 'খুন করো'। মেশিনের শব্দ মিলিয়ে গিয়ে একটা চাপা ফিসফিস শোনা যায়, সেও বলে 'খুন করো' 'খুন করো'। আর এই সময় একটা মনোরম কণ্ঠস্বর আবেগহীন গলায় পড়ে চলে—কাগজের সংবাদ—'পনেরো বছর আগে এই জায়গায় ঠিক এইরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল—মৃত ব্যক্তির সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি।'

এই উন্মাদ ঐকতানের চূড়ান্ত মুহূর্তে ক্লাইড নিশাস্বপ্ন ভেঙে বিছানায় লাফ দিয়ে ওঠে। ঘর্মাক্ত, উত্তেজিত, অসংযত। সে ছুটতে ছুটতে টেলিফোন বুথের কাছে যায়, রোবের্টাকে টেলিফোন করে। টেলিফোনে তার কর্কশ কণ্ঠস্বর বলে—'ক্লাইড বলছি'।

ক্লাইড তার গলার স্বরকে নমনীয় করার চেষ্টা করে—কিন্তু তা বড় বেশি প্রেমময় হয়ে ওঠে। টেলিফোনের মধ্য দিয়ে তার গলার স্বর অদ্ভুত নরম আর সুন্দর শোনায়। তার মত মানসিক উত্তাল অবস্থার কোনো লোক এত সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কথা বলতে পারে তা বিশ্বাসই হয় না।

> রোবের্টা, প্রিয়তমা আমার—আমি তোমার কাছে, আসছি। তুমি দুটো দিন আর অপেক্ষা কর। জুলাইয়ের তিন তারিখে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব, পনেরো নম্বর স্টেশনে, ঠিক এগারোটার সময়, আমরা লেকে নৌকা করে বেড়াব—তারপর বিয়ে করব, বিয়ে করব আমরা।

ক্লাইডের হাত থরথর করে কাঁপে. কোনরকমে রিসিভারটা রেখে সে দেওয়ালে হেলান দেয়—নাহলে এক্ষুনি হয়ত পড়ে যেত।

রোবের্টার বিষণ্ণ মুখ বিশ্বাসে-আনন্দে ঝকমক করে ওঠে।

দশম রিল
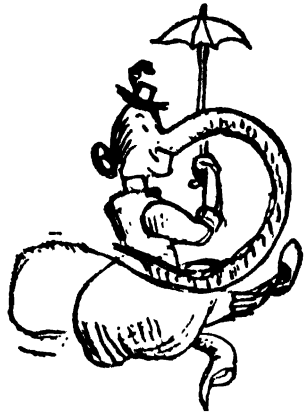
রোবের্টা খুব রোগা হয়ে গেছে, তার মুখখানাও পাণ্ডুর, তাকে দেখে করুণার উদ্রেক হয়। বাড়িতে তৈরি একটা নতুন পোশাক সে পরে রয়েছে। টুপিও নতুন।

ক্লাইডের মুখে লজ্জা ও বিরক্তির ছাপ। তবুও সে দু-এক পা এগিয়ে যায় যাতে রোবের্টার চোখে পড়ে।

রোবের্টা তাকে দেখতে পায়, খুশিতে তার মুখ ঝলমল করে ওঠে। কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কেনে। রোবের্টা কাউন্টার ছেড়ে গেলে ক্লাইড এগিয়ে এসে তার নিজের টিকিট কেনে।

রোবের্টা তার দিকে তাকিয়ে দেখে। ঝকঝকে হালকা ছাইরঙের স্যুট, নতুন ঘাসের টুপি, হাতে ব্যাগ আর কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা—গর্বে তার বুক ভরে যায়। সে হেসে ওঠে, মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়, যেন তারা পরস্পরকে চেনেই না।

ক্লাইড চমকে ওঠে, তার মনে হয় একটা বুড়ো লোক, ছেঁড়া পোশাক পরা, হাতে আবার কাগজে মোড়া একটা পাখির খাঁচা, তার দিকে একদৃষ্টে কিরকম সন্দেহের চোখে চেয়ে আছে। ক্লাইডের হাঁটু দুর্বল হয়ে যায়, হাত কাঁপতে থাকে। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করতে থাকে, আর প্রত্যেকটা এঞ্জিনের বাঁশিতে চমকে ওঠে।

বিকট গর্জন করে ট্রেন ঢোকে। রোবের্টা—তার বাক্স টেনে ওপরে

তোলে, তার বর্তমান অবস্থায় এটা খুবই ভারি মনে হয়, তাছাড়া দিনটাও বড় গরম। ক্লাইড দেখে, কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রথম কামরাটায় উঠে পড়ে। রোবের্টা সব শেষের কামরায় চড়ে।

ক্লাইড বাঙ্কের ওপর সুটকেসটা এমনভাবে রাখে যাতে তার নামের আদ্যক্ষর সি. জি. লেখাটা চোখে না পড়ে।

খুশিতে উজ্জ্বল রোবের্টা রৌদ্রোজ্জ্বল জানলার কাছে বসে।

প্ল্যাটফর্মের ছায়ায় দাঁড়ানো এঞ্জিনের পিস্টনটা নড়ে ওঠে। ট্রেন চলতে শুরু করে।

ট্রেনের চলার তালে তালে রোবের্টা গান গায়, তার মনে হয় এটা যেন একটা বিয়ের সুর। ছুটে যাওয়া মাঠ, রোদ্দুর আর চকচকে নদী দেখে সে হেসে ওঠে।

কামরার অন্ধকার কোণে বসে আছে ক্লাইড, কাছেই এঞ্জিন। হিসহিস শব্দ, এঞ্জিনের গর্জন, ঘণ্টার টং টং তার কাছে ভীতিজনক মনে হয়। এই শব্দরাজি তাকে অন্ধকার কুটিলতার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়—সে শুধু একটা কথাই শুনতে পায়—'খুন করো খুন করো'।

আনন্দমুখর বিবাহমিছিলের বাজনার সঙ্গে মৃত্যুর পদশব্দের এক সংঘাত চলে। এঞ্জিন ক্লাইডকে বলে, 'খুন করো খুন করো'। আশার ছন্দে দুলতে থাকে রোবের্টা—সংঘাত ক্রমশ বাড়তে থাকে—উত্তেজনা বাড়তে থাকে—হঠাৎ—

এঞ্জিন তীব্র চিৎকার করে ওঠে। ছন্দময় ধ্বনি শান্ত হয়ে আসে। ট্রেন স্টেশনে এসে থামে। ক্লাইড প্রথম কামরা থেকে নামে, রোবের্টা শেষেরটা থেকে। ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তারা স্টেশন চত্বর থেকে বের হয়। একটা জনহীন গলিতে তারা মুখোমুখি হয়—আশেপাশে কোনো লোকজন নেই।

ক্লাইড হাসে—কৃত্রিম কষ্টকর হাসি তার মুখটাকে মুখোশে পরিণত করে। দীপ্তিময়ী রোবের্টা বিশ্বাসে ভরপুর—'আমরা এখানেই বিয়ে করতে পারি—রাস্তার নিচে একটা মিশন আছে, কি বল'।

তার কথা শুনে ক্লাইডের বাণী-প্রচারকের স্বর কানে যায়। সুরের ওঠাপড়ায় তার সেই ছোটবেলার শোনা গানের সুর। সে শোনে, একটা গাথা শুরু হয়, তার ছোটবেলার মত পাশের লোকেরা সেই সুরে গলা মেলায়। ক্লাইডের সমস্ত মন লজ্জা, বিরক্তিতে ভরে যায়—সে ওখান থেকে যতদূর পারে চলে যেতে চায়। 'আগে লেকে যাই, তারপর'। ক্লাইডের কথায় রোবের্টা কোনো দ্বিমত করে না, সে এত খুশি যে ক্লাইডের আচরণে কোন অদ্ভুতত্ব তার চোখেই পড়ে না, সে ক্লাইডের

অনুসরণ করে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা বড় বাস যায়। গতি কমিয়ে সেকেণ্ড গিয়ারে ঠেলে দেয়, তারপর পাহাড়ে ওঠে।

বাসের মধ্যে রোবের্টা আর ক্লাইড পাশাপাশি বসে। রোবের্টা আনন্দে ঝলমল করে। তার সাধারণ পোশাকেও তাকে কনে বউ-এর মত মনে হয়। ক্লাইডের মুখেও হাসি, কিন্তু তার হাঁটু কাঁপছে, কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারছে না। বাসের কনডাকটর এগিয়ে আসে। ক্লাইড সঠিক পয়সা গুনে দুটো টিকিট কেনে।

গভীর জঙ্গল দিয়ে বাসটা যায়। তিরতিরে ঝরনার ওপর দিয়ে বাসের চাকা গড়িয়ে যায়। আওয়াজের চোটে ছোট খরগোশ আর কাঠবিড়ালিগুলো ভয় পেয়ে রাস্তা পেরিয়ে ছুটে পালায়।

বাসের আওয়াজ জঙ্গলের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

কনডাকটর ক্লাইডকে জিজ্ঞাসা করে. 'এখানে প্রথম এলেন ?'

সন্ত্রস্ত ক্লাইড উত্তর দিতে পারে না। রোবের্টা বলে—'হ্যাঁ, আমরা এখানে এই প্রথমবার এলাম।'

'লেকে যাবেন নিশ্চয়ই'—কনডাকটর বলে।

হঠাৎ ক্লাইড কোন কারণ ছাড়াই কনডাকটরের প্রশ্নটা ঘুরিয়ে দেয়—'অচ্ছা—এখানে কি এখন খুব লোকের ভিড় ?'

কথাটা বলেই ক্লাইড অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কনডাকটরের উত্তরটাও শুনতে পায় না।

লেকের উপরিভাগ।

শান্ত স্থির জলে কালো কালো ছোপ। বিশাল পাইনগুলোর অন্ধকার প্রতিফলন গতিহীন জলে বাঁধা নৌকা থরথর করে কাঁপে। সেগুলি একটা অমসৃণ কাঠের পাটাতনের সঙ্গে বাঁধা, পাটাতন থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে একটা ছোট্ট হোটেলে। লেকের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ক্লাইড আর রোবের্টা, তারা সবে বাস থেকে নেমেছে।

'কি সুন্দর—কি অপূর্ব—' রোবের্টা বিমুগ্ধ। হঠাৎ বাসের পেছন থেকে হোটেলের মালিক বেরিয়ে আসে, যেন যাদুমন্ত্রে আবির্ভূত হয়, ব্যস্তভাবে আবহাওয়ার প্রশংসা করে, অতিথিদের স্বাগত জানায়।

ক্লাইড লক্ষ করে জায়গাটায় লোকজন খুব কম, লেকের ওপর কাউকে দেখা যায় না। ইতিমধ্যে হোটেলের মালিক তাদের মালপত্র নিয়ে এগোতে থাকে। রোবের্টা তার পিছনে যায়। ক্লাইডের যখন নজর পড়ে ততক্ষণে তারা খানিকটা এগিয়ে গেছে, সে একবার ভাবে

মালপত্রগুলো নিয়ে নেবে, তারপর ভেবে দেখে, না নেওয়াই ভাল, সেও তাদের অনুসরণ করে—বিচিত্র ভঙ্গিতে, সম্মোহিতের মত।

হোটেলের খাতার সাদা পাতা তার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্লাইড রক্তহীন হয়ে যায়। সে তার নামের পাশে আদ্যক্ষর সি. জি. মনে রেখে একটা বানানো নাম লেখে—'কার্ল গোল্ডেন'। তারপর লেখে 'এবং তার স্ত্রী'। রোবের্টা লেখাটা দেখে, আনন্দে তার হৃদয় নেচে ওঠে, হোটেলের লোকেদের সামনে তার মুখভাব লুকোতে চেষ্টা করে। 'বড্ড গরম—টুপি আর জ্যাকেটটা এখানে রেখে যাচ্ছি—আমি এক্ষুনি আসছি।' একটা আংটার মধ্যে সেগুলো রেখে রোবের্টা দ্রুত চলে যায়।

ক্লাইডের মাথার ঠিক নেই। সে তার ব্যাগটা হোটেলের মালিকের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। তারপর নৌকার ঘাটে যায়। হোটেলের মালিক বিস্মিত চোখে তাকে দেখে। নৌকার ওপর ব্যাগটা রেখে পাশে দাঁড়ানো মাঝিকে বলে—'এতে আমাদের খাবার আছে।' মাঝির মন্তব্য তার কানেই যায় না। সে নিজের চিন্তায় নিমগ্ন। রোবের্টাকে নৌকায় উঠতে সাহায্য করে। তার বৈঠা দুটো তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেয়।

তীর ধরে পাইনের গভীর জঙ্গল। পেছনে পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়, লেকের জল নিস্তব্ধ অন্ধকার।

'ইস, কি শান্ত, কি নির্জন'—রোবের্টা বলে। বৈঠা চালাতে চালাতে থেমে যায় ক্লাইড, চারপাশের নির্জনতা কান পেতে শোনে, চারদিকে দেখে। কাউকে দেখা যায় না।

অন্ধকার জলের ওপর দিয়ে নৌকা ভেসে চলে, ক্লাইডও তার অন্ধকার চিন্তায় ভাসতে থাকে।

দুটো কণ্ঠস্বর তার কানে দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সোনড্রাকে পাওয়ার আশা, তার ধনীসমাজ গম্ভীর নিষ্ঠুর কণ্ঠে চিৎকার করতে থাকে 'খুন করো খুন করো'—আর তার ভয়, দুর্বলতা, রোবের্টার প্রতি করুণা, লজ্জা অনুরোধ করতে পারে—'না-না—মেরো না'।

দুই কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা, বৈঠার আঘাতে ঢেউয়ের সঙ্গে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। তার হৃৎপিণ্ডের ধকধকের ছন্দে তারা ফিসফিস করে, মন্তব্য করে, বেড়ায়, তার মনের পর্দায় স্মৃতির সঞ্চার করে, বিপদের সঙ্কেত জানায়। যেন একটা কণ্ঠস্বর অন্যের ওপর খবরদারি করতে চায়, প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিতে চায়। একবার এ জেতে, একবার জেতে অন্য স্বর। গুনগুন করে কথা বলে। ক্লাইড বৈঠা চালানো থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'হোটেলে কারো সঙ্গে কথা

বলেছিলে ?'

'না, একথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?'

'এমনি। ভাবলাম যদি তোমার কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।'

রোবের্টার হাসিতে যুযুধান দুই কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। সে হাত নাড়ে, জল নিয়ে খেলা করে, 'বড্ড ঠাণ্ডা'।

ক্লাইড নৌকা বাওয়া বন্ধ করে জলে হাত দেয়, কিন্তু যেন তড়িতাহত হয়েছে এমনভাবে হাত সরিয়ে নেয়।

সে যখন রোবের্টার ছবি তোলে, বিরোধী কণ্ঠস্বর দুটি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তারা পিকনিক করে, পদ্মফুল তোলে। ক্লাইড মগ্ন হয়ে মনের মধ্যে ঝগড়া শোনে। লাফ দিয়ে পড়ে, উঠে হাতের ব্যাগটা নামায়। ওরা ফুঁসে উঠে চেঁচাতে থাকে। ক্লাইড পাগল হয়ে যায়—"খুন করো—খুন করো।" আর রোবের্টা সুখী, বিশ্বাসে, আনন্দের স্নিগ্ধ আমেজে উন্মুখ। "মেরো না—মেরো না।" নিস্তব্ধ পাইনের ছায়ায় নৌকা ভাসতে থাকে, ক্লাইডের মুখ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়—হঠাৎ একটা পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার বহুক্ষণ ধরে সমস্ত দিগন্তকে চিরে চিরে দিতে থাকে।

"খুন করো খুন করো"—জিতে যায় ; তার মনে পড়ে মায়ের কথা —"সোনা আমার—বাবা আমার"। "মেরো না—মেরো না" আওয়াজের সঙ্গে সোনড্রার গলা মিশে যায়—"কাঁচ খোকা কাঁচা খোকা।" নানাভাবে সোনড্রার কণ্ঠস্বরকে ঘিরে আওয়াজ ওঠে, "খুন করো খুন করো", তীব্রতর হয়ে ওঠে ; রোবের্টার মিনতিতে তা আরও নিষ্ঠুর ঘ্যাসঘ্যাসে হয়ে যায়। রোবোর্টর মুখ তার প্রতি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, সেই চুলের রাশি—সে কত আদর করেছে—সব চিৎকার থামিয়ে দিয়ে দৃঢ়, শান্ত কণ্ঠস্বর সে শুনতে পায়—"মেরো না—মেরো না।" যুদ্ধের শেষ হয়। সোনড্রা চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। আর সে কখনও রোবের্টাকে খুন করার সাহস পাবে না।

ক্লাইড নিথর, বিষন্ন বসে থাকে, তার ইচ্ছা শেষ হয়ে গেছে। দুহাতের আবেষ্টনী থেকে সে মুখ তোলে। জলের মধ্যে দিয়ে একটা বৈঠা দাগ কেটে কেটে যায়। ক্লাইডের বাঁ হাতে ক্যামেরা, তার মুখে যন্ত্রণার ছাপ। উদ্বিগ্ন রোবের্টা হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে আসে, তার হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নেয়।

ক্লাইড চোখ খোলে। মুখের সামনে দেখতে পায় রোবের্টার নরম উদ্বিগ্ন দুই চোখ। হঠাৎ, অনিচ্ছাকৃত, সে তার হাতটা টেনে নিয়ে লাফ

দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার উঠে দাঁড়ানোয় ক্যামেরাটা দুলে উঠে রোবের্টার মুখে আঘাত করে, একেবারেই আকস্মিকভাবে। রোবের্টার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে, সে নৌকার পাটাতনের ধারে পড়ে যায়।

"আমাকে মাপ কর রোবের্টা, আমি ইচ্ছা করে করি নি"—রোবের্টার দিকে সাধারণভাবেই এগোয়। রোবের্টা ভয় পেয়ে যায়, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে যায়।

রাতের আকাশকে চিরে চিরে পাখির চিৎকার আবার শোনা যায়। জলের ওপর ওলটানো নৌকাটা ভাসতে থাকে। জলের ওপর রোবের্টার মাথা ভেসে ওঠে। ক্লাইড সাঁতরে আসে—তার মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ—রোবের্টাকে সাহায্যের জন্য সে এগিয়ে আসে।

তার মুখ দেখে রোবের্টা ভয় পেয়ে যায়—আর্ত চিৎকার করে ওঠে, পাগলের মত দুহাতে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে ডুবে যায় জলের তলায়। ক্লাইড তাকে ধরার জন্য ডুব দিতে গিয়েও থেমে যায়, ইতস্তত করে।

আবার পাখিটা তীব্র চিৎকার করে ওঠে, তৃতীয়বারের মত। আয়নার মতো নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে একটা ঘাসের টুপি ভাসতে থাকে।

রহস্যময় বনভূমি, নিস্তব্ধ পাহাড়। আগেকার জলরাশি তীরস্পর্শ করতে ভয় পায়।

জলের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শোনা যায়। ক্লাইড সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠছে। তীরে পৌঁছে সে জমিতে শুয়ে থাকে মড়ার মত, তারপর সে আস্তে আস্তে উঠে বসে, তার এক পা তখনো জলে, ওপরে তুলতে ভুলে গেছে।

সে কাঁপতে থাকে, ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে। পাংশু বিবর্ণ মুখে সে বসে থাকে, তারপর যন্ত্রণা বা ভয়ের সময় তার অভ্যাসমাফিক ভঙ্গি করে। সে কুঁকড়ে ছোট হয়ে নিজের মধ্যে ঢুকে যায়, মাথাটা ঘাড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। জল থেকে পা-টা টেনে তোলে, তারপর চিন্তা করতে থাকে। তার কাঁপুনি থেমে যায়। "রোবের্টা নেই—তুমি তো তাই চেয়েছিলে—তাছাড়া তুমি তাকে মারো নি—একটা দুর্ঘটনা—মুক্তি—জীবন..." তারপর সেই কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে খুব নিচু গলায় তার কানে কানে বলে, "সোনড্রা"

ক্লাইড চোখ বোঁজে, অন্ধকারে ভেসে আসে

"সোনড্রা"

তার হাসি, কণ্ঠস্বর—

"সোনড্রা"

ক্লাইড কোনোরকমে ব্যাগ থেকে শুকনো জামাকাপড় বের করে

পরে নেয়। ভিজে জামাকাপড় ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়ায় অস্তগামী সূর্যের সামনে।

পাহাড়ের পেছনে সূর্য চলে যায়, বনভূমির পশ্চাতে অদৃশ্য হয়। লেকের জল থেকে আলোর শেষ রেখাটুকু মুছে যায়, চারপাশ অন্ধকার, গভীর অন্ধকারে ঢেকে যায়।

ভয়ংকর জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে এগোতে থাকে ক্লাইড। তার হাতে ব্যাগ, একটা আওয়াজ হলেই চমকে ওঠে, রাতজাগা পাখির চিৎকারে ভয় পেয়ে যায়, গাছের ডালের ঘন বুনোটের পেছনে চাঁদের উঁকি মারাতে সে ভয় পায়, নিজের ছায়াকে সে ভয় পায় আর রহস্যময় জঙ্গলের ছায়া তাকে তাড়া করে ফেরে। কটা বাজে দেখার জন্য চাঁদের আলোয় ঘড়ি দেখে। ঘড়ির কাঁচ খুলে পড়ে গেছে, খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ে, ঘড়ি বন্ধ।

জঙ্গল আরও গভীর, আরও জটিল হয়, একটা বিশাল গাছের পেছন থেকে সে বেরিয়ে আসতেই সামনে পড়ে তিনটে বিশাল, ভাঙ্গাচোরা মানুষের মূর্তি।

তার চেয়েও চকিতে তার মুখে একটা লণ্ঠনের আলো পড়ে। প্রচণ্ড ভয়ে তার মুখ বেঁকে যায়, সে যেন নরকের দরজায় এসে পৌঁছেচে! একটা ছেলের গলা শোনা যায়—"হ্যালো।" কিন্তু উত্তর দেওয়া দূরের কথা, এর পেছনে কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই সে কথা ভাবার মত অবস্থাও ক্লাইডের নয়, সে প্রাণের দায়ে ছুটতে থাকে।

আলোটা নেভার আগে দেখা যায় কতকগুলো শান্ত ছিপ আর মাছের খলুই। ক্লাইডের পায়ের চাপে গাছের ডাল ভাঙার আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে। সে দ্রুত মিশে যেতে থাকে রাতের অন্ধকারে। খুব ধীরে ধীরে দৃশ্য মিলিয়ে যায়।
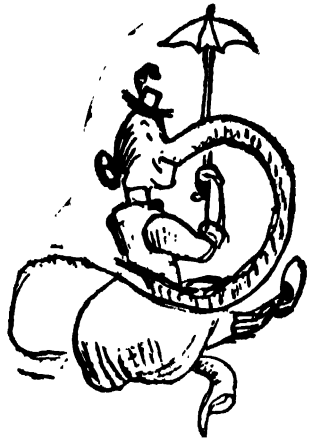
একাদশ রিল

একটা মোটর বোটের সমুখভাগ। জলের ফোয়ারা তুলে পর্দাজুড়ে মোটরবোটটা এগিয়ে আসে। রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল, ঝকমকে জলরাশি, গান ভেসে আসে, ব্যাঞ্জো অথবা গিটারের সঙ্গীত শোনা যায়। হাসি, কোলাহল আর মোটরবোটের আওয়াজ। মোটরবোটের সারি জল কাটতে কাটতে এগিয়ে আসে, ছোট পতাকাগুলো আনন্দে পত্‌পত্‌ করে। নৌকাগুলোর পেছনে ফেনার দাগ তাড়া করে।

যুবক যুবতীরা স্নান করার পোশাকে নৌকায় বসে গান গায়, হাসে, খেলা করে।

একটা নৌকায় সোনড্রা শুয়ে আছে, তার পাশে শুভ্র পোশাকে ক্লাইড বসে।

সোনড্রার চেহারায় উচ্ছল বেপরোয়া ভাব। ক্লাইড বিষন্ন, ভয়াবহ চিন্তার ভাবে ন্যুব্জ, সে স্বচ্ছন্দ হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তার চিন্তা রয়েছে অন্য কোথাও।

সোনড্রা উঠে বসে, গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা—"কি হয়েছে ক্লাইড, কাল সারাদিন ধরে দেখছি তুমি কী ভাবছো।" তারপর এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে—"আমি জানি তুমি চিন্তা করছো। তুমি টাকার কথা ভাবছো। এই নাও, না বোলো না। আমি এটা তোমার জন্য এনেছি।" সোনড্রা জোর করে তার হাতে একতাড়া ডলার গুঁজে দেয়।

একজন যুবক তার মোটরবোট খেলাচ্ছলে এদিক ওদিক দোলায়। নৌকার সামনে দিয়ে জল ঢোকে। ক্লাইড, সোনড্রা কেউই সেদিকে নজর করে না। একটা মেয়ে ভয় পাওয়ার ভান করে চেঁচিয়ে ওঠে—"এই পাগলা—তুমি কি আমাদের ডুবিয়ে মারবে।" এই হঠাৎ চিৎকার ক্লাইডকে হত চকিত করে দেয়, সে রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কারো চোখে চোখ রাখতে পারে না। অন্য একটা নৌকা থেকে একজন তরুণ চেঁচিয়ে বলে "ভালো কথা, তোমরা কেউ কালকের কাগজ পড়েছো ?"

ক্লাইড শক্ত কাঠ হয়ে যায়। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মুখ উঁচু করে, নৌকা দুটি পাশাপাশি চলছে। তরুণটি কাগজ থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে "গতকাল বিগ বির্টেন লেকের দক্ষিণে দুজন নৌকাযাত্রী জলে ডুবে মারা গেছে। মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গেছে, কিন্তু গতকাল শেষরাত পর্যন্তও পুরুষ সঙ্গীটির দেহ পাওয়া যায় নি।"

"আমাদের চেনা কেউ ?"—কোনো একজন বলে।

ক্লাইডের মাথা ঘুরতে থাকে, সমস্ত কিছু পাগলের মত ঘুরপাক খায়, শুধু এঞ্জিনের ধক্ ধক্ তার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজের সঙ্গে চলে। সে ধপাস করে সোনড্রার পাশে গদির ওপর পড়ে যায়। "কি হল খোকা, এত ফ্যাকাশে লাগছে কেন খোকাকে ?" সোনড্রা তার চুলে আলতোভাবে হাত বোলায়।

নৌকা দুটোর মধ্যে গতির পাল্লা চলে। দুদিক থেকে চিৎকার ওঠে। সকলের চোখ রেসের দিকে। প্রথম নৌকাটা পাড়ের বালির ওপর উঠে যায়—এ ওর ঘাড়ে গড়িয়ে পড়ে। কোলাহল করে এ ওকে দোষারোপ করে। তারা পাড়ে ওঠে। একটার পর একটা নৌকা তীরে ভেড়ে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাড়ে বালির ওপর তাঁবু খাটানো। আগুন জ্বালানো হয়েছে, সমস্ত যুবক যুবতীর ভিড়। আনন্দমুখর, সুখী।

তাঁবুগুলো দেখে রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা মনে হয়। লেকের জলে আগুনের ছায়া কাঁপে।

ক্লাইড আর সোনড্রা পাশাপাশি বসে আছে। তারা পরস্পরকে চুম্বন করে, নিজেদের সুখের মুহূর্ত ছাড়া তারা আর সবকিছু ভুলে গেছে। আগুন ঘিরে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে তারাও রয়েছে। রাত্তিরটা মোটামুটি গরম, তাছাড়া আগুনের গরমে তারা সকলেই স্নানের পোশাক পরে রয়েছে। এক কোণে একদল খুব সুরেলা একটা গান গাইছে। গানের আওয়াজ লেকের জল পেরিয়ে ওপারের জঙ্গলে

প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আর সোনড্রার রান্নাঘরে তাদের প্রথম ঘনিষ্ঠ দিনের মতো, কাঠের গুঁড়ি আগুনে ভেঙে যায় সশব্দে। আলোর ফুলঝুরি ওঠে আকাশে—তারার দিকে উড়ে যায়।

সোনড্রা আর ক্লাইড চুমু খায়। ক্লাইডের মুখের কাছে মুখ রেখে সোনড্রা বলে—"আমি ঠিক করে ফেলেছি, যাই হোক না কেন, তোমার সঙ্গে আমি চলে যাব, আমরা দুজনে একসঙ্গে।"

তারা উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত ভয় আবার ক্লাইডকে ঘিরে ধরে। আগামীকাল কি হতে পারে সেই ভয়ে সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সোনড্রা তার কাঁধে মাথা রাখে, হাতে হাত দেয়, তারা তাঁবুর বাইরে বেরোয়।

"প্রিয়তম"—ক্লাইডের বাহুবন্ধ সোনড্রা বলে। তাঁবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ, মুখে মুখ রাখে, ক্লাইডের মনে হয় এই বোধ হয় তার শেষ চুম্বনের সুযোগ। স্যোনড্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁবুর ভেতর যায়। ক্লাইড দাঁড়িয়ে থাকে এক মুহূর্ত, তারপর ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে পালায় তাড়া খাওয়া জন্তুর মত, আগুনের বেষ্টনি ছেড়ে সে পালায় দূরে—জঙ্গলের মধ্যে। তার শরীরের শক্তির শেষ বিন্দুটিও ফুরিয়ে যায়। মাঠের ওপর বসে থাকে পাগলের মত।

সকাল, একই ভঙ্গিতে বসে—একটা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমোয় ক্লাইড। সে কেঁপে ওঠে, চোখ খোলে. একটু দূরে একটা গাছে হেলান দিয়ে একজন লম্বা শীর্ণ লোক—সারা মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, মাথায় ফেল্টের টুপি। তার থুতনি বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে। ক্লাইড কাঁপতে থাকে। সেই বিশালকায় লোকটা কথা বলে শান্ত ধীর ভাবে—"আপনার নাম ক্লাইড গ্রিফিথস্ ?"

তার হাতে একটা রিভলবার। ক্লাইড উঠে দাঁড়ায়। ফাঁদে আটকে পড়া জন্তুর মতো এদিক ওদিক দেখে। রাস্তা, লোক, ঝুলন্ত রিভলবার। তারপর বলে—"হ্যাঁ।"

লোকটি রিভলবার তুলে আকাশে গুলি করে। ক্লাইড পাথর। লোকটা শোনে। উত্তরে দূর থেকে একটা গুলির শব্দ আসে।

"চমৎকার। মাপ করবেন মিঃ গ্রিফিথস্। আমার নাম ক্রাউট, ক্যাস্টারাকুই-এর ডেপুটি শেরিফ।" রিভলবারটা চামড়ার খাপে পুরে রাখে, "আপনার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে।"

ক্লাইড ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে যায়। বাইরে আশ্চর্য হবার ভাব করে—"মানে ?"

তাদের নিচে একটা নৌকা এসে থামে। একজন ভারি, অভিজ্ঞ

চেহারার লোক লাফ দিয়ে নামে, অন্যরা তাকে অনুসরণ করে।

ক্লাইড বলে, "যদি আমাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ থাকে তাহলে আমাকে আপনাদের সঙ্গে যেতেই হবে। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" ভারি চেহারার লোকটি এগিয়ে আসে, "কিছুই জানেন না, না? বিগ বির্টেন লেকে ডুবে যাওয়ার কথা জানেন না? বিলৎস এর মিস রোবের্টার কথা জানেন না? কী জানেন?"

ক্লাইড ভয়ে চিৎকার করে ওঠে—"না—না কিছুই জানি না।"

"আমার নাম ওরভ্যিস ম্যাসন্। আমি সরকারি এটর্নি।" লোকটা ধমকের সুরে বলে।

প্রায় শোনাই যায় না এমনভাবে ক্লাইড বলে—"আপনারা আমাকে খুনের জন্য দায়ী করছেন, কিন্তু আমি তো সেখানে ছিলামই না—"

"বৃহস্পতিবার রাত্রে বিগ্ বির্টন থেকে ফেরার সময় আপনি তিনজন লোককে দেখেননি—বন্দর-এর থেকে তিন মাইল দূরে?"

"না। আর তাছাড়া আমি সেখানে ছিলাম না।"

এটর্নি পকেট থেকে রোবের্টার চিঠি বের করে ক্লাইডের সামনে হাওয়ায় দোলায়—"আর এটা, আপনার ঘরে বাক্সের মধ্যে পাওয়া গেছে, এটা যে মিস অ্যালডেনের চিঠি সেটাও আপনি জানেন না বোধহয়?"

"হ্যাঁ, আমি মিস অ্যালডেনকে চিনি। লেকে ডুবে মরার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না, আমি সেখানে ছিলাম না।"

ম্যাসন প্রচণ্ড বিরক্ত হয়, "ঠিক আছে—আপনি যখন সত্যি কথা বলবেন না—" ক্রাউটকে বলে, "একে নিয়ে চলুন।" ক্রাউট একজোড়া হাতকড়ি বার করে।

"না না—ওর দরকার নেই, আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি।' ক্লাইড তাড়াতাড়ি বলে।

ক্রাউট তাঁবুগুলোর দিকে এক পা এগোয়। ক্লাইড তাকে অনুসরণ করতে গিয়েও থেমে যায়। ম্যাসন একবার ক্লাইডকে দেখে, একবার তাঁবুগুলোর দিকে তাকায়। ব্যাপারটা আঁচ করে, "ও, হাওয়াটা তাহলে এইদিক দিয়ে বইছে। গায়ের চামড়া বড্ড পাতলা, প্রেমিকা আর বন্ধুদের সামনে দাঁড়াবে কী করে? কিছু করার নেই। একে ওখানে নিয়ে চলুন, দেখা যাক এর চেয়ে বেশি কেউ কিছু জানে কিনা। তাঁবুতে নিয়ে চলুন।"

ক্রাউট ক্লাইডের কাঁধে হাত রাখে, ক্লাইড ছটফট করে—"না-না, ওখানে না, ওখানে আমাকে নিয়ে যাবেন না।" "নিয়ে চলুন," ম্যাসন বলে।

ক্লাউট ক্লাইডের হাত চেপে ধরে। ম্যাসন এগিয়ে এসে বলে, "তাহলে লক্ষ্মী ছেলের মত আমার প্রশ্নের জবাব দাও। সত্যি কথা বলবে, নাহলে ঐখানে যেতে হবে।" ক্লাইড শুকিয়ে যায়, তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে—"ওটা সম্পূর্ণ একটা দুর্ঘটনা আমি খুন করি নি। আমি নৌকা উলটে দিই নি।"

ম্যাসন পেছনে হাত রেখে বলে—"হু', এতক্ষণে কথা ফুটেছে।" আবার নতুন প্রশ্নবান ছোঁড়ে।

তাঁবুর ছেলেমেয়েদের মধ্যে একজন শেরিফের লোক। ছেলে-মেয়েরা ভোরবেলায় নানারকমের পোশাকে। কেউ স্নান করে সোয়েটার পরেছে, একটা মেয়ে পাজামাপরা, চুল উস্কোখুস্কো, রান্নার বাসন থেকে ধোঁয়া বেরোয়। সোনড্রা তাঁবুর মধ্য থেকে উঁকি মেরে শোনে, তারপর বেরিয়ে আসে।

অফিসার সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়, কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাদের কাছে মৃত মেয়েটির চিঠি আছে, আরেকটা মেয়েরও চিঠি আছে। তাই দেখেই তারা এই ক্যাম্পে এসেছে।

সোনড্রার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে। সে ভয়ে জমাট বেঁধে যায়।

ক্যাম্পের পেছনে একটু দূরে ম্যাসন। ক্লাউট ক্লাইডকে নিয়ে নৌকায় ওঠে। সোনড্রা চিৎকার করে ওঠে—"মিথ্যাকথা, এ হতেই পারে না। ক্লাইড…" সে কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

দুজন অফিসারের মাঝখানে বসে থাকা ক্লাইডের কানে সেই চিৎকার পৌঁছয়। ম্যাসনের উল্টোদিকে বসে ক্লাইড চোখ বন্ধ করে। তার মাথা ঝুঁকে পড়ে।

ক্যাম্পের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। সোনড্রার জ্ঞানহীন দেহের পাশ থেকে একজন বলে—"পার্টির শেষ হয়ে গেল।" লেকের জলে ম্যাসন, ক্লাইড—অন্যদের নিয়ে নৌকা ভেসে চলে। ম্যাসন তখনও প্রশ্নবান ছুঁড়ে চলেছে—। ক্লাইড তখনও অনমণীয়।

ক্যাম্প খোলা হচ্ছে। গোঁজগুলো উপড়োনো হয়, তাঁবু নেমে আসে।

একটা ছোট ঘরে পুলিশরা বসেছে। রান্নাঘরের একটা কোণ অস্থায়ীভাবে শব ব্যবচ্ছেদাগারে পরিণত হয়েছে। শাদা কাপড় ঢাকা রোবের্টার উপস্থিতি, চেনা যায় না, আন্দাজ করে নিতে হয়। কালো পোশাকপরা দুজন ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়ে। পোস্টমর্টেম করা হয়ে গেছে।

টাইটাস অ্যালডেন, রোবের্টার বাবা, দাঁড়িয়ে। তার মুখে হিংস্র যন্ত্রণার ছাপ। অন্যরাও রয়েছে।

একজন ডাক্তার অন্যজনকে বলে—"মুখের কাটা দাগটা মারা যাবার পক্ষে যথেষ্ট গভীর নয়।" প্রথম ডাক্তার টাইটাসের দিকে ঘোরেন—"আপনার মেয়ে কি বিবাহিতা মিঃ অ্যালডেন?" "না ডাক্তার, ওর বিয়ে হয় নি। কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন?"

ডাক্তারদের মুখভাব থেকে একথাটা পরিষ্কার বোঝা যায় রোবের্টা সন্তানসম্ভবা ছিল।

বাইরে করিডরে ভারি পদশব্দ শোনা যায়। দরজা খুলে যায়, ভেতরে ঢোকে ক্লাইড, ম্যাসন এবং অন্যান্য অফিসাররা। একটা দমবন্ধ করা মুহূর্ত। রোবের্টার বাবা, ডাক্তার, সহকারী—সকলে ক্লাইডের দিকে তাকায়। একটা গুঞ্জন ওঠে। টাইটাস অ্যালডেন হাত তুলে ছুটে যায়—"শয়তান খুনি—!" মারার আগেই অন্যেরা তাকে ধরে ফেলে।

নেকড়ের মত ঘ্রাণ নিতে নিতে ম্যাসন সমস্ত প্রমাণ খুঁটিয়ে দেখছিল। আওয়াজে সে ফিরে তাকায়, তারপর অফিসারদের বলে—"এখান থেকে নিয়ে যাও।" ক্লাইডের সামনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

টাইটাস অ্যালডেন এগিয়ে এসে ম্যাসনের কাছে যায়, নিচু গলায় কথা বলতে থাকে। ম্যাসনের পিঠ তার দিকে ছিল, কিন্তু একটা কথা শুনে সে ফিরে দাঁড়ায়।

মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে। বৃদ্ধ লোকটি বলে—"মিস্টার ম্যাসন, শয়তানটাকে শাস্তি দিন। আমার বাচ্চা মেয়েটাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে মেরেছে আমি ওকে সেইরকম কষ্ট পেয়ে মরতে দেখতে চাই। ও খুন করেছে। আমি গরিব মানুষ, আমার টাকা নেই, কিন্তু আমি আমার খামার বিক্রি করে দেব।"

ম্যাসন পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য নিয়ে বৃদ্ধকে বলে—আসলে সকলকেই বলে—"বাড়ি যান, মিস্টার অ্যালডেন। আমি কথা দিচ্ছি, দেশের আইনের প্রতিভূ হিসেবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমার তরফ থেকে চেষ্টা, অর্থ, সময়ের কোনো কার্পণ্য হবে না। এই খুনের রহস্যভেদ করে খুনীর শাস্তির ব্যবস্থা আমি করবই। আপনাকে খামার বেচতে হবে না।" ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে—"আপনি ঠিক বলেছেন—মিঃ এটর্নি। আপনার মত বিচারকই আমাদের দরকার।"

কয়েকজন ম্যাসনের করমর্দন করে। "আপনার কোনো প্রয়োজন হলে আমাদের জানাবেন।" ম্যাসন হেসে তাদের পিঠ চাপড়ে দেয়।

সকলে চলে যায়।

ম্যাসন, তার সহকারী ডিটেকটিভদের সঙ্গে রয়ে যায়। কথা বলতে বলতে তারা দুধ আর স্যাণ্ডউইচ খায়। একজন সহকারী বলে, "এই কেসটা আপনার রাস্তা খুলে দিতে পারে, আপনি বিচারক নির্বাচিত হতে পারেন।"

"এভাবে বলো না ফ্রেড," ম্যাসন তাকে থামিয়ে দেয়, "এসব ব্যাপারের সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে ফেলো না। তবে ভবিষ্যতে ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে।" মুখ মুছে দুধে চুমুক দেয়। তারপর বলে—"এখন কাজ।" পাশের ঘরে চলে যায়।

ঘরে একজন মাত্র ডিটেকটিভ। শীর্ণ, বিষণ্ণ, চোখ বড় বড় করে ভয়ে ভয়ে রোবের্টার দেহের কাছে যায়। ঢাকা কাপড়ের একটা কোণ ধরে তোলে। মনে মনে রোবের্টার সৌন্দর্যের তারিফ করে। চুলে হাত দেয়, মনে হয় তার চোখে জল চকচক করে। একটা আঙুলে চুলের গুচ্ছ জড়িয়ে নেয়, তারপর ছুরি দিয়ে চুল কেটে পকেটবইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখে। চলে যাওয়ার সময় সে আলো নিভিয়ে দেয়।

দ্বাদশ রিল

কাগজ থেকে মাথা তোলে গিলবার্ট, ঠোঁট কামড়ায়, অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি করে বলে—"আমি বলেছিলাম—"

কারখানার ঘরে, মেয়েরা আরেকটা কাগজ পড়ে, ক্লাইডের ছবি আর গ্রেপ্তারের খবর দিয়ে হেডলাইন।

টেনিসকোর্টে—ক্লাইডের বন্ধুরা আরেকটা খবরের কাগজ পড়ে, এতেও তার ছবি আর গ্রেপ্তারের বিশদ সংবাদ ছাপা হয়েছে।

গ্রেপ্তারের বিবরণ ভাল করে পড়া হয়ে গেলে গিলবার্ট কাগজটা তার মায়ের হাতে দেয়। তিনি ক্লাইডের ছবিটা দেখেন। তারপর স্বামীর দিকে কাগজটা এগিয়ে দেন। মিঃ গ্রিফিথস্ কাগজটা হাঁটুর ওপর ফেলে দিয়ে ঘোরেন। সামনে বসে মিঃ সিমিলি, গ্রিফিথ্‌সদের এটর্নি।

মিঃ গ্রিফিথ্‌স: "এখন কি করা যায়?"

মিঃ সিমিলি, ছোটখাটো বৃদ্ধ মানুষ, শান্ত কিন্তু চটপটে, তার পাশে বসে মিঃ ক্যাচুম্যান, পরিপাটি পোশাক, সুন্দর করে আঁচড়ানো চুল, খানিকটা ভাবলেশহীন মুখ। গ্রিফিথ্‌সদের হলঘরে আলোচনা সভা চলে। খবরের কাগজ গাদা করা রয়েছে সর্বত্র, প্রত্যেকটাতেই ক্লাইডের ছবি ছাপানো। বড় বড় করে লেখা রয়েছে পারিবারিক পদবি—'গ্রিফিথ্‌স' আর সেই ভয়ংকর শব্দ—'গ্রেপ্তার।'

স্যামুয়েল গ্রিফিথ্‌স তার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য নিয়ে বলেন,

"ও যদি নির্দোষ হয় তাহলে সব রকম সাহায্য পাবে। কিন্তু যদি দোষী হয় তাহলে কোনো রকম দয়া দেখাতে আমি রাজি নই।"

সির্মিলি: "এখন পর্যন্ত যা খবর পেয়েছি তাতে নির্দোষ প্রমাণ করা খুব মুশকিল। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণই ওর বিরুদ্ধে।" ক্যাচুম্যান খুব গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গি করে উঠে দাঁড়ায়। বেশ বিজ্ঞের মতো ভঙ্গি করে বলে: "এই থেকে বেরনোর একটাই রাস্তা—আমাদের প্রমাণ করতে হবে ও বিকৃত মস্তিষ্ক—

"তার মানে পাগল"—মিসেস গ্রিফিথ্‌স ঘাবড়ে গিয়ে গিলবার্টকে দেখেন।

"হ্যাঁ পাগল, যদি তাই বলতে চান"—ক্যাচুম্যান মন্তব্য করে।

"না কিছুতেই না, এ আমি কিছুতেই বলতে দেব না। আমাদের বংশে কেউ কোথাও পাগল নেই, এখনো কেউ হতে পারে না।"—মিঃ গ্রিফিথ্‌স বলেন।

ক্যাচুম্যান হাত নেড়ে হতাশ ভঙ্গি করে চেয়ারে বসে পড়ে।

অস্বস্তিকর মুহূর্ত। সির্মিলি একটা যুক্তি দেন। সরকারি এটর্নি সামনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, সে এই কেস জেতার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। এখন তার বিরোধী লোকদের যদি খুঁজে বের করা যায় তাহলে তার সত্যানুসন্ধানে সুবিধে হয়। তিনি এইরকম দুজনকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, তারা বেল্‌কন্যাপ আর জেফসন।

গিলবার্ট ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞাসা করে "কত দণ্ড যাবে?" গিলবার্টের উদ্ধত বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গি থেকে দৃশ্য পালটে যায়; ক্লাইডের মুখ হতভম্ব, চূড়ান্ত হয়রানির ছাপ তার চেহারায়। আগের মুখের গঠনের সঙ্গে এত মিল, কিন্তু এত বিপ্রতীপ অবস্থান, মুখের ওপর দিয়ে জেলখানার গরাদ, একটা কুঠুরিতে সে বসে রয়েছে। জানলা থেকে একটু আলো এসে পড়েছে তার ওপর। আর করিডোর দিয়ে অসংখ্য কৌতূহলী লোক তাকে দেখতে দেখতে যাচ্ছে।

বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাকে দেখে। কারো চোখে করুণা, কারো দুঃখ, কেউ হাসে, কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে—তার শরীর কেমন আছে, কত বয়স, বাবা মা কোথায়। কেউ আবার জিজ্ঞাসা করে সন্ধ্যাবেলায় বাইবেলের কোনো উপদেশ পড়ে সে গির্জায় যায় কিনা, ভগবানের কথা মনে হয় কিনা।

সকলেই হিংস্র। তিনটে মেয়ে পেছনে লাগে। চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলে: "অন্য মেয়েটা কে?" একজন মনস্তত্ত্ববিদ দরজার গরাদে আওয়াজ করতেই ক্লাইড লাফ দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে

তার হাবভাব নোটবইতে লিখে নেন সেই মনস্তত্ত্ববিদ। অবিশ্রাম প্রশ্ন এবং দৃষ্টিবাণ ক্লাইডকে জর্জরিত করে। সে ভয়ে ভয়ে বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়। দৃষ্টিবাণ থেকে বাঁচার জন্য দুহাতে মুখ ঢাকে।

উলটো দিকের দেওয়ালে দুজন লোক দাঁড়িয়ে। তারা লোকেদের লক্ষ্য করে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে ক্লাইডের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয় তারা। মাথা নাড়ে। এরা দুজন বেলকন্যাপ আর জেফসন। করিডোর ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যায়, কিন্তু ঐ দুজন আড়াল থেকে বেরোয় না। ক্লাইড একা হয়ে যায়।—পাটাতনের ওপর লুটিয়ে পড়ে সে কাঁদতে থাকে। একজন ওর দিকে এগোয়, রক্ষীকে ইঙ্গিতে তালা খুলে দিতে বলে। সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে, টুপি খুলে কুঠুরিতে ঢোকে। পাটাতনের কোনে বসে আস্তে আস্তে ক্লাইডের পিঠে চাপড় মারে।

দয়ালু স্বরে বলে—"ঠিক আছে—ঠিক আছে—"

ক্লাইড চোখে জল নিয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকায়। লোকটি বলে—"হ্যালো ক্লাইড। আমার নাম বেলকন্যাপ। তোমার কাকা আমাকে তোমার পক্ষ সমর্থনের জন্য রেখেছে। আমি তোমার বন্ধু।"

খানিকটা আশ্বাস পায় ক্লাইড। তার কান্না থামে। উঠে বসে। এটর্নি বলে চলে—"শোনো, লোকেদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে। তাতে তোমার ভালো হবে।" ইতিমধ্যে দ্বিতীয়জন দরজার কাছে এগিয়ে এসে কথাবার্তা শোনে। ক্লাইড ভয়ে ভয়ে একটা সিগারেট বের করে। বেলকন্যাপ তাকে থামিয়ে সিগারেটটা নিয়ে নেয়। তারপর আগের মত সহানুভূতির স্বরে বলে—"তুমি এখন সিগারেট খেও না। এটা খুব গুরুত্বর ব্যাপার, আর নিয়মিত গির্জায় যেতে হবে তোমাকে।" তারপর আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় বাবার মতো, "এখন তুমি আমাকে সমস্ত ঘটনা বলো, সত্যি কী হয়েছিল।" ক্লাইড তার কথা বিশ্বাস করে মুখ ঘোরায়।

উল্লসিত ম্যাসন তার ঘরে বসে আছে। তাকে ঘিরে খবরের কাগজের লোক, আর্টিস্ট, ফোটোগ্রাফার আর তার সহকারীরা। ড্রয়ার খুলে দু'তাড়া চিঠি বের করে। একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা, আরেকটা ফিতে দিয়ে, ওপরে সই করা। ম্যাসন দ্বিতীয় বাণ্ডিলটি সামনে রাখে। ফিতেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। সাংবাদিকরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তারপর ম্যাসন খুব রহস্যময় স্বরে বলে—"আগামীকাল এই চিঠিগুলো আপনাদের পড়ে শোনাব। চতুর্দিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে।"

সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফাররা উঠে দাঁড়ায়। ম্যাসন বলে : "আজ আমি আপনাদের এইটা পড়ে শোনাব"—প্রথম তাড়া থেকে একটা চিঠি নেয়,

"প্রিয়তম ক্লাইড,

তুমি তো জানো, একা একা আমার চলে আসতে কীরকম কষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে সবকিছু খুব সুন্দর। সবুজ গাছ, চতুর্দিকে ফুলের সমারোহ। আমার জানলার নিচে বাগানের মধ্যে মৌমাছির গুনগুন শুনতে পাচ্ছি..."

ম্যাসনের ঘর মিলিয়ে গিয়ে রোবের্টাদের গ্রামের বাড়ি দেখা যায়। তার মা আরও কুঁজো হয়ে গেছেন। নিচু হয়ে কাপড় কাচেন, কাপড়গুলো বাড়িটার মতই পুরোনো। যে সাংবাদিকের দল ম্যাসনের ঘরে বসেছিল, তাদের দেখা যায় রোবের্টার মাকে ঘিরে থাকতে। কেউ ছবি তোলে, কেউ স্কেচ করে। প্রশ্নোত্তর শুনে নোটবইতে লিখে নেয়। রোবের্টার মা অগোছালোভাবে কৃষকদের মতোই উত্তর দেন। কাগজের তরফ থেকে তাঁর ইণ্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে।

সমাবেশের মাঝখানে ক্লাইডের মা ঈশ্বরের উপাসনা গান করেন। গানের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফারের দল ক্যামেরা, কলম ঠিক আছে কিনা পরখ করে নেয়। উপাসনা শেষ হয়। শেষ গাথার সময় মা স্বর্গের দিকে হাত তোলেন। এই মুহূর্তে ম্যাগনেসিয়ামের আলোয় তিনি আলোকিত হয়ে ওঠেন। তাঁর ছবি তোলা হয়। সমাবেশের লোকেরা উশখুশ করে। তারা গান থামিয়ে, সাংবাদিকদের সন্দেহের চোখে দেখে একে একে চলে যায়। সাংবাদিকরা মাকে ঘিরে ধরে প্রশ্নের বর্ষণ শুরু করে দেয়। মা বলেন ক্লাইড তার খুব লক্ষ্মী ছেলে, ছোটবেলা থেকেই খুব লক্ষ্মী। পুরোনো কার্ডবোর্ডের ভাঁজ থেকে তিনি ক্লাইডের ছোটবেলার আর কিশোর বয়সের ছবি বের করে দেখান। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে ক্লাইড উপাসনা গান গাইছে—এই ছবিটা নিতে সাংবাদিকরা আগ্রহী হয়ে ওঠে।

সাংবাদিকের হাতে ছবিটা যেতেই ছাপার মেশিন ঘুরতে থাকে। হাজার ছবি বেরিয়ে আসে মেশিন থেকে।

পর্দা জুড়ে খবরের কাগজের ছবি। কাগজটা নিচু হতেই সোনড্রার মুখ দেখা যায়। "ক্লাইড আমার খুব ভাল ছেলে"—বড় বড় টাইপে ছবির নিচে ছাপা। কাঁদতে কাঁদতে সোনড্রা কাগজের ওপর মুখ গুঁজে

দেয়। কাগজটা কার্পেটের ওপর, সোনড্রা তার ওপর শুয়ে। সোনড্রার সামনে তার বাবা দাঁড়িয়ে, চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

"তুমি তাকে চিঠি লিখেছিলে কি বলে ? তোমার এই বোকামির কথা আমাদের আগে বলতে পারতে।" সোনড্রা উত্তর দেয় না, শুধু কাঁদে। "কি কেচ্ছা—কি কেচ্ছা", বলতে বলতে সোনড্রার বাবা টেলিফোনের কাছে যান। খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর ডায়াল ঘোরান। সোনড্রা কেঁদেই চলে।

রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত শহরে কোথাও একটা টেলিফোন বাজে। একটা বাড়ির জানলায় আলো জ্বলে ওঠে। টেলিফোনের ভেতরে কণ্ঠস্বর শোনা যায়। "আমাদের পরিবারের নাম যেন কিছুতেই কাগজে ছাপা না হয়। তোমার ক্ষমতা রয়েছে, এটা দয়া করে দেখো—"

শহরের আরেক প্রান্তে আরেকটা টেলিফোন বাজে। আরেকটা জানলায় আলো জ্বলে ওঠে। সেখানেও শোনা যায় ঐ অনুরোধ : সোনড্রা আর ফিঞ্চলে পরিবারের নাম যেন কাগজে না ওঠে। এই কেসের সঙ্গে তাদের যেন জড়ানো না হয়। শহরের নানা জায়গায় ঐরকম আরো টেলিফোনে একই অনুরোধ শোনা যায়। যে বাড়ি-গুলোতে কথাবার্তা চলে সেগুলি বেশ বিলাসবহুল। শেষ যে প্রাসাদ থেকে প্রতিশ্রুতি আসে সেটা সবচেয়ে সম্পন্ন।

ম্যাসন তার জানলার খড়খড়ি তুলে দেয়। সকালের আলো আসে। সাংবাদিকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ম্যাসন ড্রয়ারের কাছে এসে সোনড্রার চিঠির তাড়াটা নেয়। ফিতেটা আস্তে আস্তে খোলে। প্রথম চিঠিটা পড়ে। চিঠির কাগজের ওপর ছাপা আদ্যাক্ষরটা ওপর আঙুল বোলায়। তার মুখে ফুটে ওঠে মৃদু হাসি, উত্তেজনায় টানটান হয়ে থাকা সাংবাদিকদের দিকে তাকায়। তারপর একটা শ্বাস টেনে চিঠিটা পড়ার জন্য তৈরি হয়। টেলিফোনের আওয়াজে বাধা পড়ে। "মাপ করবেন"—ম্যাসন টেলিফোনের কথা শোনে। তার সমস্ত মুখে আন্তরিকতার ছাপ ফুটে ওঠে।

"বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি, টেলিফোনে বলে, "হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, তাই হবে।" হতবুদ্ধি ম্যাসন টেলিফোন রেখে দেয়। আরেকবার সাংবাদিকদের বলে—"মাপ করবেন।" তারপর চিঠির তাড়া তুলে নিয়ে ফিতে দিয়ে বাঁধে। সাংবাদিকদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ম্যাসন অস্বস্তিতে পড়ে। বলে, "আমি দুঃখিত, আপনাদের হতাশ করতে হল, এই সমস্ত কাগজপত্র আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে অত্যন্ত গোপনীয় বলে বিচার করতে হবে।" চিঠিগুলো

নিয়ে তার হাত ড্রয়ারের ভেতর পুরে সেটা তালাবন্ধ করে দেয়।

সোনড্রার বাবা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে, সোনড্রাও।

গ্রীষ্মাবাসের লোকেরা ফিরে চলে যায়, তাদের ছুটি উপভোগ করায় বাধা পড়ে। চতুর্দিকে চলন্ত ভ্যান, বাক্সপ্যাটরার রাশি দেখা যায়। জানলা বন্ধ, খড়খড়ি টানা, দরজা তালাবন্ধ, দ্বাররক্ষীরা নিজেদের জায়গায় ফিরে আসে।

সোনড্রা একটা কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে—বাবা মার সঙ্গে একটা লিমুজিনের ভেতর উঠে পড়ে। কাদা ছিটিয়ে বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় গাড়িটা ছুটতে থাকে।

সাংবাদিকদের দল গ্রীষ্মাবাসের দরজার কাছে এসে পৌঁছয়, ফিরে যাওয়া গাড়িগুলোর দিকে হতাশভাবে তাকায়, মাঠের পেছন থেকে পাহারাদার কুকুরের আওয়াজ ভেসে আসে। এস্টেটের দরজায় একটা বিরাট তালা ঝোলে।

লেকের ওপর সেই জায়গা, যেখানে রোবের্টা ডুবে গিয়েছিল। বৃষ্টি পড়ছে। সেই ডিটেকটিভটি নিরানন্দ মুখে একটা নৌকার ওপর বসে আছে, তার সহায় ছাতা। দুজন যুবক জলের গভীরে ঝাঁপ দেয়। তারা কিছু খুঁজছে।

গ্রামের কবরখানায় বৃষ্টি পড়ছে। 'রোবের্টা অ্যালডেন' লেখা কবরটাও ভিজছে। সশব্দে হর্ন দিতে দিতে, কাদা ছিটকিয়ে গিয়ারের আওয়াজ তুলে একটা ট্রাক এগিয়ে আসে। কোদাল বেলচা নিয়ে, বর্ষাতি পায়ে কয়েকজন শ্রমিক ঘোৎ ঘোৎ করতে করতে নামে।

কবরখানার সরু রাস্তা দিয়ে ছাতা মাথায়, শরতের পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে আসে বেলকন্যাপ আর জেফসন, তাদের গলার কলারগুলো তোলা। নিজেরা কথা বলে।

বেলকন্যাপ : "রোবের্টার কবর খুঁড়ে নতুন কোন তথ্য পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না।"

"কিন্তু নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য এটা আমাদের করতে হবে।" জেফসন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "যেভাবেই হোক বিচার শুরু করতে দেরি করিয়ে দিতে হবে, যাতে না ম্যাসন নির্বাচনে এর ফয়দা ওঠাতে পারে।" তারা দুজন রোবের্টার কবরের কাছে যায়, শ্রমিকরা খোঁড়ার কাজ শুরু করে।

লেকে নৌকার ওপর ছাতামাথায় দিয়ে বসে ডিটেকটিভ ডাইভার দুজনকে লক্ষ্য করে। হতাশ যুবক দুজন আবার জলে ঝাঁপ দেয়। ক্লান্ত চোখ নিয়ে ডিটেকটিভ দেখে জলের ঢেউগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ জলের মধ্য থেকে একটা হাত উঠে আসে, তাতে ক্যামেরাটা ধরা। ডিটেকটিভ লাফিয়ে ওঠে, ছাতা ফেলে দেয়। বৃষ্টির কথা তার মনেই থাকে না। ছেলেটি সাঁতরে নৌকাতে উঠে পড়ে ডিটেকটিভ-এর হাতে ক্যামেরাটা দেয়।

কবরের সামনে ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে—জেফসন, বেলকন্যাপ, তিনজন ডাক্তার, পুলিশের লোক। কবর অর্ধেক খোঁড়া হয়ে গেছে। গর্তের ভেতর থেকে ভিজে মাটি থপ থপ করে পড়ে। মাটি পড়ার আওয়াজ, বৃষ্টির আওয়াজের মধ্যে জেফসন আর বেলকন্যাপ কথা বলে। জেফসন একটা পরিকল্পনা করেছে। ক্লাইডের সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের যুক্তি দিয়ে বলতে হবে যে সে কখনই খুন করার কথা চিন্তা করে নি—এটাই সবচেয়ে জোরালো রাস্তা—সে রোবের্টাকে নিয়ে আসে বিয়ে করার জন্য নয়, খুন করার জন্যও নয়, শুধু তার চলে যাওয়ার কথা বলতে। থপ থপ করে বালির পাহাড় জমতে থাকে। জেফসন নিজের পরিকল্পনায় উৎসাহিত বোধ করে। "তারপর—লেকের কাছে গিয়ে সে দেখে রোবের্টা ভীষণ অসুস্থ, ক্লান্ত, বিষণ্ণ। তখন তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়।" বেলকন্যাপ অতটা আশাবাদী হতে পারে না। "কেন ? কি জন্যে ?"

"কি জন্যে জানতে চাইছো ? তাকে দেখে ওর মনে করুণা হয়, ক্লাইড ওকে বিয়ে করতে চায়, অন্তত যাতে সবকিছু ঠিক হয়ে যায় সেইরকম ব্যবস্থা করতে চায়।" বেলকন্যাপ খুব একটা ভরসা পায় না। বৃষ্টি পড়তে থাকে। কোদালের গতির সঙ্গে ভিজে মাটি উঠতে থাকে। "এই যুক্তি—সঠিকভাবে মিলে যাচ্ছে। প্রথমত কথা বলার জন্য তার একটা নির্জন জায়গার দরকার ছিল।"

"বেশ"—বেলকন্যাপ আস্তে আস্তে বলে।

"তাই তারা লেকটাকে বেছে নেয়।"

"বেশ।"

"ও তখন বলে, যে ও আরেকটা মেয়েকে ভালোবাসে, কিন্তু যদি সে এখনো চায় তাহলে তাকে বিয়ে করবে।"

"বেশ।"

"তখন রোবের্টা বিয়ে করতে চায়।"

"আচ্ছা।"

"ও রাজি হয়।"

"ঠিক আছে।"

"তখন রোবের্টা তার আবেগে, কৃতজ্ঞতা জানাতে উঠে দাঁড়ায়।"

"তারপর ?"

"নৌকা উলটে যায়" জেফসন বেলকন্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেলকন্যাপ শিস দিতে থাকে। "ওর হাতে তখন ক্যামেরা ছিল কি ছিল না সেটা আমরা ঠিক করতে পারি।"

"হুঁ, তুমি কী প্রমাণ করতে চাইছো বুঝেছি।"

"এখন নৌকার দুলুনি, একটু ভুল পা পড়তেই দুজনে জলে পড়ে যায়। ক্যামেরার আঘাত লাগে কি লাগে না তা তুমি ঠিক করবে, তবে ইচ্ছাকৃত নয়—"

"হুঁ, ভালোই বেশ, ভালো—" বেলকন্যাপ বলে চলে—"চমৎকার, বিস্ময়কর..." বৃষ্টি পড়েই চলে, কোদাল কাজ করে চলে, বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে যায়।

জেফসন মাথা মুছে বলে—"এর চেয়ে ভালো আর কিছু তো দেখা যাচ্ছে না। এটা ওর বক্তব্য—কাজেই ওকে ভালো করে তৈরি করে দিতে হবে। সবচেয়ে খারাপ হলে কুড়ি বছর, এছাড়া কী-ই বা হবে ?"

ডাক্তাররা কবরের কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখে। বেলকন্যাপ বলে—"গুড লাক।" দৃশ্য মিলিয়ে যায়।

"এই রইল তোমার বাইবেল"—জেফসন ক্লাইডের পাশে বসে বলে—"এতে সব প্রশ্ন লেখা আছে। একদম মুখস্থ করে ফেলবে। জজ জিজ্ঞাসা করলে ঠিক যেরকম শিখিয়ে দিয়েছি সেইরকম বলবে।" বিছানার ওপর কয়েকটা কাগজ রেখে হাত দিয়ে সেগুলো সোজা করে নেয়। দুজনে ঝুঁকে পড়ে।

ম্যাসনের টেবিলের সামনে জলের ভেতর পাওয়া ক্যামেরাটা। ডিটেকটিভ পকেট বইটা বের করে তার ভাঁজ খুলে রোবের্টার একগুচ্ছ চুল বের করে। একবার ক্যামেরাটা দেখে, একবার চুলটা দেখে, একমনে।

ম্যাসন খুশিতে দুহাত ঘসে। বেদনায় ন্যুব্জ রোবের্টার মা, ভাড়া বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন।

জনহীন উপাসনাগৃহের ভেতর ক্লাইডের মা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

রোবের্টার মা মেয়ের একটা ছবির দিকে দেখেন। খুশিতে উজ্জ্বল।

ক্লাইডের মা ছেলের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিষ্পাপ কিশোরের মুখ।

এটনি ম্যাসন তার ব্রিফকেস খোলে। ভেতরে অনেকগুলো ছবি। রোবের্টা আর ক্লাইড পরস্পরের ছবি তুলেছিল। জলের ভেতর পাওয়া ক্যামেরা থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। দুজনের দুটো ছবি পাশাপাশি আনে। সহকারীদের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। ছবিগুলো ব্রিফকেসের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। আস্তে আস্তে হাত বোলায় আর বলে—"একেবারে হৈচৈ পড়ে যাবে।"
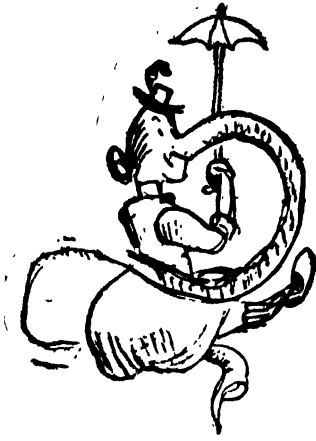
ত্রয়োদশ রিল

শরতের বাতাসে পত্রহীন গাছের ডালগুলো কেঁপে ওঠে। পেভমেন্টের ওপর পড়ে থাকা মৃতপাতার স্তূপ নিয়ে ঘূর্ণি তৈরি করে। ফোয়ারার জল নিয়ে উলটো পালটা ছিটিয়ে দেয়, চারদিকে লোক বসে আছে। আর খবরের কাগজের হকার চিৎকার করে—"ক্লাইড গ্রিফিথস্ এর ঘটনা, রোবের্টা অ্যালডেনের সমস্ত চিঠি, মাত্র পঁচিশ সেণ্ট, খুনের কাহিনী, পঁচিশ সেণ্ট।" ছোট ছোট বই বিক্রি করে। কোর্টের সামনে—চাষীদের বিরাট ভিড়।

কোর্টরুমের ভেতর লোকে লোকারণ্য। ম্যাসন তার সহকারীদের নিয়ে বসে আছে। বৃদ্ধ বিচারক এসে বসেন। বাঁ দিক থেকে একজন ছোটখাটো লোক চেঁচিয়ে বলে—"মনোযোগ দিয়ে শুনুন, নিউ ইয়র্কের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট চালু হচ্ছে—যাঁদের কাজ আছে তারা সামনে আসুন।"

গুঞ্জন ধ্বনি থেমে যায়। সকলে মনোযোগী হয়ে ওঠে। ছোটখাটো লোকটি আবার দাঁড়ায়, বলে—"নিউইয়র্ক রাজ্য বনাম ক্লাইড গ্রিফিথস্।"

এটর্নিদের সঙ্গে ক্লাইড, ভীত, সন্ত্রস্ত। ম্যাসন উঠে দাঁড়ায়। বলতে শুরু করে, "সরকারিপক্ষ প্রস্তুত।"

বেলকন্যাপ উঠে দাঁড়ায়, মাথা নিচু, "ডিফেন্স প্রস্তুত।"

জেফসন ক্লাইডের দিকে ঝুঁকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলতে থাকে—

"যখনই নার্ভাস মনে হবে—আমার দিকে তাকাবে। আর যা বলেছি ভুলে যেও না। কী বলবে, কী করবে মনে করে রাখ, আমার দিকে তাকাও।"

একদল লোক যারা কোর্টে ঢুকতে পারেনি, রাস্তায় ভিড় করে।

"খুনের সম্পূর্ণ কাহিনী—পঁচিশ সেণ্ট," হকার চিৎকার করে।

একটা লটারির চাকা ঘোরে, জুরিদের নামের কাগজ ওঠে।

"সাইমেয়ন ভিনসমোর"—কেরানি কাগজটা দেখে চিৎকার করে। একজন ছোট, কুঁজো মতন লোক, বেঁজির মতো দেখতে, জুরিদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসে।

ম্যাসন তেড়ে এসে ভিনসমোরকে প্রশ্ন করে—"আপনার বয়স কত ? বিবাহিত ? কটি ছেলেমেয়ে ?"

দায়সারা ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর আসে।

"আপনি কি মৃত্যুদণ্ডে বিশ্বাস করেন ?"

ক্লাইড কেঁপে ওঠে। আর সেই বেঁজির মতো দেখতে লোকটা তার দিকে তাকায়।—"নিশ্চয়ই, অন্তত কিছু লোকের জন্য।"

"আদালতের অনুমতি নিয়ে আমরা শেষের অংশ বাদ দিতে চাই।" ম্যাসন বলে। বিচারক বেলকন্যাপের দিকে তাকিয়ে সম্মতি জানান।

কেরানি চিৎকার করে—"ফসটার লানড।" লম্বা বিশুষ্ক একজন লোক উঠে আসে।

ম্যাসন ঃ "আপনার পরিচয়"

"ফসটারলানড এণ্ড সন, ইঁট, সিমেণ্ট, প্লাস্টারের যোগানদার।"

লাণ্ড ছাড়া জুরিদের আসন খালি। অন্ধকারের মধ্যে ম্যাসনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "ভদ্রমহোদয়গণ, এই আশ্চর্য মকদ্দমার সমস্ত কিছু বুঝে আইনমাফিক উপদেশ দিতে পারবে এইরকম বারো জন লোক খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর। ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শুধু একটাই উদ্দেশ্য—সত্যের জয় হোক। এ বিষয়ে আমার কোন সংস্কার বা দ্বিধা নেই।" এই কথার ওপর প্রথমে তিনজন তারপর চারবারে পুরো বারোজন লোক লৌহকঠিন মুখভঙ্গি করে বসে থাকে।

"ভদ্রমহোদয়গণ, এই মানুষটির জীবন-মৃত্যু আপনাদের হাতে।" রোদে পোড়া, তামাটে, নিষ্করুণ বারো জোড়া চোখের দৃষ্টির সামনে সামনে ক্লাইড কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। জুরিদের আসনে বসে বারোটি বিশাল কাঠখোদাই-এর মত মানুষ।

ম্যাসন খুব দায়িত্বপূর্ণভাবে তার বক্তব্য রাখে, "স্টেট অফ নিউইয়র্ক ক্লাইড গ্রিফিথ্‌স্‌কে সুস্থ মস্তিষ্কে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং

ইচ্ছাকৃতভাবে মিমিকো প্রাজের কৃষকের কন্যা রোবের্টা অ্যালডেনকে নৃশংসভাবে জলে ডুবিয়ে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করছে।”

ক্লাইড কোর্টরুমের এদিক ওদিক দেখে, রোবের্টার পরিবার বসে আছে। করুণ ক্লান্ত বৃদ্ধ পিতা, যন্ত্রণাকাতর মা। হঠাৎ তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। সে দেখে বাবা মার মধ্যিখানে বসে আছে রোবের্টা, শোকের কালো ঘোমটা ঢাকা।

“ওর বোন, নিশ্চয়ই ওর বোন” ক্লাইড জেফসনের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে। তারপর ধপাস করে চেয়ারের ওপর পড়ে যায়। “স্টেট অফ নিউইয়র্ক—এই অভিযোগের সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করবে, এবং আমি বা আপনারা নন, এই প্রমাণগুলোই আসল রহস্যের বিচার করবে”—ম্যাসন বলে চলে সেই ভয়াবহ কাহিনী। তার ওপর নানা রকমের কুটিল রঙের পোঁচ দিয়ে।

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ছোট ছোট দৃশ্য দেখা যায়। কোর্টরুমে বসে থাকা সাক্ষীদের প্রস্তরকঠিন মুখাবয়ব দেখা যায়।

রোবের্টার বান্ধবীকে দেখা যায়। ক্লাইড আর রোবের্টার প্রথমদিনের নৌকাবিহারের দিকে তাকিয়ে আছে।

রোবের্টার বাড়িওয়ালী, কুকুরটাকে সরিয়ে দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে আছে। ক্রুদ্ধ ক্লাইডের পেছনে পেছনে যখন রোবের্টা ছুটে যাচ্ছিল।

ওষুধের দোকানের তিনজন লোক ক্লাইডের অনুরোধে অসম্মতি জানাচ্ছে।

মনিহারি দোকানের লোকটি : ক্লাইড তার সঙ্গে কথা বলছে।

ডাক্তার রোবের্টাকে উপদেশ দিচ্ছে।

বাসের কণ্ডাকটর ক্লাইডকে প্রশ্ন করছে।

হোটেলের মালিক ; ক্লাইড আর রোবের্টা নৌকায় উঠছে।

জঙ্গলের মধ্যে তিনজন লোক ; লণ্ঠনের আলো জ্বলে উঠছে।

চীনা রাঁধুনি, তাঁবুর মধ্যে সোনড্রা আর ক্লাইড চুমু খাচ্ছে।

ম্যাসনের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যগুলি দেখা যায়। যদিও ঐ একই ক্লাইড, কিন্তু দৃশ্যগুলিতে মনে হয় এ যেন অন্য কেউ, অন্য রকম।

“শুধু হত্যাই নয়—মেয়েটিকে যত প্রকারে যন্ত্রণা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাও সে করেছে। তার যন্ত্রণার সাক্ষী হিসেবে এইখানি শুনুন”—বিফকেস থেকে চিঠির তাড়া বের করে ম্যাসন পড়তে শুরু করে, “এক নম্বর চিঠি, তেসরা জুলাই এই বছর”। বেলকন্যাপ লাফিয়ে

ওঠে—"আবেগতাড়িত করার জন্য বেআইনিভাবে এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।—ডিফেন্স এব্যাপারে আপত্তি করছে।"

ম্যাসন বেলকন্যাপকে জিজ্ঞাসা করে—"এই মকদ্দমা কে চালাচ্ছে?"

বেলকন্যাপ মৃদু হেসে বলে—"বিচারক আসনের প্রার্থী। এই মোকদ্দমায় জনপ্রিয়তা লাভ করলে আগামী নির্বাচনে যার বিচারক হবার প্রভূত সম্ভাবনা—"

সূর্য অস্ত যায়। জানালা দিয়ে আসা শেষ আলো ম্যাসনের মুখের ওপর পড়েছে। লোকেরা চোখের জল মোছে। বৃদ্ধারা মুখে রুমাল চেপে ধরে; বৃদ্ধরা ভয়ে মাথা নাড়ায়। সকলে নিস্তব্ধ বসে থাকে। নিশ্বাস পড়ে না। ম্যাসনের আবেগপূর্ণ বক্তব্য তাদের সকলকে অভিভূত করে।

সূর্য অস্ত গেছে। এপাশে অন্ধকার, কোর্টরুমের ভেতর বিরাট ঢাকনি দেওয়া আলো জ্বলে, ম্যাসন এখনও চিঠি পড়ে চলে। আরও করুণ আরও বিষণ্ণ বক্তব্য।

রোবের্টার মা অসহ্য বেদনায় কেঁদে ওঠেন, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান; বাবা আর বোন তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে। ম্যাসন একটা গভীর শ্বাস নেয়—"সরকারি পক্ষের বক্তব্য শেষ।" বসে পড়ে। দৃশ্য ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, কথাবার্তার আওয়াজও মিলিয়ে যেতে থাকে।

পর্দায় ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে জানলার ওপাশে তুষারপাতের ছবি। বাড়িগুলোর ওপর বরফের চাদর বিছানো, গাছের ডাল, রাস্তা···কোর্টরুমে একটা সাদা আলো জ্বলে। আর এই আলোতে ক্লাইড বসে থাকে, একেবারে ফ্যাকাশে। ডিফেন্স এটর্নি তার বক্তব্য শেষ করে—"আমি যদি সম্পূর্ণ স্থির নিশ্চিত না হতাম যে সে নির্দোষ তবে এখানে এত সময় ব্যয় করে আপনাদের আমি বোঝাতে চেষ্টা করতাম না। তাকে খুনী বলা হচ্ছে, যেন একমুখ দাড়ি নিয়ে সে নিরীহ মেয়েদের খুন করে বেড়ায়। ভদ্রমহোদয়গণ, এই কুঁড়ি বছরের যুবকটির দিকে একবার ভালো করে আপনারা তাকিয়ে দেখুন। এই ছেলেটি একটা তেইশ বছরের মেয়েকে খুন করেছে? না, কিছুতেই না। প্রমাণস্বরূপ আমি একমাত্র জীবিত সাক্ষী আপনাদেব সামনে হাজির করছি, যে সেই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল এবং সেই বলতে পারে কি করে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছিল।"

জনতার মধ্যে গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। বেলকন্যাপ আগের মতোই উত্তাপহীন গলায় বলে—"ক্লাইড গ্রিফিথ্‌স্, সাক্ষীর আসনে যাও।"

জনতা আশাহত হয়, আবার চেয়ারে পেছিয়ে বসে।

জানলার ওপাশে বরফ পড়তেই থাকে।

জেফসন ক্লাইডকে শেখানো প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করে:

"তুমি যখন প্রথম ওর সঙ্গে পরিচিত হও তখন তার সম্বন্ধে তোমার এত ভাল ধারণা ছিল, কিন্তু পরে এমন কী ঘটনা ঘটেছে যাতে তোমাদের সম্পর্ক এত খারাপ হয়ে গেল?"

এই কথার ইঙ্গিতে কোর্টরুমের ভেতর গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। ক্লাইড শেখানো কথা মনে করার চেষ্টা করে—"আমি, আমি তার ক্ষতি করতে চাই নি। আমি তাকে ভালোবাসতাম—"

"খুব ভালোবাসতে?"

"হ্যাঁ, খুব।"

জেফসন বলে, "তুমি তাকে যখন ভালোবাসতে, তখন তাকে বিয়ে করে সেই সম্পর্ক আরও গভীর করতে চাওনি?"

"না, আমি খালি চেয়েছিলাম সে যেন আমাকে ছেড়ে না যায়"—অনিশ্চিতভাবে, ধীরে ধীরে ক্লাইড বলে।

"এই দুর্ঘটনার পরে তুমি মিস এক্স-এর সঙ্গে ছিলে।"

"হ্যাঁ, ও এত সুন্দরী, ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে আমি মিস অ্যালডেনের কথা ভাবতেই পারতাম না।"

"তার মানে মিস এক্সের মোহে তুমি পড়েছিলে, বলা যায়, তোমাকে যাদু করেছিল?"

দর্শকদের মধ্যে তিনটে মেয়ে। সহানুভূতিতে তাদের চোখ ভরে গেছে।

সহকারীদের মধ্যে ম্যাসন—"তাহলে এই ওদের লাইন?"

জেফসন—"মিস এক্স-এর রূপে মজে গিয়েও তুমি মিস অ্যালডেনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?"

দর্শকের সমস্ত চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। রোবের্টার বাবার দৃষ্টি তাকে যেন বিদ্ধ করে। রোবের্টার মা শুষ্ক চোখে দেখে তাকে, আর ক্লাইড কাঁপতে কাঁপতে, জেফসনের দিকে তাকিয়ে বলে—"আমাদের দেখা হল। ও এত নিরানন্দ, অসুখী ছিল—আমি, আমি—

"বুঝেছি তোমার হৃদয়ের পরিবর্তন হল?"

একজন বয়স্কা মহিলা রুমাল দিয়ে চোখের জল মোছেন।

"যত্ত সব"—ম্যাসনের মন্তব্যে কয়েকজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিরে তাকায়।

দর্শকদের কারো কারো মুখ নমনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু বারোজন

জুরি, তারা পাথরের মতো কঠিন।

জানলার ওপাশে বরফের কুচি পড়তে থাকে, জানলার কাঁচ ঢেকে যায়, ভেতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না।

জেফসন—"এখন ক্লাইড, কোনোরকমভাবে নিজেকে লুকোনোর চেষ্টা কোরো না। মেয়েটি মারা গেছে। এবং এই বারোজন জুরি যদি মনে করেন তুমিও তার কাছে যাবে—(ক্লাইড কেঁপে ওঠে) তোমার সামনে ইলেকট্রিক চেয়ার, এই সমস্ত লোক তোমার সামনে, তোমার মাথার ওপর ঈশ্বর, তুমি সত্যি কথা বল তো তুমি কি রোবের্টাকে আঘাত করেছিলে?" ক্লাইড বলে—"আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, না।" দর্শকরা সংশয় নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

"তুমি কি তাকে জলে ফেলে দিয়েছিলে?"

"ভগবানের দিব্যি, দিইনি।"

দর্শকদের সহানুভূতির অভিব্যক্তি। একজন মহিলা ফোঁপাতে থাকে।

"তুমি কি শপথ করে বলছ, এটা পরিকল্পনাহীন, অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা?"

"হ্যাঁ"—ক্লাইড মিথ্যা বলে।

রোবের্টার মায়ের মুখেও সহানুভূতির চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু তাঁর স্বামী আগের মতই সংশয়হীন। জেফসন এদিক ওদিক দেখে—"সরকারিপক্ষ সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পারেন—।"

ম্যাসন শিং উঁচিয়ে ষাঁড়ের মতো এগিয়ে আসে। চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে থাকে। ক্লাইড ভয়ে কুঁচকে যায়। "গ্রিফিথ্‌স্"—ম্যাসন বলতে থাকে, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের গলায়—"লেকে তোমার হাতে একটা ক্যামেরা ছিল, তুমি একটু আগে বললে—"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তোমাকে যখন আমি প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে পড়ে তুমি বলেছিলে তোমার কাছে ক্যামেরা ছিল না?"

'হ্যাঁ, স্যার বলেছিলাম—"

"তখন মিথ্যা বলেছিলে তাহলে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

ম্যাসন গর্জন করে ওঠে—"তখন তুমি মিথ্যা বলেছিলে, তারপরও তুমি মিথ্যা বলেছ, বারবার মিথ্যে বলছ। তুমি আশা কর তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে?"

সহানুভূতিপূর্ণ মুখগুলি আবার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে।

বারোজন জুরি সর্বদাই ভাবলেশহীন, কঠিন। ক্লাইড কুঁচকে যায়—

একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, বেদনায় ভারাক্রান্ত, আন্তরিক : "একা, একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, ঈশ্বর আমায় সাহায্য কর—"। আকৃতি জোরালো হয়—মিশনের মধ্যে মা হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করেন। 'ক্লাইড, বাছা আমার, তুই যে একেবারে একা। আমি তোর কাছে যাব। ভগবান আমাদের পরিত্যাগ করবেন না। তুই বিশ্বাস রাখ বাবা। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, সামনের বিশাল পর্বতকে বলবে এখান থেকে চলে যাও, সে চলে যাবে। তোমার কাছে অসম্ভব বলে কিছুই থাকবে না। হে ভগবান, তুমি তো সবই জান, আমার পাগলামি আমার পাপ কিছুই তো তোমার কাছে লুকোনো নেই।"

বিশ্বাসে পরিপূর্ণ, ভগবৎপ্রেমে শক্তিশালী, মা তাঁর শক্ত হাত দুটি স্বর্গের দিকে তোলেন। তারপর মুখ থুবড়ে কাঠের মেঝের ওপর পড়ে যান।

টগবগ করতে করতে ম্যাসন এগিয়ে আসে, ক্লাইডের পাশে দাঁড়ায়। ক্লাইড তাকে দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে। ফ্যাকাশে মুখে দরদর করে ঘামতে থাকে। ম্যাসনের পেছনে কাঁদো কাঁদো মুখের ডিটেকটিভটি দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাসন তার দিকে ঘোরে—সেই লোকটি চুলের গুচ্ছ এগিয়ে দেয়। একগুচ্ছ চুল।

"গ্রিফিথ্‌স্, তুমি মিস অ্যালডেনের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলে। তার চুল দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে?" ক্লাইড তার এটর্নির দিকে চায়। তারা ইতস্তত করে। ক্লাইড বলে—"মনে হচ্ছে তারই, আমি ঠিক জানি না,...বোধহয়..."

ম্যাসন গর্জন করে—"তারই চুল। এটা তোমার ক্যামেরার ভেতর থেকে পাওয়া গেছে। সেই ক্যামেরা, ভদ্রমহোদয়গণ, যার কথা প্রথমবার স্বীকার করে নি—আর তাতে লেগে থাকা এই চুল কী প্রমাণ করে—? প্রমাণ করে বাঁচানোর চেষ্টা তো করেই নি, বরং মেয়েটিকে জলে ফেলে দেওয়ার আগে এই ক্যামেরা দিয়ে সে আঘাত করেছিল।"

বেলকন্যাপ নিজের মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বলে—"একটা চুল থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।"

মেঘ গর্জনের মতো জনতার মধ্য থেকে গর্জন ধ্বনি উঠতে থাকে ওবেরওয়ালৎসার হাতুড়ি দিয়ে ডেস্কে আওয়াজ করেন।

ম্যাসন ক্লাইডের আরও কাছে আসে, আরও উজ্জীবিত—"তোমার কাছে কত টাকা ছিল?"

"আঠেরো ডলারের মতো।"

"তুমি ঠিক বলছো তোমার কাছে আর কোনো টাকা ছিল না? তুমি তো ওখান থেকে চলে যাওয়ার মতলব করেছিলে?"

"না।"

"তাহলে তোমাকে গ্রেপ্তার করার সময় তোমার কাছে একশ বারো ডলার পাওয়া গেল কিভাবে?"

কোর্টরুমের ভেতর সকলে নিস্তব্ধভাবে অপেক্ষা করে। বাইরে ঝড় ওঠার আওয়াজ শুধু শোনা যায়।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে ক্লাইড। "আমি ধার করেছিলাম, পরে।"

ম্যাসন ঃ "ধার করেছিলে? কার কাছে?"

আবার নিস্তব্ধ কোর্টরুমে বাইরের ঝড়ের শব্দ।

ক্লাইড ঃ "একজন বন্ধুর কাছ থেকে।"

ম্যাসন ঃ "তার নাম?"

ক্লাইড ঃ "আমি বলতে পারব না।"

ঝড়ের আর্তনাদের সঙ্গে জনতার ফিসফিস আওয়াজ শোনা যায়—"এতক্ষণে ধরেছে ব্যাটাকে—"

ম্যাসন ঃ "কার কাছ থেকে?"

জানলার ওপর ঝড়ের দাপট আছড়ে পড়ে। হঠাৎ ক্লাইড সাহস ফিরে পায়। সে মাথা উঁচু করে। তারপর চিৎকার করে ওঠে—"আমি বলব না।"

"হতভাগা তোর এত সাহস—" হাত তুলে ক্লাইডের দিকে এগিয়ে যায় ম্যাসন।

গণ্ডগোলে অনেকে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে।

ওবেরওয়ালৎসার হাতুড়ি ঠুকে আওয়াজ করেন।

ম্যাসন তার ক্রোধ সংবরণ করে। কাজের কথা বলার মতো ঠাণ্ডা গলায় বলে—"লেকে যে নৌকা নিয়েছিলে তার ভাড়া কত?"

ক্লাইড কি বলবে ঠিক বুঝতে পারে না—"আমি···আমি···"

"প্রসিকিউশান তোমার সমস্ত খরচের হিসাব জানে। তুমি বেশি খরচে নও···"

"হ্যাঁ, আমার মাইনে বেশি নয়···"

ম্যাসন ঃ "তাহলে বল—নৌকার ভাড়া কত ছিল?"

ক্লাইড মনে করার চেষ্টা করে—"মনে হয় পঁয়ত্রিশ সেণ্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—পঁয়ত্রিশ সেণ্ট।"

ম্যাসন রেলিঙের ওপর ঘুঁষি মারে—"মিথ্যা কথা। পঞ্চাশ সেণ্ট।' দর্শকের দিকে ফিরে বলে—"মিঃ মিসেল, উঠে দাঁড়ান।" দর্শকদের মধ্যে থেকে সেই মাঝিটি ওঠে যে তাদের নৌকা জলে ঠেলে দিয়েছিল।

ম্যানস—"তাছাড়া তুমি ভাড়ার কথা কিছু জিজ্ঞাসাই করনি।" জনতার গর্জন আবার ধ্বনিত হয়। "আর তুমি জিজ্ঞাসা করবেই বা কেন, তোমার তো পয়সা দেওয়ার কোনো মতলবই ছিল না।"

"আহ, আহ-হা"—দর্শকেরা ম্যাসনের উদ্দেশ্য বুঝে মন্তব্য করে ওঠে।

"তোমার মনের মধ্যে হত্যার পরিকল্পনা ছিল"—নাটকীয়ভাবে ম্যাসন শেষ করে। পেছনের দেক থেকে খসখসে গলায় চিৎকার শোনা যায়—"এই ব্যাটার শেষ কখন হবে।"

আরেকজন সরু গলায় বলে—"ফাঁসি দাও।"

ক্লাইডের শরীরে শক্তি শেষ হয়ে যায়। সে বসে পড়ে।

বিচারক ওবেরওয়ালৎসার হাতুড়ি ঠোকেন। ঠেলাঠেলি সামলাতে পুলিশ ছোটে। চিৎকার, হাতুড়ির শব্দ, কোলাহল, সব ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

একটা রেস্টুরেণ্টের ভেতরকার দৃশ্য ভেসে ওঠে। এক কোণে বিচারক ওবেরওয়ালৎসার ঘড়ি দেখেন। তিনি নিরামিষাশী, খেতে খেতে বাগানের পরিচর্যা সম্বন্ধে একটা বই পড়েন। আরেক কোণে বেলকন্যাপ আর জেফসন। আরেক দিকে সহকারীদের সঙ্গে ম্যাসন বসে।

ধোঁয়ায় ভর্তি একটা ঘরে বারোজন জুরি, চুপচাপ বসে বসে ঘামছে।

গরম স্যুপে চুমুক দিতে দিতে ম্যাসন খবরের কাগজ পড়ে। আগামী নির্বাচনের নানা খবর সহকারীরা তাকে দেখায়। তার বিরোধীরা বেকায়দায় পড়েছে, তার খবর। কাঁদো কাঁদো মুখওলা ডিটেকটিভটি বলে—"এখন রায় কী হবে তাতে বড় একটা কিছু যায় আসে না।"

ম্যাসন কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে—"ও কথা বলবেন না। ন্যায় বিচারের প্রয়োজন ভুলে যাবেন না—"

"ঠিক, ঠিক", আরেকজন বলে, "ভুলে যাবেন না আমাদের সামনে আর এটর্নি মিঃ ম্যাসন বসে নেই, আছে মিঃ জাস্টিস ম্যাসন।"

ধোঁয়া ভর্তি ঘরের মধ্যে—ফোস্টারল্যাণ্ড একজন সভ্যকে বলেন

"আমাদের সকলের মতের বিরুদ্ধে আপনি তবুও বলবেন সে নির্দোষ ?"

"হ্যাঁ।"

জুরির সভ্যরা নিজেদের মধ্যে কথা বলেন। তাদের বিরক্তি প্রকাশ পায়। একজন ফিসফিস করে বলে—"চেন না—হার্ডওয়্যারের ব্যবসায়ী—জেফসনের বন্ধু ?"

ল্যাণ্ড কেটে কেটে বলে "আপনি তাহলে নিশ্চিত। আপনি নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছেন, খদ্দেরদের ওপর আপনার এই মতের কি প্রভাব পড়বে।" ইঙ্গিত বুঝতে পেরে লোকটি ভয় পায়। বসে পড়ে। পেনসিল নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এগারো জোড়া চোখের সামনে লোকটি আস্তে আস্তে সম্মতিতে মাথা নাড়ে।

ইঁট, সিমেণ্ট আর প্লাসটারের যোগানদার লোকটি দরজার কাছে গিয়ে আওয়াজ করে তিনবার।

জুরিরা উঠে দাঁড়ায়, তাদের ভারি পা কাদা মাখা মেঝের ওপর দিয়ে এগিয়ে যায়—

ঐ তিনটে আওয়াজের প্রতিধ্বনি কোর্টরুমে গিয়ে পৌছয়। ছুটন্ত পা দেখা যায়। খবরের কাগজ একপাশে পড়ে থাকে। চেয়ার সরে যায়, মেঝেতে ন্যাপকিন পড়ে যায়।

কোর্টরুমের চেয়ার দ্রুত দখল করে দর্শকরা। পাণ্ডুর ক্লাইডকে তার এর্টনিরা ভরসা দেয়।

সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারের সঙ্গে বিচারক, ম্যাসন এবং অন্যরা ঢোকে।

কেরানি গম্ভীরভাবে পাশের দরজাটা খুলে দেয়। বারোজন ঢোকে। তারা ধীরভাবে মাথা নিচু করে আসে। বেলকন্যাপ তাদের দেখে জেফসনকে নিচুস্বরে বলে "...সব শেষ..."

বারোজন আসনে বসে, আবার উঠে দাঁড়ায়। জেফসন ক্লাইডকে বলে—"তোমার মুখে যেন দুশ্চিন্তার ছাপ না পড়ে...", তারপর বেলকন্যাপকে বলে, "কুড়ি বছর হতে পারে... ।"

"ভদ্রমহোদগণ, আপনারা বিচারে একমত হয়েছেন ?"

"হ্যাঁ মাননীয় বিচারপতি", জুরিদের মুখপাত্র বলেন, আসামীকে প্রথম শ্রেণীর খুনের অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেছি।"

ক্লাইড চেয়ারে ধপাস করে পড়ে যায়। তার কানে বাজতে থাকে এগারোটা কণ্ঠস্বর—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—" শুধু সেই হার্ডওয়্যারের ব্যবসায়ী বোধহয় অন্যস্বরে। তাড়াতাড়ি বলে—"হ্যাঁ—"

কোর্টরুমের ভেতর দর্শকের কোলাহল ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। রাস্তায় দাঁড়ানো জনতার চিৎকার বাড়তে থাকে। ম্যাসন বেরিয়ে আসে। জনতার গর্জন শোনা যায়—'হুররা ম্যাসন।" জনতার কাঁধে চেপে ম্যাসন এগিয়ে যেতে থাকে।

কোর্টরুমের ভেতর জনহীন। বাইরে থেকে জনতার চিৎকার শোনা যায়। ক্লাইড জেফসনকে একটা টেলিগ্রামের বয়ান বলে—"মা আমি দোষী প্রমাণিত হয়েছি। এসো। ক্লাইড।"

বাইরে জনতার নতুন উৎসাহে চিৎকার শোনা যায়—"হুররা—হুররা।"
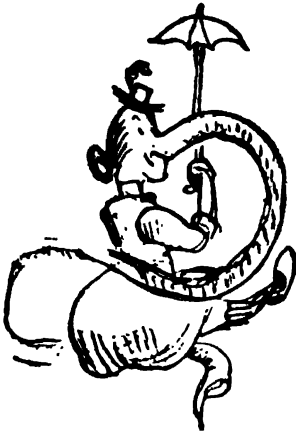
চতুর্দশ রিল

অন্ধকার স্টেশনে একটা ট্রেন এসে থামে। ক্লাইডের মা একা নামেন। হাঁটতে থাকেন জনহীন স্টেশন আর অন্ধকার নির্জন রাস্তা দিয়ে।

জেলখানার অন্ধকার বাড়ি। দরজার ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলে। মা ঢোকেন। চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে একটা কুঠুরি দেখা যায়। মিসেস গ্রিফিথ্‌স্‌ ছেলের মাথা দুহাতে ধরে বসে আছেন। ছোট ছেলের মত ক্লাইড মার কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে—"মা—আমি করিনি—মা আমি খুন করিনি···"

জেলখানার আবছায়া বাড়িটা অন্ধকারে মিশে যায়।

একটা ট্রেন এগিয়ে আসে। ট্রেনের আওয়াজ যেন মনে হয় বলছে মৃত্যু, মৃত্যু। একটা কামরার মধ্যে বসে আছে ক্লাইড. তার পাশে হাত-কড়ি ধরে থাকা রক্ষী।

একটা স্টেশনে ট্রেন থামে। ক্লাইড জানলা দিয়ে দেখে। একদল যুবক যুবতী জানলার কাছে ভিড় করে। ক্যামেরায় ছবি তোলে। ফুলের গুচ্ছ এগিয়ে দেয়। মেয়েরা তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে—"প্রেমের পরাজিত নায়ক, তাই না ?"

"গুড লাক গ্রিফিথ্‌স্‌, গুড লাক ক্লাইড— ।"

ক্লাইড তাদের দিকে তাকিয়ে ছোট ছেলের মত হাসে।

একজন চেঁচিয়ে ওঠে—"তোমার মা তোমায় সাহায্য করবেন—"

অফিস ঘরে বেলকন্যাপ বসে—জেফসন দাঁড়িয়ে। তাদের সামনে ক্লাইডের মা, নোংরা কাপড় পরা, কিন্তু তাঁর ব্যবহারের আন্তরিকতা সকলকে স্পর্শ করেছে। জেফসন তাঁকে বোঝাচ্ছে অ্যাপিল করার জন্য অনেক টাকার দরকার। তার কাকারা আর কোনরকম সাহায্য করবে না। মা তাদের কথা পুরোটা শোনেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—"ঈশ্বর আমাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না। আমি জানি, তিনি আমার কাছে সত্যস্বরূপ, আমি তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখব। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন—"

ভগবৎ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ বাণী শুনে—বিস্ময়ে এবং খানিকটা প্রশংসাও বটে—অবিশ্বাসী বেলকন্যাপ আর জেফসন একটু পিছিয়ে যায়। জেফসন মাথা চুলকে বেলকন্যাপকে বলে, "টাকা জোগাড় করার একমাত্র এটাই রাস্তা। এখনও উপায় আছে। ধর্মানুরাগী, ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। ওঁকে ওঁর ছেলের কথা বলে চাঁদা চাইতে বল—।" দৃশ্য মিলিয়ে যায়।

"আমার ছেলের অ্যাপিলের খরচার জন্য আমি টাকা সংগ্রহ করছি—", মা দুজন লোককে বলেন। তাঁরা একটা গীর্জার ছোট্ট ঘরের মধ্যে। "আপনাদের গীর্জায় আমি উপদেশ বাণী শোনাতে চাই।"

পাকা চুলওয়ালা একজন বলে, আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। আপনার ছেলে যদি খুন করে নাও থাকে তবুও তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধ রয়েছে। আমরা এ জিনিস বরদাস্ত করতে পারিনা।"

অন্য একটা গির্জার থেকে মা বিষন্নমুখে বেরিয়ে আসেন। ভেতরে দুজন বৃদ্ধা তাঁর কথা আলোচনা করে: "ওর উপদেশবাণী খুব সন্দেহজনক। ও তো কোন স্বীকৃত গির্জার আওতায় পড়ে না। ওর কথা না শুনে আমরা ঠিকই করেছি।"

"আমাকে ক্ষমা করুন বোন"—একজন বিশালদেহী নিগ্রো যাজক বলেন, "আমাদের গির্জার হল আপনাকে দেওয়া সম্ভব নয়। এটা শুধু কালো লোকেদের জন্য।"

অ্যাপল গাছে ফুল এসেছে। দেওয়াল বেয়ে আইভি লতার ঝাড় উঠেছে, লোহার বেড়াকে আঙুরলতা পাকিয়ে পাকিয়ে ধরে রেখেছে। কড়াইশুঁটির সাদা ফুল আর হলুদ ন্যাসট্যারশ্যাম জেলখানার জানলার কাছে ভিড় করে রয়েছে। সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্যে জেলখানার সাদা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে।

সবুজে ঘেরা জানলাটা। তার পেছনে ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে বসে আছে ক্লাইড। ডোরাকাটা বন্দীদের পোশাক তার পরনে, পিঠে নম্বর লেখা সাতশো বাহাত্তর। তার মাথা ন্যাড়া, গাল ঢুকে গেছে। সে শীতে কেঁপে ওঠে।

ক্লাইড জিজ্ঞাসা করে, "আমি কোথায় ?" পাশের কামরা থেকে কেউ বলে, "মৃত্যু গৃহে—হত্যাকারীদের সারিতে।"

ক্লাইড চোখ বোঁজে। অসহায়ভাবে পড়ে যায় পাটাতনের ওপর।

একটা বিজ্ঞাপন। নিরাবরণ রমণী দেহের ছবির পাশে লেখা "মজার প্রদর্শনী", তার ওপর কাপড়ের ফেস্টুন লাগানো হয় : "পুত্রের জন্য মায়ের আবেদন।" রাস্তার ছেলেরা লিফলেট বিলি করে। তাতে ছেলের জন্য ক্লাইডের মায়ের অনুরোধ ছাপানো।

গম্ভীর, সংবেদনশীল লোকজনের ভিড় থিয়েটার হাউসের নগ্ন নারীদেহের পোস্টারের পাশ দিয়ে যায়। চারিদিকে ছড়ানো নারী-দেহের বিচিত্র প্লাস্টারের মূর্তির মাঝখানে, মা কালো পোশাক করে গভীর আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলেন।

মা বলেন তাঁর বিশ্বাসের কথা, তাঁর দুঃখের কথা। বলেন তাঁর ছেলের কথা—যেভাবে শুধু কোনো মা-ই বলতে পারে। তাঁর সহজ সরল আন্তরিকতা সকলকে স্পর্শ করে। মঞ্চের পেছনে, চকচকে পোশাক আর পালকের সাজ পরে যে মেয়েরা মহলার জন্য অপেক্ষা করছে তারা কাঁদে। ইলেকট্রিশিয়ান তার বোর্ডের সামনে বসে গভীর ভাবে মা-র কথা শোনে। চাঁদা তোলার জন্য একটা থালা সকলের সামনে ঘোরে।

রিহার্সালে দেরি করে ঢোকে একটা ছলবলে মেয়ে, বলে ওঠে—"কি ব্যাপার, এটা কি গির্জা নাকি ?"

"এ্যাই চুপ কর"—অন্য মেয়েরা চোখ নাক মুছতে মুছতে তাকে থামিয়ে দেয়।

ক্লাইডের মা থিয়েটারের মেয়েদের সামনে টাকার থলি নিয়ে এগিয়ে আসেন। দুটি মেয়ে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে টাকা দিতে চায়।

মা মৃদু হাসেন। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। রিহার্সালের হালকা বাজনা আর কর্কশগান কিছুই তাঁর কানে পৌঁছয় না।

"ক্লাইড"—অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। ক্লাইড তার কুঠুরির মধ্যে লাফ দিয়ে ওঠে। অন্ধকার কণ্ঠস্বর বলে—"তোমার একটা চিঠি।" হাত এগিয়ে আসে তাকে একটা খাম দেয়।

ক্লাইড কাগজের ভাঁজ খোলে। টাইপ করা চিঠি :

'ক্লাইড, যে তোমার একসময় খুব প্রিয় ছিল, সে তোমাকে আজও ভুলে যায় নি। সেও তোমার সঙ্গে সমান যন্ত্রণা পাচ্ছে। সোনড্রা।'

ক্লাইড চিঠিটা ঠোঁটে চেপে ধরে। তারপর জানলার কাছে যায়। বাইরে ঝকঝকে রোদ। বহুদিন আগে যে কথা বলেছিল সে কথা আবার বলে—"জীবন কি সুন্দর!"

"ক্লাইড, বাবা আমার, ক্লাইড"—মার গলা শুনে তাকিয়ে দেখে মা আসছে তার কাছে। মা উদ্বেগ চেপে রেখে বলেন. "খোকা, রাজ্যপাল আমাদের দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন। তাছাড়া কিছু টাকারও জোগাড় হয়েছে। বেশি নয়—"ক্লাইড ছোট ছেলের মতো মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। "সব ঠিক হয়ে যাবে ক্লাইড"—মাথায় হাত বুলিয়ে দেন মা : "সব আবার ঠিক হয়ে যাবে, তুই তো কিছু করিসনি—"

'না মা, আমি করি নি—" মায়ের বিশ্বাস. ভালোবাসা ক্লাইডের মনে আস্থা এনে দেয়। সে শিশুর মতো হয়ে ওঠে।

"তুই পাপ করিসনি। ঈশ্বর তোকে রক্ষা করবেন—" মা ভরসা দেন, "আমার ছেলে এই অন্যায় কক্ষনো করতে পারে না।" ক্লাইড মার আরও কাছে আসে। তার এতদিনের ভয়, উদ্বেগ সব শান্ত হয়ে আসে। মায়ের আশ্বাসপূর্ণ হাত তাকে আদর করতে থাকে।

"মা, আমি ভেবেছিলাম, খুন করার কথা ভেবেছিলাম।" মার হাত বুলোনা থেমে যায়। আঙুলগুলো শক্ত হয়ে আসে। কাঠের মত শক্ত হাতে ক্লাইড গাল ঘষতে থাকে—'কিন্তু মা বিশ্বাস করো আমি একাজ করি নি।"

দরজা খুলে যায়, জেফসন তাড়া দেয়—"আর দেরি করা যায় না। আসুন মিসেস গ্রিফিথ্স্, রাজ্যপালের কাছে যেতে দেরি হয়ে যাবে।"

মা ওঠেন। ক্লাইডকে জড়িয়ে ধরেন, চুমু খান। একটু অন্যমনস্ক-ভাবে জেফসনের সঙ্গে কুঠুরি থেকে বেরিয়ে যান। ক্লাইড পেছন থেকে বলে—"গুড লাক মা, গুড লাক।" সে আবার জানলার কাছে যায়। তার হাতে সোনড্রার চিঠি, চোখে আনন্দাশ্রু।

রাজ্যপালের প্রাসাদ।

বিশাল স্টাডি। বিরাট ডেস্কের সামনে রাজ্যপাল দাঁড়িয়ে। সমবেদনার চোখে তাকিয়ে আছেন মার দিকে। শান্ত গলায় বলেন, "মিসেস গ্রিফিথ্স্, আপনি কি মর্মে মর্মে বিশ্বাস করেন আপনার ছেলে নির্দোষ?"

মা হ্যাঁ বলার জন্য তার দিকে ঘোরেন, কিন্তু "আমার ছেলে—" বলেই থেমে যান।

তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়, কানে বাজতে থাকে—"আমি খুন করার কথা ভেবেছিলাম মা—"

মায়ের চোখ বন্ধ হয়ে যায়, হাতদুটো পাশে ঝুলে পড়ে। সারা ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে।

তীব্র ঘণ্টাধ্বনি হয়। মা চমকে চোখ খুলে তাকান। রাজ্যপাল ঘণ্টার ওপর থেকে হাত সরান। তাঁকে এখন গম্ভীর, দায়িত্বপূর্ণ আর দুরভিগম্য মনে হয়।

"আমায় ক্ষমা করবেন", তিনি বলতে থাকেন, "এই মোকদ্দমা নতুন করে আবার শুরু করার মতো কোনো যুক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না ভগবান আপনাকে সাহায্য করবেন। মা আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

দরজা খুলে যায়। মা যন্ত্রবৎ বেরিয়ে আসেন। কিন্তু যেই দরজা তাঁর পেছনে বন্ধ হয় তিনি যেন নিজেতে ফিরে আসেন। চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন—"আমার ছেলে নির্দোষ।"

কিন্তু দরজা আর খোলে না।

অন্ধকারের মধ্যে লোহার খড়খড়ি খোলে। জেলখানার ছোট কুঠুরির জানলাটা দেখা যায়। মেঝের ওপর পেতলের ঝকঝকে পিকদানি। একটা নরম ঝাঁটা অতি যত্নে সবকিছু পরিষ্কার করে। একটা চেয়ারের পায়ার মাঝখানে ঝাঁটা বোলানো হয়, আর—

পায়ার ওপর দুটো চামড়ার ফিতে ঝোলে, তাদের গায়ে ভারি বকলস। মেঝের ওপর চেয়ারের ছায়া। ভারি লোহার দরজা, দরজার পেছন থেকে গানের সুর শোনা যায়। ক্লাইড মায়ের সঙ্গে উপাসনা গান করছে। ছোট কুঠুরির মধ্যে কালো পোশাক পরে ক্লাইড। ঈশ্বরবিশ্বাসী মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে গান গায়। হঠাৎ গান থামিয়ে দিয়ে ক্লাইড মায়ের হাঁটু জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে--

"বাঁচতে চাই
আমি বাঁচতে চাই—"

জানলা দিয়ে বাইরের রৌদ্রালোকিত চত্বর দেখা যায়। চতুর্দিকে সবুজ আর ফুলের সমারোহ। শোনা যায় ক্লাইডের কান্না—"আমি বাঁচতে চাই--"

জানলা দিয়ে ছোট্ট ঘরটা দেখা যায়। মা প্রার্থনা করছেন। একা। হাঁটু ভেঙে বসে গান গাইছেন মৃদুস্বরে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

ভারি লোহার দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

বসন্তের বাতাস আর বিশাল মাঠের পটভূমিতে জেলখানার

শিকের দরজা বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে যায় আর ভেতরের ভারি লোহার পাল্লা যায় ডানদিক থেকে বাঁদিকে।

জানলার খড়খড়িগুলো নিচে নামতে থাকে, নামতেই থাকে। বাইরের দৃশ্য, আলো, আকাশ, জীবন সমস্ত বন্ধ হয়ে যায়।

ঘাসের ওপর ফড়িংয়ের গুঞ্জন থেমে যায়। পাখির কাকলি স্তব্ধ হয়ে আসে। মানুষের কণ্ঠস্বর চুপ করে যায়। শেষ শব্দটি মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খড়খড়ি সম্পূর্ণ নেমে আসে।

শাদা দেওয়ালের ওপর জেলখানার কালো শিকগুলো আর দেখা যায় না। সমস্ত অন্ধকার।

নিঃশব্দ।

একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হয়। বিদ্যুৎ তরঙ্গ ঝলসে ওঠে।

আবার নৈঃশব্দ্য। আবার অন্ধকার।

শান্ত হাওয়ায়ঃ আকাশে ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাক খেয়ে উঠতে থাকে।

একটা চিমনি। একটা ছাদ। ধীরে ধীরে নিচের সমস্ত কিছু দেখা যায়। জানলা, বারান্দা, একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। যত নিচের দিকে নামতে থাকে তত শোনা যায় একটা ছোট দল উপাসনা গান গাইছে।

মিশনের সামনে একটা নোংরা গলি, সামান্য কয়েকজন কৌতূহলী লোকের সমাবেশ। ছবির প্রথম দৃশ্যের মতো কয়েকজন ধর্ম প্রচারক রাস্তায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে। মার সমস্ত চুল শাদা হয়ে গেছে। বাবা অসুস্থ বৃদ্ধ। আর এসটা, শীর্ণা রমণী। ক্লাইডের মতো মতো ছোট্ট একটা সাত বছরের ছেলে। এসটার ছেলে।

মিশনের ওপর লেখা দেখা যায়—"কতদিন তুমি মাকে চিঠি লেখনি?" পলিতকেশ মা গান করেন—"প্রত্যেকেই সুখী।" হারমোনিয়ামে সমবেদনার সুর বাজে—প্রত্যেকেই সুখী। দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে গান মিলিয়ে যায়।

উপসংহার

১৯৩২ সালে মস্কোর Proletarskoye Kino পত্রিকায় আইজেনস্টাইনের প্রবন্ধ Odolzhartes (অা কোর্স ইন ট্রিটমেন্ট) প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের শেষাংশে অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে তিনি কিছু মতামত ব্যক্ত করেন। মূল চিত্রনাট্যের সঙ্গে আইজেনস্টাইনের নিজস্ব ব্যাখ্যা সংযোজিত হলে, এই ঐতিহাসিক শিল্পীর যুক্তিনির্ভর চিন্তার খানিকটা আভাস পাওয়া যেতে পারে—এই কারণেই নীচের অংশ চিত্রনাট্যের সঙ্গে সংযোজন করা হল।

আদর্শ এবং কল্পনার ধারণা, চলচ্চিত্রের প্রতি একজনের আন্তরিক অভিগমনকে কিভাবে প্রভাবিত করে, আমার নিজের কাজে তার কিছু পরিচয় আছে। যে কাজটির এখানে উল্লেখ করছি সেটি আমাকে করতে হয় খানিকটা অন্যরকম সামাজিক পরিস্থিতিতে। পটভূমি হলিউড—প্যারামাউণ্ট পিকচার্স ইনকরপোরেটেড-এর সাহায্যে। কাজটি ছিল একটি অত্যন্ত উঁচুমানের কাহিনী থেকে চলচ্চিত্রোপযোগী চিত্রনাট্য তৈরি করা।

আদর্শগত দিক থেকে ত্রুটিহীন না হলেও থিয়ডর ড্রেইজার-এর অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজিডি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির সঙ্গে এক পংক্তিতে উচ্চারিত হবার মত, স্থানকাল অনুযায়ী সমস্ত যোগ্যতাই এই উপন্যাসের ছিল। এই বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার শুরু থেকেই দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির নিষ্পত্তিহীন সংঘর্ষ লেগেই ছিল, যার একদিকে ছিলাম আমরা, আরেকদিকে ছিল সদর দপ্তর। চিত্রনাট্যটির প্রথম খসড়া জমা দেওয়ার থেকেই এই বিরোধ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"আপনার চিত্রনাট্যে ক্লাইড গ্রিফিথস্ দোষী না নির্দোষ"—প্যারামাউন্টের প্রধান বি পি শুলবার্গ-এর এই ছিল প্রথম প্রশ্ন।

"নির্দোষ"—এই হল আমাদের উত্তর।

"মার্কিন সমাজকে আপনি তাহলে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন।"

আমরা তাঁকে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম—ক্লাইড যে অপরাধ করেছিল সেটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের একটা যোগফল, প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের প্রতিটি পর্যায়ে তার চরিত্রের ওপর এই সমাজের প্রভাব ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে। আমাদের কাছে এই কাজের পেছনে প্রধান আগ্রহই ছিল এই সম্পর্কের অস্তিত্ব প্রমাণ করা।

"আমরা একটা সোজাসুজি, ঠাসবুনোটের গল্প চাই যেখানে কে খুন করেছে তা পরিষ্কারভাবে বলা থাকবে—"

"আর নায়ক নায়িকার প্রেমের ব্যাপারটা…" পাশ থেকে একজন কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করল।

কর্মকর্তাদের এইরকম সম্পূর্ণ বিপরীত দুই বক্তব্যে আমরা অবাক হলাম না।

হাডসন নদীর মত ড্রেইজারের উপন্যাসও বিশাল, কূলহীন, জীবনের মত তার ব্যাপ্তি। তার নানারকমের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ সম্ভব, জীবনের বাস্তব ঘটনার মত এই উপন্যাসেও শতকরা নিরানব্বই ভাগ ঘটনা কথন, বাকি একভাগ মাত্র সেই বাস্তবতার মূল্যায়নের ভঙ্গি। মহাকাব্যোপম এই সৃজিত সত্য—এক বিয়োগান্ত ঘটনায় সাজিয়ে তোলা বিশেষ উদ্দেশ্য এবং বিশ্বব্যাপী ঐক্যের প্রকাশ ছাড়া চিন্তা করা যায় না।

স্টুডিওর কর্মকর্তারা—দোষী, নির্দোষ বিবেচনায় একেবারে ভিন্ন মানদণ্ডের পরিচয় পেয়ে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন। নায়ককে যদি দোষী দেখান হয় তাহলে তা দর্শকদের অনাকর্ষণীয় হবে। তাহলে বক্স অফিস কি বলবে। আর যদি সে নির্দোষ হয়…? এই মারাত্মক প্রশ্নের কোনো সরাসরি মীমাংসা না হওয়ার জন্যই, অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজিডির চিত্রস্বত্ব কেনার পরও প্যারামাউন্ট মোট পাঁচ বছর ফেলে রেখেছিল।

এই গল্পটা নিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছিল, চলচ্চিত্রের সমস্ত পূজনীয় ব্যক্তি যেমন ডেভিড ওয়ারক্, গ্রিফিথ, লুবিৎস এবং আরো অনেকে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ঐ চেষ্টা পর্যন্তই। প্যারা-মাউন্টের কর্মকর্তারা তাদের স্বভাবসিদ্ধ সাবধানী বুদ্ধি থেকে—মতা-মতের দায়িত্বটা পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছিল, আমরা

আমাদের মত করে আগে চিত্রনাট্য শেষ করি, তারপর তারা বিবেচনা করবে।

আমার আগের বক্তব্য থেকে নিশ্চয়ই এটা বোঝা যাবে যে, এই গল্পটি নিয়ে সিদ্ধান্তে না আসার কারণটা অন্যান্য বারের মতো নয়, আমাদের চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সমস্যাটা আরও গভীরে প্রোথিত মূলত এবং সম্পূর্ণত সামাজিক লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল।

কিভাবে একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাস, সমস্ত টুকরো টুকরো অংশগুলিকে একটা চেহারা এনে দেয় এবং সেই বিশ্বাস থেকে সমস্ত রকমের সমস্যাগুলিরও একটা সমাধান সূত্র এসে যেতে পারে, তার মানসিক গভীরতার পর্যায় তৈরি হয়, তার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা বাহ্যিক গঠন তৈরি হয়—এবং সমস্ত কিছু মিলিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তা গতিসম্পন্ন হয়ে ঐ নির্দিষ্ট বিশ্বাস থেকে চলচ্চিত্রের একটা নতুন সংজ্ঞার পরিচয় এবং গঠন শৃঙ্খলার আভাস এনে দিতে পারে—এখন এই সব খতিয়ে দেখলে কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে।

উপন্যাসটির সমস্ত পরিস্থিতি এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়. ড্রেইজার যা নিয়ে মোটা মোটা দুটো বই লিখেছেন, পাঁচ লাইনে তা বলে দেওয়া যাবে না। বাইরের গল্পটির মধ্য থেকে ট্রাজিডির প্রধান বাহ্যিক ঘটনাটা শুধু আমরা আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে খুনের ঘটনাটা, যদিও ট্রাজিডির মূল কারণ আসলে এই হত্যার ঘটনার মধ্যেও নেই, আছে ক্লাইড যে দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে চলেছে তার মধ্যে, যেখানে সামাজিক কাঠামো তাকে খুনী তৈরি করে তুলেছে। আমাদের চিত্রনাট্যে আমরা এই মূল কারণকে, প্রাধান্য দিয়েছি।

ক্লাইড গ্রিফিথ্‌স্ কারখানার একটি যুবতী মেয়েকে প্রলুব্ধ করে তাকে ভোগ করে এবং শেষে বেআইনী গর্ভপাতের ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হয়। এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে ক্লাইড মেয়েটিকে বিয়ে করতে বাধ্য। কিন্তু তার সমস্ত ভবিষ্যতের উচ্চাশা এই বিয়েতে ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে, তাকে যে বড়লোকের মেয়েটি ভালোবাসে তার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।

ক্লাইডের দ্বন্দ্ব—হয় তাকে সমস্ত ভবিষ্যৎ উচ্চাশা, সামাজিক প্রতিষ্ঠার চিন্তা ত্যাগ করতে হবে, নয়তো মেয়েটির কাছ থেকে মুক্তি

পেতে হবে। অ্যামেরিকান সমাজের সঙ্গে মেলামেশায় ইতিমধ্যেই ক্লাইডের মানসিকতা একভাবে তৈরি হয়ে গেছে, কাজেই একটা দীর্ঘ মানসিক অস্থিরতার শেষে (যে অস্থিরতা তার নীতিবোধ থেকে নয় বরং তার নিজের চরিত্রহীনতাজনিত স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্য) সে দ্বিতীয় রাস্তাটাই বেছে নেয়।

ক্লাইড মেয়েটিকে হত্যা করার বিস্তৃত পরিকল্পনা করে। জলের মধ্যে একটা নৌকো উলটে দিতে হবে যাতে মনে হয় ব্যাপারটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। অনভিজ্ঞ অপরাধীর মত সে সমস্ত পরিকল্পনাটা বারবার নানাভাবে ভাবতে থাকে, যার জন্য শেষমেশ তাকে নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ রেখে যেতে হয়।

সে মেয়েটিকে নিয়ে নৌকায় চড়ে। এইখানে শুরু হয় তার মনের মধ্যে মেয়েটির জন্য করুণা এবং বিরূপতা, তার দোলায়মান চরিত্রহীনতা এবং ভবিষ্যৎ বস্তুসুখ আহরণের লোভের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। মানসিক বিশৃঙ্খলতার এইরকম অর্ধসচেতন, অর্ধঅচেতন অবস্থার মধ্যে নৌকাটি উলটে গেলে, মেয়েটি জলে ডুবে যায়।

মেয়েটিকে ফেলে রেখে ক্লাইড সাঁতরে পালায়—ঠিক যেরকম সে আগে ভেবে রেখেছিল এবং নিজেকে মুক্ত করার জন্য যে জাল সে বুনে রেখেছিল তাতেই জড়িয়ে পড়ে। নৌকোর দৃশ্য কোনো আলাদা প্রভাব সৃষ্টি করার জন্যে নয়, এইরকম ঘটনা যেভাবে হয় সেভাবেই দেখানো। এটা পুরোপুরি বোঝানোও হয় না বা পরিষ্কার-ভাবে দেখানোও হয় না। ড্রেইজার ঘটনাটা এমন নিরাসক্তভাবে হাজির করেন যাতে এর পরবর্তী ঘটনাগুলো অত্যন্ত সাদামাটাভাবে ঘটতে থাকে, গল্পের তৈরি করা রাস্তা ধরে নয় বরং বলা যায় খানিকটা আইনমাফিকভাবে।

অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার সময় ক্লাইডকে আপাত নির্দোষ বা বস্তুত নির্দোষ প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা আমাদের ছিল না, আর শুধুমাত্র এইভাবেই আমরা একটা সামাজিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারতাম যেখানে একটা অস্থিরচরিত্র যুবককে এই ঘটনার মধ্যে টেনে এনে ন্যায়বিচার এবং নীতিবোধের দোহাই দিয়ে তাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসায়।

ন্যায়নীতি, বিচার, ধর্ম এবং সম্মান—মার্কিন সমাজবোধের একেবারে গোড়ার কথা। এইসবের ওপর নির্ভর করে বিচারালয়-গুলিতে আইনজীবীদের অন্তহীন খেলা চলে, খেলা চলে

বিচারব্যবস্থা আর শাসন ব্যবস্থার মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা নির্যাস নিয়ে মূল কাহিনীর বাইরে সূক্ষ্মভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্লাইডের শাস্তি যদিও তার প্রেমের খেলার জন্য (যেটা আসলে অন্য ব্যাপার নয়), তার নিরপরাধ-এর আপাত প্রমাণ সত্ত্বেও, মাঁকিন দেশে তাকে আইনত অপরাধী বলে মনে করা হোত।

এই যুক্তি থেকেই নৌকার দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখানো হয়নি, যাতে ক্লাইডের নির্দোষ চেহারা পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়। কোনোভাবে তার অপরাধকেও ঢাকাও হয় নি, আবার অপরাধের কারণগুলো অস্বীকার করা হয়নি।

আমরা এইরকমভাবে দৃশ্যটা দেখাতে চেয়েছিলাম : ক্লাইড খুন করতে চায় কিন্তু করতে পারে না। যে মুহূর্তে তার মনস্থির করা দরকার সেই মুহূর্তেই সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার জন্য।

তার এই মানসিক পরাজয়ের পূর্বমুহূর্তে তার আচরণ রোবের্টাকে এমন সন্দিহান করে তোলে যে, সবকিছু মিটিয়ে ফেলার জন্য ক্লাইড যখন তার দিকে এগোয়, রোবের্টা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। নৌকা দুলে ওঠে। রোবের্টাকে সাহায্য করার জন্য ক্লাইড এগিয়ে গেলে তার হাতের ক্যামেরাটা হঠাৎ দুলে উঠে রোবের্টার মুখে আঘাত করে। ভয়ে রোবের্টার বুদ্ধি লোপ হয়ে যায়, নৌকার দুলুনিতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে জলে পড়ে যায়, নৌকাও উল্টে যায়।

ব্যাপারটাকে আরও জোরালো করার জন্য আমরা দেখাই— রোবের্টার মাথা জলের ওপর ভেসে উঠল, বারবার। ক্লাইড তার দিকে সাঁতার দিয়ে এগিয়েও গেল। ক্লাইডের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু অপরাধের চাকা ততক্ষণে চালু হয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত না গিয়ে সে থামবে না। রোবের্টা ক্ষীণ চীৎকার করে ওঠে, ক্লাইডকে দেখে পালাতে চায়, আর শেষ পর্যন্ত সাঁতার কাটতে না পেরে ডুবে যায়।

ক্লাইড দক্ষ সাঁতারু, সে পাড়ে উঠে পড়ে। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করে, তারপর তার আগের পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে শুরু করে অথচ নৌকোয় সে ঐ পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিল।

এই আঙ্গিকে ঘটনাটিকে যে মানসিক এবং গভীর বিয়োগান্তক পর্যায়ে নিয়ে যায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রায় গ্রীক ট্র্যাজিডির মতো, দুর্ভাগ্যের দেবী, একবার কারো ঘাড়ে চাপলে তাকে রেহাই দেবে না। ট্র্যাজিডির শিখরে—চরম শাস্তির মত 'দুর্ঘটনা' যখন একবার ঘটে গেছে তখন সে তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবেই—জীবন নিষ্ঠুর গতিতে যত ভয়াবহতার মধ্যে তা শেষ হোক না কেন।

এইরকম এক মহাজাগতিক অন্ধ শক্তি মানুষকে পিষে মারছে পারিপার্শ্বিক গতির নিজস্ব নিয়মেই, যার সামনে মানুষ অসহায়, শক্তিহীন।

পৌরাণিক ট্র্যাজিডির এই প্রাথমিক শর্ত আমাদের কাছে রয়েছে। প্রকৃতির শক্তির ওপর মানুষের পরোক্ষ নির্ভরতার ইঙ্গিত এর মধ্যে রয়েছে। এঙ্গেলস ক্যাখভিন অন্য একসময়ে যা লিখেছিলেন তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। পূর্ব-নির্ধারিত ভাগ্যের ধারণা আসলে একধরনের অবস্থার ধার্মিক প্রতিবেদন, যার অস্তিত্ব বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার জগতেও সুস্পষ্টাকারের উন্নতি বা অকৃতকার্যতা তার প্রচেষ্টা যে বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে এমন সমস্ত পারিপার্শ্বিকের ওপর যাতে তার কোনোরকম হাত নেই। ব্যক্তিটি এখানে কিছু করে না বা চালায় না—সমস্ত কিছু নির্ভর করে মহাশক্তিধর অজানা এক অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর।

আদিম এই মহাজাগতিক ভাগ্যনিয়ন্তার ধারণা থেকে যদি আজকের দিনের কোনো দুর্ঘটনাকে দেখা হয়—চরম শাস্তিমূলক ট্র্যাজিডির নাটকীয়তা তাহলে উদ্বেল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। তবে আমাদের চিত্রনাট্যে আমরা শুধু এটুকুই দেখাতে চাইনি, ভবিষ্যতে সমস্ত কর্মপন্থার প্রতি তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত এর গঠনকে আরও অর্থবহ করে তুলেছিল।

ড্রেইজারের উপন্যাসে ছিল- পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য, ক্লাইডের ধনী কাকা তার মামলা চালানোর জন্য ব্যবস্থা করেছিল। আসামীর উকিলদের কিন্তু কোন সন্দেহ ছিল না যে একটা অপরাধ ঘটেছে। তবুও তারা মামলা লড়ার জন্য একটা যুক্তি খাড়া করেছিল যে, শেষমুহূর্তে রোবের্টার প্রতি ভালোবাসা এবং করুণা থেকে ক্লাইডের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছিল। হঠাৎ ভেবে ঠিক করে ফেলা এই যুক্তি বেশ ভালোই বলতে হবে।

কিন্তু ব্যাপারটা আরও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় যখন সত্যি সত্যিই এধরনের একটা পরিবর্তন ক্লাইডের হয়েছিল, অন্য কতকগুলি কারণের জন্য। সে সত্যিসত্যিই কোন হত্যা করেনি। আর তার পক্ষের উকিলরা স্থির নিশ্চিত ছিল যে কে হত্যাকারী। একটা নির্মম মিথ্যা যা সত্যের এত কাছাকাছি হয়েও বহুদূরে—তাই দিয়ে তারা ক্লাইডের অপরাধকে ঢাকার চেষ্টা করছিল। সমস্ত ব্যাপারটা আরও নির্মম হয়ে দাঁড়াল যখন আমাদের চিত্রনাট্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে. চালু স্থিতাবস্থাকে অস্বস্তিকরভাবে এনে ফেলল। ড্রেইজারের মূল উপন্যাসে যেখানে প্রায় নিরাসক্তভাবে বিচারের ঘটনা দেখানো হয়েছে, আমরা তার থেকে অন্যভাবে ব্যাপারটা ভাবলাম। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায় পুরোটাই রোবের্টাকে খুন করার অপরাধে ক্লাইডের বিচার—তার কারাবাস এবং ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে।

আসলে ক্লাইড উপলক্ষমাত্র। তার ভালোমন্দের সঙ্গে এর কোন যোগই নেই। বিচারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের চাষী সম্প্রদায়ের সামনে (রোবের্টা একজন চাষীর মেয়ে ছিল) ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী ম্যাসন তার ভাবমূর্তি এমনভাবে জনপ্রিয় করে তুলতে চাইছিল যাতে আগামী নির্বাচনে সে বিচারক হিসাবে নির্বাচিত হতে পারে।

আসামীপক্ষের উকিলরা মোকদ্দমা এমনভাবে নিয়েছেন, যেখানে জেতার কোন আশা তারা রাখে না (যদি দশ বছরের সংশোধনমূলক দণ্ড হয় তাহলেই অনেক)। তারাও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে ম্যাসনের বিরোধিতা করছিল। এপক্ষের যেমন ওপক্ষেরও তেমনি, ক্লাইড আসলে ছিল দুই যুযুধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের চালের ঘুঁটি।

ক্লাইড ইতিমধ্যেই "অন্ধ" মইরা-র হাতের খেলনা, গ্রীক ট্র্যাজিডির মত ভাগ্যের ক্রীড়নক। বুর্জোয়া বিচার ব্যবস্থার অন্ধ যান্ত্রিকতা তাকে নিয়ে লোফালুফি করছে, যে ব্যবস্থা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এইভাবে ক্লাইড গ্রিফিথস-এর ব্যক্তিগত ট্র্যাজিডি সম্প্রসারিত হতে হতে সাধারণভাবে অ্যামেরিকান ট্র্যাজিডির রূপ নেয়, যা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে কোন অ্যামেরিকান তরুণের ট্র্যাজিডি।

চিত্রনাট্যে বিচারের ঘটনা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাটা প্রায় পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়, সে জায়গায় দেখাই প্রাক্‌নির্বাচনী দরাদরি। বিচারালয়ের গাম্ভীর্য ভেদ করে মাঝে মাঝে সেই দৃশ্য দেখা

যায়। বিচারালয়টা সেখানে নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসাবে আসে।

হত্যার ঘটনাটা আরও একটা গভীর ট্র্যাজিডির সাক্ষ্য নিয়ে আসে। সংঘাতের মধ্যে আরেক জনের বিশ্বাসকে তীক্ষ্ণ চেহারা দেয়, তিনি হচ্ছেন মা। ক্লাইডের মা একটা ছোট উপাসনা গৃহ চালান, তিনি গোঁড়া, ধর্মবিশ্বাসে অন্ধ। নিজের বিশ্বাসে তিনি এতই স্থিরনিশ্চিত যে তাঁর আবির্ভাবটাই মানুষের মনে একটা সম্মানবোধ এনে দেয়। তাঁকে অতিমানবীয় মনে হয়, তাঁর পেছনে শহীদের জ্যোতির্বলয় অনেকে দেখতে পান।

যদিও এটা ঘটনা যে. মার্কিন সমাজভুক্ত ক্লাইডের অপরাধের প্রথম প্রকাশ তাঁর মাধ্যমেই: তাঁর শিক্ষা এবং বিশ্বাস, স্বর্গবাসের আকাঙ্ক্ষা ক্লাইডকে কোন কাজ করতে না শিখিয়ে, ট্র্যাজিডির প্রথম সোপান তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

ড্রেইজার দেখান মা ছেলের অপরাধহীনতা প্রমাণের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, ছেলের কাছাকাছি থাকার জন্য একটা খবরের কাগজের সাংবাদিকতার কাজ করছেন, সারা আমেরিকা ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করছেন. যাতে ছেলের মামলার খরচ চালানো যায়। ছেলের জন্য তার স্বার্থত্যাগ তাঁকে মহান নায়িকার পর্যায়ে নিয়ে যায়। তাঁর এই মহত্ত্ব মায়ের আদর্শ এবং ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মমতার সঞ্চার করে।

আমাদের চিত্রনাট্যে, কারাগারের মৃত্যুকুঠুরিতে বন্দী ক্লাইড মার কাছে স্বীকার করে সে রোবের্টাকে কার্যত খুন করে নি—কিন্তু মনে মনে করতে চেয়েছিল (উপন্যাসে এই স্বীকারোক্তি করা হয় রেভারেণ্ড ম্যাক্‌মিলান-এর কাছে)।

মা—যাঁর কাছে মুখের কথা আর কাজের মধ্যে পার্থক্য নেই, পাপের চিন্তাই যাঁর কাছে পাপাচার, এই স্বীকারোক্তি শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। গর্কীর উপন্যাসে মায়ের মহত্ত্বের একেবারে বিপ্রতীপ অবস্থানে থেকেও এই মা তাঁর ছেলের ধ্বংস ডেকে আনেন। ছেলের জীবনভিক্ষার দরখাস্ত নিয়ে তিনি যখন রাজ্যপালের কাছে যান তখন রাজ্যপালের সরাসরি প্রশ্ন তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে, "আপনি কি নিজে বিশ্বাস করেন আপনার ছেলে নির্দোষ?" তাঁর উত্তরের ওপর নির্ভর করে ক্লাইডের জীবন, কিন্তু তিনি নিরুত্তর বসে থাকেন। খৃস্টান ধর্মের কুযুক্তি—চিন্তা এবং কর্মের একত্ব, আদর্শগতভাবে এবং প্রয়োগগতভাবে প্রচার করে। দ্বান্দ্বিক মতের

ব্যঙ্গাত্মক এই ধারণা—ট্র্যাজিডির শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। তাঁর দরখাস্ত না-মঞ্জুর হয়। আবেদনকারীর গোঁড়ামি, তার ঐ এক মুহূর্তের নীরবতাকে মুছে দিতে পারে না, তিনি যেন নিজের হাতে তাঁর ছেলেকে, মুখব্যাদান করে থাকা মোকি দেবতার দশম পংক্তির মধ্যে ঠেলে দিয়ে এসেছেন।

শেষ দৃশ্যের বেদনা যত তীব্র হয়ে ওঠে, যে মতবাদ এই দুঃখের জন্মদাতা তার ওপর কশাঘাত তত নির্মম হয়ে ওঠে।

আমার ধারণায়, এই চিত্রনাট্যে আমরা মায়ের অতিমানবীয় মহান মুখোশগুলির কয়েকটা ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছি, যদিও সবকটা পারিনি।

আর ড্রেইজারই ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর নিজের কাজের এহেন পরিবর্তিত রূপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

আমাদের চিত্রনাট্যে উপন্যাসের মূল ট্র্যাজিডির ইঙ্গিত শেষ দৃশ্যের অনেক আগেই এসে গেছে। শেষ দৃশ্যের সেই মৃত্যুকুঠুরি, ইলেকট্রিক চেয়ারের কাছে চকচকে ধাতুর পিকদানি এ সব এক বিশেষ ট্র্যাজিডির সমাপ্তির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ট্র্যাজিডি ইউনাইটেড স্টেট্‌সে প্রতিটি ঘণ্টা প্রতিটি মিনিটে ঘটে চলেছে, উপন্যাসের দুই মলাটের বাইরে।

সমাজের এই ধরনের শুষ্ক, কদাকার চেহারা দেখাতে, তীক্ষ্ণ ঘটনা এবং চরিত্র ও চিত্রকল্পের গভীরতার উন্মোচনের দরকার হয়ে পড়েছিল।

তাই, চালু সাদামাটা নিয়মের বাইরে আরও কিছুর দরকার হয়ে পড়েছিল এই চিনোট্য রচনার সময়। এই প্রয়োজনের জন্যই এবং প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল চলচ্চিত্রে "মানসিক স্বগতোক্তি"র প্রয়োগ, যার পরিকল্পনা আমার মাথায় ছিল, প্রায় ছবছর আগে থেকে, চলচ্চিত্রে শব্দ সংযোজনের পর এর প্রয়োগরূপ সম্ভবপর হওয়ারও আগে থেকে।

আমরা আগেই দেখেছি—নৌকোয় দুর্ঘটনার আগের মুহূর্তগুলিতে ক্লাইডের মনের ভেতর যে ঝড় বইছে তা ফুটিয়ে তুলতে একটা ভিন্নমাত্রার সংযোজন প্রয়োজন ছিল, আমরা বুঝতে পেরে-ছিলাম বাহ্যিক কোনো দৃশ্য দিয়েই এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

কুঞ্চিত ভ্রূযুগল, বিস্ফারিত চোখ, কষ্টকর নিশ্বাস প্রশ্বাস, ভঙ্গির রেখা, প্রভুর কঠিন মুখভঙ্গি, কর্মরত হাতগুলির কম্পন, ভাণ্ডারের

সমস্ত প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেও ঐ মানসিক ঝঞ্ঝার সূক্ষ্ম প্রকাশ ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব ছিল। ক্যামেরাকে 'ক্লাইডের' মনের ভেতর ঢুকতে হবে। শব্দে এবং দৃশ্যে তার ধরতে হবে তার চিন্তার সারিগুলোকে, তার সঙ্গে আসতে থাকবে বহির্জগতের ঘটনা, নৌকো, তার উল্টোদিকে বসে থাকা মেয়েটি, তার নিজের কাজকর্ম। চলচ্চিত্র-আঙ্গিক হিসাবে—'আন্তরিক স্বগতোক্তি'র এইভাবে সৃষ্টি হল। এই মনতাজ-এর খসড়াগুলো অপূর্ব হয়েছিল। এই ধরনের সমস্যার সামনে সাহিত্য অসহায়। ড্রেইজার যেভাবে লিখেছেন সেই আদিম প্রথায় ক্লাইডের মানসিক গুঞ্জন আর নয়তো ওনীলের—স্ট্রেঞ্জ ইনটার-লিউডের—মত মেকী-ধ্রুপদী রীতি, যেখানে নায়করা দর্শকদের জনান্তিকে সবকিছু বুঝিয়ে দেয়, যা তাদের কথার বাইরে অর্থাৎ চিন্তায় রয়েছে। এ ব্যাপারে নাটক প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যের চেয়ে বেশি খুঁড়িয়ে চলে।

একমাত্র চলচ্চিত্রই পারে একটা অশান্ত হৃদয়ে নানা চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ফুটিয়ে তুলতে।

অথবা যদি সাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ এই ক্ষেত্রে কাঠামো ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে ইউলিসিসে লেওপোল্ড ব্লুজের "মানসিক স্বগতোক্তি"। জয়েসের সঙ্গে আমার যখন বাড়ীতে দেখা হয়েছিল—"চলচ্চিত্রে মানসিক স্বগতোক্তি" ব্যবহারে আমার পরিকল্পনায়, সাহিত্যের চেয়ে চলচ্চিত্রে এর ব্যবহার আরও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনায়, তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায়ও জয়েস 'পটেমকীন' এবং 'অক্টোবর'-এর বিশেষ অংশগুলি দেখতে চেয়েছিলেন, যেখানে চলচ্চিত্রের প্রয়োগরূপ একটা আকাঙ্ক্ষিত পথে এগিয়ে চলেছে।

বিষয় এবং বস্তুর মধ্যকার পার্থক্য তুলে দিতে স্বগতোক্তির সাহিত্যরূপ হচ্ছে নায়কের নবঅভিজ্ঞতার স্বচ্ছরূপ। কিন্তু এর সম্পূর্ণ প্রকাশ চলচ্চিত্রেই সম্ভব। কারণ একমাত্র শব্দময় ছবিই মানসিক চিন্তার খুঁটিনাটি রূপ পুনর্গঠন করতে পারে।

মনতাজের সেই খসড়াগুলো কি অপূর্ব যে হয়েছিল। ঠিক চিন্তার গতির মত কখনও ছবি ভেসে আসবে, কখনও শব্দ ভেসে আসবে। কখনও সমন্বয়ে, কখনও আলাদাভাবে।

তারপর হঠাৎ নির্দিষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত কিছু কথা, উচ্চারিত শব্দের মত বুদ্ধিদীপ্ত, অনুভূতিহীন। কালো পর্দার ওপর বিমূর্ত দৃশ্যাবলী

ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। তারপর আবার অসংলগ্ন আবেগপূর্ণ কথাবার্তা, শুধু বিশেষ্য-আর কিছু নয়, অথবা শুধু ক্রিয়াপদ-আর কিছু নয়। তারপর শুধু কতকগুলো অব্যয়। বিমূর্ত দৃশ্যাবলীর সঙ্গে সমলয়ে এগুলো মিলে যায়।

একজনের চিন্তার এই ধারাকে যদি শোনা যায় তা কিরকম চমকপ্রদ ব্যাপার হবে, বিশেষত তা যদি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় হয়—তোমাকে তোমার মানসিক পর্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনের সময় যদি ধরা যায়, কিভাবে তুমি তোমার নিজের সঙ্গে কথা বল। বাইরের ভাষার সঙ্গে মানসিক ভাষার কি পার্থক্য, সেই কাঁপা কাঁপা অন্তরের উচ্চারণ আর তার ছবি। বাইরের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব, কিভাবে তারা পারস্পরিকভাবে কাজ করে চলে।

এবং লক্ষ করে একটা কাঠামো তৈরির নিয়ম খাড়া করা যায় যা দিয়ে ট্র্যাজিডির সেই অভিজ্ঞতার পুনঃপ্রকাশ সম্ভব সমস্ত জড়ো করে যদি সেই মানসিক অসংলগ্ন অবস্থার একটি আন্তরিক স্বগতোক্তি তৈরি করা যায়। কিরকম বিস্ময়কর হবে। সৃষ্টিধর্মী কাজের এবং নিরীক্ষার নতুন রাস্তা খুলে যাবে। এ থেকে প্রমাণ করা যাবে সবাক ছবি শুধুমাত্র কথোপকথন লিপিবদ্ধ করার জন্য নয়।

ছবিতে শব্দের ব্যবহার প্রকৃতভাবে এই স্বগতোক্তিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। আর কি অপ্রত্যাশিতভাবে, দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত মনতাজ সংজ্ঞার একটা প্রয়োগগত প্রমাণ অচিন্তিতভাবে পাওয়া গেল, যার শেষ কথা এই, স্বগতোক্তির ব্যবহার। কারণ মনতাজ আসলে কাঠামোর দিক থেকে চিন্তাধারার পুনর্গঠন। এই চিত্রনাট্যে আগে ব্যবহৃত হয়নি এইরকম একটা নতুন ধারা যা আঙ্গিক হিসাবে মনতাজের ধারণাকে সমৃদ্ধতর করে তুলল। (অবশ্য এর থেকে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে মনতাজ-আঙ্গিক হিসাবে চিন্তাধারা, বিষয়ের চিন্তার গতির সঙ্গে এক হবে)। চলচ্চিত্রে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ১৮০ ডিগ্রি এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা—হোটেলের ঘরে একটা স্যুটকেশের মধ্যে অসাড় হয়ে পড়ে থেকে থেকে, উপলব্ধির অপেক্ষায় ক্রমশ পম্পেই শহরের মতো চাপা পড়ে গেল, অসংখ্য বইয়ের তলায়।

"অ্যান অ্যামেরিকান ট্রাজিডি" নিয়ে জোসেফ ভনস্টের্নবার্গকে ছবি করতে দেওয়া হয়। তিনি এককথায় আমাদের চিত্রনাট্য আক্ষরিক অর্থে বাতিল করে দেন, আর আমরা যেগুলি বাতিল করেছিলাম সেগুলি সাজিয়ে তোলেন।

আর, "মানসিক স্বগতোক্তি"-র ব্যাপারটা তার কাছে কিছু মনেই হয়নি। স্টেনবার্গ-স্টুডিও-ইচ্ছা পুরোপুরি জেনে নিয়ে একটা সাদামাটা ডিটেকটিভ গল্প তৈরি করেছিলেন।

পক্বকেশ বৃদ্ধ শার্দুল ড্রেইজার আমাদের 'বিচ্যুতি'র পক্ষে প্যারামাউন্টের সঙ্গে একটা মজার ঘোষণা করেছিলেন, যারা তার উপন্যাসের বাহ্যিক বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছিল। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছিল। দুবছর পরে ওনীলের "স্ট্রেঞ্জ ইনটারল্যু" থেকে চলচ্চিত্র তৈরি হয়। সেখানে নায়কের নীরব মুখের ওপর দু তিন রকমের কথা শোনানো হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজনে, নাট্যসূত্রের খুঁটিগুলোর ওপর খানিকটা ওজন চাপানো হয়।

মানসিক স্বগতোক্তি সঠিক মনতাজ সৃষ্টি করলে যে প্রভাব সম্ভব হত তার একটা হাস্যকর প্রকরণ তৈরি হয়েছে।

ট্রাজেডি

১৯৩০। চলচ্চিত্র সবাক হয়ে উঠেছে। হলিয়ুডের ছবি তখন অংশত সবাক বা নাচগানের দৃশ্যে মুখর হয়ে বিপুল সংখ্যক দর্শককে বিস্মিত করছে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় এই পরিবর্তন আসতে আরও কিছু দেরি ছিল। সোভিয়েতের চলচ্চিত্রকাররা যে শব্দের ব্যাপারটা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন তা নয়। তার প্রমাণ নিচের এই যুগান্তকারী অভিনন্দন পত্র।

"সবাক চিত্রের স্বপ্ন সত্যে পরিণতি লাভ করেছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সবাকচিত্রের আবিষ্কারের পর আমেরিকায় তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে দ্রুত প্রয়োগ করার প্রচেষ্টার প্রাথমিক অধ্যায় শুরু হয়েছে। এই পথে ব্যাপকভাবে কাজ এগিয়ে চলেছে জার্মানিতেও। যে মূক পদার্থ আজ বাণী লাভ করেছে সমগ্র পৃথিবী তারই আলোচনায় মুখর।

সোবিয়েতে যাঁরা এই কাজে নিযুক্ত তাঁদের জানা আছে যে, শিল্পগত সম্ভাবনা যে পর্যায়ে এখানে রয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে সবাকচিত্রের বাস্তব রূপায়ণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগে তত্ত্বগত কয়েকটি সূত্রের আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি, কারণ এই আবিষ্কারের হিসেব খতিয়ে দেখলে মনে হয় যে, চলচ্চিত্রের জগতে এই অগ্রগতিকে ভুল পথে চালিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই নূতন আবিষ্কারের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকলে শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্রের পরিপুষ্টি এবং সামগ্রিক সৌন্দর্য তো ক্ষুণ্ন হবেই, তা ছাড়া বর্তমানে এর যা কিছু আঙ্গিকগত সম্পদ রয়েছে তাও নষ্ট হয়ে যাবার ভয় আছে।

দৃশ্যমান আঙ্গিক নিয়ে কারবার বলেই অধুনা চলচ্চিত্রের প্রভাব মানুষের ওপর অত্যধিক; বিভিন্ন কলাবিদ্যার মধ্যে এর স্থান তাই সঙ্গতভাবেই প্রথম সারিতে নির্দিষ্ট হয়েছে।

একথা সকলেই জানেন যে, মূলত যে উপায়ে (তা একমাত্রও বটে) চলচ্চিত্র এই প্রভাবমূলক বিরাট শক্তির অধিকারী, তা হল মঁতাজ। প্রভাবের প্রধান উপায় হিসাবে মঁতাজের স্বীকৃতি অবিসংবাদিত স্বতঃসিদ্ধতা লাভ করেছে এবং একে ভিত্তি করেই গড়ে

উঠেছে সারা জগতের চলচ্চিত্র সাধনা।

জগতের পর্দায় সোবিয়েত চিত্রের সাফল্য এই মঁতাজ পদ্ধতির কাছে অনেকাংশে ঋণী—এই পদ্ধতি সোবিয়েতেই সর্বপ্রথম বিকাশ লাভ করে এবং সুসংগঠিত হয়।

সুতরাং চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে একমাত্র সেই ঘটনাগুলিকে যা দর্শককে প্রভাবান্বিত করার এই মঁতাজ পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালী এবং ব্যাপক করে তুলবে। যে কোন নূতন আবিষ্কারকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে ধ্বনির তাৎপর্যের তুলনায় রঙীন এবং বহুমাত্রিক চিত্রের অকিঞ্চিৎকরতার স্বরূপ দেখানো সহজ।

শব্দানুলিখন হল দু'মুখো আবিষ্কার এবং সম্ভবত যে পথে বাধা সবচেয়ে কম (সহজ কৌতূহল নিবৃত্তির পথ) সে পথেই এর ব্যবহার চালানো হবে।

প্রথমতঃ যে পণ্যের চাহিদা সবচেয়ে বেশি সেই সবাকচিত্রের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক স্থূল হস্তক্ষেপ হবেই। কারণ এতে শব্দানুলিখন যথাযথতার সঙ্গে অগ্রসর হয়, পর্দার ছবির গতির সঙ্গে একতালে চলে এবং ফলে সবাক মানুষ, ধ্বনিসমৃদ্ধ বস্তু প্রভৃতির মায়ালোক সৃষ্টি হয়। উত্তেজনাময় প্রথম অধ্যায় কোন নতুন শিল্পের উন্নতির পরিপন্থী হয় না। কিন্তু এই ব্যাপারে শংকাজনক হল দ্বিতীয় অধ্যায়, যাতে শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথম চেতনার কৌমার্য এবং পবিত্রতা ম্লানতর হয়, আর এমন এক যুগের সূচনা হয় যখন বহু অভিনীত নাটকগুলির চিত্ররূপ প্রদানে এবং থিয়েটারসুলভ অন্যান্য চরিত্ররচনার কাজে স্বাভাবিকভাবেই আপনা থেকে এই বিদ্যার প্রয়োগ শুরু হয়।

এইভাবে ধ্বনি ব্যবহার করলে, মঁতাজ নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে, কারণ দৃশ্য-মঁতাজের অংশের সঙ্গে ধ্বনিসাযুজ্যে মঁতাজ অংশহিসাবে এর ওজন বেড়ে যায় এবং এর অর্থের নিরপেক্ষতার পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে। তাই এর ক্রিয়া প্রধানত অংশগুলির উপর না হয়ে তাদের সহস্থাপনার উপর হয় বলে, নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে মঁতাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দৃশ্য-মঁতাজ এর অংশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে যথাযথ-ভাবে ধ্বনি ব্যবহার করলেই মঁতাজের পরিপুষ্টি এবং সম্পূর্ণতা সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে।

দৃশ্যচিত্রকল্পের সঙ্গে সুস্পষ্ট বিচ্ছেদের পথ ধরেই ধ্বনি সম্পর্কিত প্রাথমিক গবেষণা চালাতে হবে। এটা করলে প্রয়োজনীয়

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা সৃষ্টি করা যাবে—যা পরে দৃশ্য এবং শব্দকল্পের মিলনে বিভিন্ন'সুরের সম্মেলনে পরিণতি লাভ করবে।

শিল্পগত এই নতুন আবিষ্কার চলচ্চিত্রের জগতে আকস্মিকভাবে ঘটেনি; বরং চলচ্চিত্রানুরাগীদের কাছে যে সমস্যাগুলি এতকাল হতাশাব্যঞ্জক বলে মনে হত, তা থেকে এটা অনিবার্য মুক্তিপথ বিশেষ। প্রথম সমস্যা হল সাব-টাইটেল আর তাকে মঁত্যাজের সংগঠনের সঙ্গে একীভূত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলি (যেমন সাব-টাইটেলকে বাক্যাংশ, এমন কি শব্দে বিশ্লিষ্ট করা, ব্যবহৃত টাইপের আকার পরিবর্তন, ক্যামেরার ব্যবহার, অ্যানিমেশন ইত্যাদি)।

দ্বিতীয় সমস্যা হল ব্যাখ্যামূলক অংশগুলি (যেমন কোন কোন ক্লোজ আপ ঢুকানো)—এতে মঁত্যাজের গঠন ভারাক্রান্ত আর গতি মন্দীভূত হয়।

বিষয়বস্তু আর কাহিনীর দায়িত্ব দিন দিন জটিলতর হচ্ছে। কেবলমাত্র দৃশ্য মঁত্যাজের সাহায্যে এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় হয় অন্য অমীমাংসিত সমস্যায় উপনীত হতে হয়, নতুবা পরিচালককে এমন উদ্ভট ধরনের মঁত্যাজ গঠন করতে হয়—যাতে অর্থহীনতা আর প্রতিক্রিয়াশীল অবক্ষয়ের পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে।

দৃশ্য চিত্রকল্পের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতভাবে মঁত্যাজের নতুন উপাদান হিসাবে ধ্বনির যদি ব্যবহার করা হয় তবে প্রকাশধর্মে নতুন শক্তি সঞ্চার হবে, এবং কেবলমাত্র চিত্রকল্পের কারবারী অসম্পূর্ণ চলচ্চিত্র-রচনা-পদ্ধতির জন্য যে সব জটিল সমস্যার সমাধান আমাদের অসম্ভব বলে বোধহয় সেগুলির নিরসনও অনিবার্যভাবেই ঘটবে।

সবাকচিত্র রচনার এই বিপ্রতীক পদ্ধতি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র শিল্পকে দুর্বল তো করবেই না, বরং এর গুরুত্বকে অভাবনীয় শক্তির অধিকারী এবং সংস্কৃতিগত উচ্চতায় উন্নীত করবে।

সবাক চিত্রগঠনের এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে তার বাজার নাটকের চিত্ররূপের মত নিজেদের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ হবে না; বরং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত কোন ভাবের সমগ্র জগতে প্রচারলাভ করার সম্ভাবনা দেখা যাবে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি।"

স্বাক্ষর :

এস. এম. আইজেনস্টাইন

ভি. আই. পুডোভকিন

জি. ভি. আলেকজান্দ্রভ

('এফ্' মার্চ / '৮৭ সংখ্যা থেকে)

সবাক চলচ্চিত্রের প্রয়োজন এবং প্রকরণ সম্বন্ধে সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের ধারণা ছিল পরিষ্কার। কিন্তু প্রয়োগগত ব্যবহারের রাস্তা ছিল সাময়িকভাবে বন্ধ। সোভিয়েত নেতা এবং দেশকর্মীরা চলচ্চিত্রের প্রয়োজনকে ছোট করে দেখছিলেন তাও নয়, কারণ লেনিন নিজেই বলেছিলেন, 'সমস্ত শিল্পকর্মের মধ্যে চলচ্চিত্র আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়'।

আসল সমস্যাটা ছিল একেবারে ব্যবহারিক স্তরে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সিনেমা যখন সবাক হল, সোভিয়েত রাশিয়া তখন ব্যস্ত ছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণে। দেশের সিনেমা শিল্পকে বিস্তৃত করা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর আগে ফ্রান্স থেকে ডেব্‌রি ক্যামেরা এবং জার্মানি থেকে আগ্‌ফা ফিল্ম আমদানি করে কাজ চালানো হত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিজের দেশে ফিল্ম এবং যন্ত্রপাতি তৈরি, সেইসঙ্গে কলে, কারখানায়, গ্রামে সর্বত্র চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়ার এক বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হয়। এই দীর্ঘমেয়াদী কাজ হঠাৎ রাতারাতি থামিয়ে দিয়ে, সবাকচিত্র তৈরি শুরু করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। আর ছবি চালানোর পুরোপুরি ব্যবস্থা না করে কয়েকটা 'টকি' তৈরি হলে কি লাভ হত! কাজেই বাস্তব অবস্থা বিচার করেই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ সবাক চলচ্চিত্র প্রযোজনা খানিকটা পিছিয়ে দিয়েছিলেন।

এই জাতীয় আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে যখন সর্বক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে শুধুমাত্র গ্রেট ব্রিটেন তখনও পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স এর হিসাব চালু রেখেছিল, কারণ লক্ষ লক্ষ টাইপ মেশিন রাতারাতি পালটে ফেলা সম্ভব হচ্ছিল না।

যাই হোক, চলচ্চিত্র বিস্তারের পরিকল্পনার জন্য সোভিয়েত দেশের চলচ্চিত্রকাররা কিন্তু একটু সমস্যায় পড়লেন। এক, চলচ্চিত্রের অগ্রগতির এই ধারা তাদের মনকে টানছিল ; দুই, প্রথম যুগের তৈরি ফিল্ম এবং যন্ত্রপাতি খুব নিখুঁত ছিলনা, অনেকেই সেগুলো দিয়ে কাজ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। অনেকে ছুটি নিয়ে নিলেন, কেউ কেউ চিত্রনাট্যের জন্য কাহিনী বাছাই করতে শুরু করলেন। পরিচালক আইজেনস্টাইন, সহযোগী আলেকজান্দ্রভ এবং ক্যামেরাম্যান টিসে তখন পর পর তিনটে পৃথিবী কাঁপানো ছবি শেষ করেছেন। তাদের কিছু বিশ্রামেরও প্রয়োজন। খানিকটা যেন সেইভাবেই তিনজনে এক বছরের ছুটি আর পকেটে পাঁচশটা করে

ডলার নিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সবাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে হাতে কলমে পরিচয়টাও হয়ে যাবে, আর আইজেনস্টাইনের মত প্রতিভার পক্ষে 'ধনতান্ত্রিক' দুনিয়াতেও রোজগার করাটা খুব সমস্যা হবে না, এরকম একটা চিন্তা যে তাঁদের মনের মধ্যে ছিল না একথা বলা যায় না।

আইজেনস্টাইন ইতিমধ্যেই পৃথিবী-বিখ্যাত। ডগ্‌লাস ফেয়ার-ব্যাংকস আর মেরি পিক্‌ফোর্ড মস্কোতে 'পোটেমকিন' দেখে আইজেনস্টাইনকে বলেছিলেন, 'আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে কতক্ষণ লাগবে—?'

কয়েক বছর আগেই ফ্রান্স এবং সুইৎজারল্যাণ্ডের সীমানায় জিনেভার কাছে এক সম্মেলনে এ'দের তিনজনের সঙ্গে আইভর মণ্টাগুর পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচিতি কাজে লাগল। আইজেনস্টাইন ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় সফর করে বেড়াতে লাগলেন। আলোচনা সভায় যোগ দিলেন। চলচ্চিত্র এবং শিল্প সম্বন্ধীয় যুগান্তকারী বক্তৃতামালা উপহার দিলেন বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিকদের সামনে। চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধীয় তাঁর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করলেন বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে, বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে, ফিল্ম সোসাইটিতে। বক্তৃতা করলেন পারির সোরবোন-এ, সুইৎজারল্যাণ্ডে, বার্লিনে, লণ্ডনে, কেমব্রিজে। পরিচয় হল—জেমস জয়েস, বার্ণাড শ, এইচ জি ওয়েলস এর সঙ্গে। কিন্তু সমস্ত কিছুর পাশাপাশি একটা উদ্দেশ্য তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকল। চলচ্চিত্রের মক্কাদর্শন করতে হবে। যেতে হবে হলিয়ুড।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন—প্রতিভা কেমন দেখতে হয় ?' অন্য কোন বর্ণনা আছে কিনা জানিনা, তবে একটা উত্তর দেওয়া যায়—অপেক্ষাকৃত স্বল্প দৈর্ঘ্যের, তুলনামূলকভাবে যাকে বেঁটেই বলা হয়, অখেলোয়াড়োচিত চেহারা, কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত গোলাকার ভারী শরীর, অমানান লম্বা লম্বা হাত, সরু আঙুল, বিশাল মাথা, চওড়া কপাল, আর তীক্ষ্ণ স্বপ্নময় এক জোড়া চোখ।—এইরকম চেহারা হলেই কি প্রতিভা বলা যাবে ? তা নয়, তবে এর সঙ্গে আরেকটু কিছু থাকতে হবে—তা হল দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, অভিনয়, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ে পণ্ডিত, নিরন্তর কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু ; মাতৃভাষার মত সচ্ছন্দে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ডটয়শ-এ বলতে লিখতে সক্ষম, স্প্যানিশে সাবলীল, জাপানি ভাষায় পারঙ্গম, একজন মানুষের যদি এই সব ক্ষমতাগুলো থাকে, তাকে প্রতিভা বলা

যায় বইকি ; আর তিনি যদি চলচ্চিত্রকার হন, তাহলে তিনি সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইন ছাড়া আর কে হতে পারেন!

হলিয়ুডের প্যারামাউন্ট কোম্পানির সঙ্গে আইজেনস্টাইনের ছবি করার চুক্তি হয় একথা আগেই বলেছি। আইজেনস্টাইনকে দিয়ে হলিয়ুডে ছবি করানোর জন্য আইভর মণ্ট্যাগু যথেষ্ট যোগাযোগ করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছিল চলচ্চিত্র প্রতিভা হিসাবে আইজেনস্টাইনের খ্যাতি। হলিয়ুডে প্রযোজকদের মধ্যে ছিল এক ধরনের অস্বাস্থ্যকর রেষারেষি। বিখ্যাত ব্যক্তিকে কোন কোম্পানিতে সই করাতে পারলে এক ধরনের আত্ম-প্রসাদের শিকার হতেন প্রযোজকরা, অবশ্য বাণিজ্যিক প্রচারের কাজেও লাগত এইসব। আইজেনস্টাইনকে নিয়েও প্রচারের উদ্যোগ শুরু করে দেয় প্যারামাউন্ট কোম্পানি। নানা ধরনের পার্টি, কনফারেন্স-এ সাজগোজ করে, সভ্য পোশাক (!) পরে হাজির থাকতে হত আইজেনস্টাইনকে, সেই সব পার্টির ছবি তোলা হ'ত প্রচারের জন্য। আইজেনস্টাইন মানসিকভাবে এই বাহ্যাড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন। এইরকম একটা পার্টিতে আইজেনস্টাইন দু'তিন দিনের না কামানো দাড়ি নিয়ে হাজির। সকলে যখন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে, তখন আইজেনস্টাইন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"রাশিয়ান বলতেই আপনাদের সামনে একটা দাড়িওয়ালা চেহারা ভেসে ওঠে তাই আমি আপনাদের সামনে মাত্র তিনদিনের দাড়ি উপহার দিলাম।" একটা প্রশ্ন বারবার মনে আসে—হলিয়ুড আদৌ আইজেনস্টাইনকে আমন্ত্রণ করে এনেছিল কেন ? ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার চলচ্চিত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে আইজেনস্টাইন বরাবরই সোচ্চার ছিলেন। তাঁর মতামত তো লুকানো ছিল না,—সের্গেই মিখাইলোভিচ লিখেছিলেন—'আমি এমন এক চলচ্চিত্রের স্বপ্ন দেখি যা ডলারের চাপে সৃষ্টি হয় না, তা এমন এক শিল্প হবে যেখানে, একজনের পকেট ভর্তি করার জন্য অন্যদের পকেট কাটতে হবে না, যে ইণ্ডাস্ট্রি একজন, দু'জন বা তিনজনের পকেটের জন্য না হয়ে এক হাজার পাঁচশ লক্ষ মানুষের হৃদয় এবং মস্তিষ্কের জন্য সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক চলচ্চিত্রই হৃদয় এবং মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে; কিন্তু এটা প্রায় নিয়ম হয়ে গেছে যে, চলচ্চিত্র শুধুমাত্র হৃদয় আর মস্তিষ্কের জন্য প্রযোজিত হয় না। সাধারণত দু'তিন জনের পকেট ভারী করার জন্যই সিনেমা তৈরি হয় এবং অঘটন ঘটার মত কখনও কখনও তা লক্ষ লক্ষ হৃদয় এবং মস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করে।'—এই যাঁর মত, হলিয়ুড তাকে মেনে নিয়েছিল

কি করে!

আইজেনস্টাইনকে মার্কিন দর্শকদের কাছে বিক্রী করার হলিয়ুডীয় প্রচেষ্টা এবং প্রচার শুরু থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। প্যারামাউণ্টের অন্যতম কর্ণধার জে. এল্‌. ল্যাস্কি একটা টেলিগ্রাম পেলেন ১৭ জুন ১৯৩০-তে, আইজেনস্টাইন তখন মাত্র দিন সাতেক হল হলিয়ুডে এসেছেন।

'যদি আপনার ইহুদি যাজক আর পণ্ডিতদের আপনাকে বলার মত সাহস না থাকে, আর যদি আপনার নিজের বুঝতে পারার মত যথেষ্ট বুদ্ধি না থাকে, অথবা যে দেশ আপনাকে আপনার যোগ্যতার চেয়েও বেশি দিয়েছে সেই দেশের প্রতি যদি আপনার কোন কর্তব্য বোধ না থাকে, যা আইজেনস্টাইনের মত 'কণ্ঠাকর্তনকারী' লাল কুত্তাকে আমদানি করা থেকে আপনাকে বাধা দেয়, তাহলে আপনাকে জানিয়ে দিই যে, আমরা তাকে এখান থেকে ফেরত পাঠাবার জন্য চেষ্টা করছি। এই দেশে আমরা আর লাল প্রোপাগাণ্ডা বরদাস্ত করব না। আপনি কী করতে চাইছেন? আমেরিকান সিনেমাকে কমিউনিস্ট পঙ্ককুণ্ডে পরিণত করতে চান? বলশেভিকদের যে সৌধ আপনি স্থাপন করতে চলেছেন তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে কোন স্যামসনের দরকার হবে না, আর যেভাবে এগোচ্ছে সেদিন এখন থেকে বেশি দূরেও নয়। মিনি, মিনি, টেকল্‌, ইয়ুফারসিন (তার ধ্বংসের দিন গোনা যাচ্ছে)।'

স্বাক্ষর : মেজর ফ্রাঙ্ক পিজ্‌
সভাপতি/হলিয়ুড টেকনিক্যাল
ডিরেকটরস্‌ ইনসটিট্যুট্‌

এই মেজর পিজ্‌ একজন পেশাদারী দেশপ্রেমিক। আইজেনস্টাইনের অতীত ইতিহাস এবং কর্মধারা সন্ধান করে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, আইজেনস্টাইন এক গুপ্ত, ভয়ঙ্কর এবং অজানা রাজনৈতিক সংগঠনের সভ্য।

এই প্রচারে পিজ্‌ কিন্তু এককভাবে শামিল হয়নি। আর সে বিচ্ছিন্ন বাতিকগ্রস্ত কোন লোকও নয়, যে কিনা কমিউনিস্ট আর ইহুদিদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নিজের প্রচার করতে চাইছিল : আসলে তিরিশের দশকে ক্যালিফোর্নিয়া এবং আমেরিকার অন্যত্র অর্থনৈতিক সংকট যত তীব্র হচ্ছিল, ততই একধরনের ইহুদি-বিদ্বেষী মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। গির্জায় টাকা পালটানো নিয়ে বহু রসিকতা, এইসময় চালু হয়েছিল। কাগজে ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হত—'আর্যরা অগ্রগণ্য' বা 'শুধুমাত্র অ-ইহুদীদের ভাড়া

দেওয়া হবে।' পিজ্ এই ধরনের বহু ইহুদি-বিদ্বেষী গোষ্ঠী এবং মানুষের মুখপাত্র।

সের্গেই মিখাইলোভিচ অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান। তাঁর বাবা ছিলেন স্থাপত্যবিদ্, সুদূর অতীতে তাঁর বংশধারায় ইহুদির রক্ত ছিল। আইজেনস্টাইনের মা ছিলেন রাশিয়ান। 'ব্যাটলশিপ্ পোটেমকিন-এ, অডেসার দৃশ্যে তিনি একটা ছোট চরিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন। হলিয়ুডের তৎকালীন ইহুদি-বিদ্বেষের পাশাপাশি অন্য চিত্রও ছিল। একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। লস এঞ্জেলিস লন্ টেনিস ক্লাব একটা প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করেছিল। সেই খেলার খরচ তোলার জন্য কোর্টের সামনের আসনগুলো প্রচুর দামে হলিয়ুডের চিত্রতারকা এবং প্রযোজকদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ আসনে ইহুদিদের বসার অধিকার ছিল না। যখন চার্লি চ্যাপলিন একথা জানতে পারলেন, তিনি এত রেগে গেলেন যে, সেই প্রদর্শনীর সময় চিৎকার করে ক্লাবের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছিলেন। চার্লি নিজে ইহুদি বা ইহুদ বংশধারার ছিলেন না। তাঁর কালো কোঁকড়া চুলের জন্য অনেকেই ভুল ধারণা করেন, আসলে ঐ চুলের ধরন তিনি পেয়েছিলেন, স্প্যানিশ রক্তধারার জন্য। কিন্তু, তিনি যে ইহুদি নন এমন কথা জনসমক্ষে বলতে বললে তিনি একেবারে ক্ষেপে উঠতেন। তাঁর মত ছিল, যে কেউ নিজেকে অ-ইহুদি বলে ঘোষণা করতে চাইবে, সে ইহুদি-বিদ্বেষীদের হাত শক্ত করবে। তিরিশের দশকে জার্মানি থেকে ইহুদিদের ছবি দিয়ে একটা নাৎসি প্রোপাগাণ্ডা বই প্রকাশিত হয়েছিল, বইটার নাম 'ইহুদিরা তোমাকে দেখছে।' এই বইতে চার্লিরও ছবি ছিল যার নিচে লেখা—'এই ক্ষুদে ইহুদি বাজীকর যেমন একঘেয়ে তেমনই বিরক্তিকর।' এই বই 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর'-এর পেছনে প্রেরণা জুগিয়েছিল এমন কথা মনে করলে খুব ভুল হবে না।

ইতিমধ্যে হলিয়ুডে আইজেনস্টাইনের দীর্ঘসময় নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে বিষয় নির্বাচনে এবং পরে 'সাটারস গোল্ড'-এর পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য, বহির্দৃশ্য নির্বাচন করার পর প্যারামাউণ্ট জানাল এ ছবি করতে বহু অর্থ প্রয়োজন, তাই এ ছবি করা যাবে না। প্যারামাউণ্টের সঙ্গে আইজেনস্টাইনের চুক্তি ছিল ছ'মাসের, সেই সময়ও শেষ হয়ে আসছে। এইরকম সময় প্যারামাউণ্ট থেকে সের্গেই মিখাইলোভিচকে 'অ্যান অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি'র চিত্রনাট্য রচনা করতে বলা হয়। যদি চিত্রনাট্য প্রযোজকদের পছন্দ হয়, তবে আইজেনস্টাইন প্যারামাউণ্টের

প্রযোজনায় এই ছবি পরিচালনা করবেন।

আইজেনস্টাইনের কোন সন্দেহ ছিল না যে তাকে হলিয়ুড থেকে বাতিল করে দেবার প্যারামাউন্টের এই শেষ চাল, কারণ একজন বিদেশী বিশেষত রাশিয়ানকে এই উপন্যাস নিয়ে ছবি করতে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তৎকালীন মার্কিন সমাজের যে সংকটের চিত্র এই উপন্যাসে রয়েছে তা বজায় রাখতে গেলে, অর্থাৎ উপন্যাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে গেলে, যে চিত্রনাট্য রচিত হবে তা নিয়ে ছবি প্যারামাউন্ট কখনই প্রযোজনা করবে না। এই সন্দেহ মনে রেখেও আইজেনস্টাইন প্রায় চ্যালেঞ্জের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন চিত্রনাট্য রচনার কাজে। আইজেনস্টাইনের উপন্যাসটা আগেই পড়া ছিল। তাছাড়া থিয়ডর ড্রেইজার-এর সঙ্গে তাঁর আগেই পরিচয় হয়েছিল। দু'জনের দু'জনের প্রতি সম্মানবোধ ছিল। আইজেনস্টাইন ড্রেইজারকে 'বৃদ্ধ শার্দূল' বলে উল্লেখ করতেন। ড্রেইজার তাঁর উপন্যাসের খসড়া চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ সমর্থনও করেছিলেন। আইজেনস্টাইন চিত্রনাট্যে যে পরিবর্তনগুলি করেছিলেন—'যেমন ক্লাইড রোবের্টাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু হ্যামলেটের মত তারও ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা ছিল না'—এই ধারণার সঙ্গে ড্রেইজারও একমত হয়েছিলেন।

আমেরিকান ট্র্যাজেডির খসড়া চিত্রনাট্য শেষ হল ৫ অক্টোবর ১৯৩০। আইজেনস্টাইন প্যারামাউন্টকে চিঠি দিলেন—

অ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি
প্রথম খসড়া চিত্রনাট্য

মহাশয়,

অবশেষে অসম্ভবকে কব্জা করা সম্ভব হয়েছে। মাত্র চোদ্দ রিলে 'আমেরিকান ট্র্যাজেডি' উপহার দিলাম।

অবশ্য আমরা মনে করেছি অন্তিম পর্যায়ে এটা বারো রিলের বেশি যাবে না। আপাতত ঘসামাজার কাজটা আমরা করছি না কারণ নিচে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মন্তব্য এবং উপদেশ পাওয়ার পরই ঐ নির্দয় কাটছাঁটে হাত দেওয়া যাবে

১। পূর্ব উপকূলের ব্যবসায়ীরা
২। পশ্চিম উপকূলের ব্যবসায়ীরা
৩। থিয়ডর ড্রেইজার
৪। হেজ্ সংস্থা

সেইমত মহাশয়, আপনাদের মূল্যবান অভিমতের সামনে সংশ্লিষ্ট

পাণ্ডুলিপিটি হাজির করা হল। 'ওন সোয়া কে মাল এ পার্শস্' এ সম্বন্ধে অন্যায় যারা মনে করবে তারাই লজ্জিত হবে।

৫ অক্টোবর, ১৯৩০ 'লেখকরা'

এদিকে হলিয়ুডে আইজেনস্টাইনবিরোধী চক্র ততদিনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সান্ ফ্রান্সিস্কো থেকে এক অজ্ঞাত টেলিফোন প্যারামাউন্ট অফিসে শাসানি দিল—'তারা যদি মস্কো ইহুদি আইজেনস্টাইনকে ফেরত না পাঠায় তাহলে তাকে (আইজেনস্টাইনকে) লস্ এঞ্জেলিস-এর রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।'

আইজেনস্টাইনকে আমেরিকায় আনার জন্য তাদের গায়ে দেশ-দ্রোহীর লেবেল মেরে দেওয়া হবে এই চিন্তায় হলিয়ুড মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। আর প্যারামাউন্টের কর্মকর্তাদের মনে আইজেনস্টাইন সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর মনোভাব তৈরি হতে লাগল।

মেজর পিজ্ ইতিমধ্যে তার প্রচারাভিযানে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। একটা কুড়ি পাতার দলিল ছেপে সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যার শিরোনাম, 'আইজেনস্টাইন—হলিয়ুডে নরকের দূত।' তার প্রত্যেক পাতায়, অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে বলশেভিক-দের যত খুন, যত ডাকাতি, যত অন্যায়-এর জন্য দোষী করা হত, তার প্রতিটি এই বলশেভিক, ভয়ঙ্কর, রহস্যময় ইহুদি আইজেনস্টাইনের কাজ বলে লেখা ছিল। মেজর পিজ-এর এই প্রচারের পেছনে তৎকালীন অনেক ক্ষমতাবান মানুষের সমর্থন ছিল, যারা নিউ ইয়র্কের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হ্যামিলটন ফিশ এবং অন্যান্য সেনেটরও কংগ্রেসম্যানদের কাছে এই বলে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল—আইজেনস্টাইনকে এক্ষুণি ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে।

ইউনাইটেড স্টেটস্ সেনেট
কমিটি অন মাইনস এ্যাণ্ড মাইনিং

প্রেরক : ইউ. এস. সেনেটর অডি ওয়াশিংটন ডি. সি.

আমার প্রিয় মেজর পিজ্,

আপনার ৩ ডিসেম্বর চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে জানাই যে, আপনার পাঠানো তথ্য—রাশিয়ান আমদানি বন্ধের জন্য আমি যে বিল এনেছি তার সমর্থনে খুবই কাজে লাগবে।......সেনেটে আপনার চিঠি প্রমাণ হিসাবে দাখিল করায় আপনার আপত্তি আছে কিনা জানাবেন। আমেরিকানদের বক্তব্য সমর্থনের সূত্রগুলির সনদ আমাকে পাঠানোর

জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।...... এই সমস্ত কাজই রাশিয়া থেকে আমদানি বন্ধের দাবীতে আমার আনা বিলের সমর্থনে খুব কাজে লাগবে।

একান্তভাবে আপনার

স্বাক্ষর : টাস্কার এল. অডি

আইজেনস্টাইনকে ইহুদি বলশেভিক বলে চিহ্নিত করে মেজর পিজ্ ইহুদি বিদ্বেষীদের সামনে একজন শত্রু খাড়া করে তুলেছিল যে কিনা আমেরিকান জীবন যাত্রা ধ্বংস করে দেবে, সে কাজ করার জন্যই প্যারামাউণ্টের ইহুদিরা তাকে আমদানি করেছে। এই কোলাহল তুলে মেজর পিজ্ নেপথ্যে মিলিয়ে গেল ; কিন্তু ততদিনে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে 'হলিযুডে অ-মার্কিন কার্যকলাপ' বন্ধের দাবীতে 'ফিস্ম কমিটি ঘটনাটা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল।

'ফিশ কমিটি' লস্ এঞ্জেলিস মিটিং ডাকল, বিচার্য বিষয় ছিল— ক্যালিফর্ণিয়ায় কমিউনিস্ট কার্যকলাপ এবং চলচ্চিত্রের জুদাস আইজেনস্টাইন। যাদের সাক্ষী নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট কলোনেল লেরয় স্মিথ—বেটার আমেরিকান ফেডারেশন-এর প্রতিনিধি, যারা খুব ধীরভাবে আইজেনস্টাইনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছিল। যে সাক্ষীকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি হলেন ফ্রেড ডব্লু বেটসন, পশ্চিম উপকূলে মোশান পিকচারস অ্যাসোশিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক।

'আইজেনস্টাইন কি ছবি করছেন— ?'

—'অ্যান আমেরিকান ট্রাজেডি'

—'আমেরিকান কী ?'

চেয়ারম্যান ফিশ পরিস্কারভাবেই বললেন তিনি বইটার নামই শোনেন নি। কংগ্রেসের সভ্য নেলসন প্রশ্ন করলেন : আপনি কি দেখে চিনতে পারবেন কোনটা কমিউনিস্ট প্রচার আর কোনটা নয়।'

বেটসন উত্তর দিলেন : 'না, তবে একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমেরিকায় কোন প্রোপাগাণ্ডা ছবি করতে আমরা দেব না, আইজেনস্টাইন কখনই তা করতে পারবে না। অ্যান অ্যামেরিকান ট্রাজেডি-র মধ্যে যে কোন রকম কমিউনিস্ট প্রভাব বন্ধ করে দেওয়ার সমস্ত রাস্তা আমাদের হাতে আছে।

অ্যামেরিকান ট্রাজেডির চিত্রনাট্য প্যারামাউণ্টের সকলকেই প্রায় চমকিত করে দিয়েছিল। ল্যাসকি, শুলবার্গ, সেল্‌জনিক যারাই খসড়া

পড়েছিলেন সকলেই একমত যে এর আগে প্যারামাউন্টে এত ভাল চিত্রনাট্য হয় নি। আইজেনস্টাইনকে স্টুডিওতে ডেকে জানিয়ে দেওয়া হল, আর দেরি নয়, এক্ষুনি কাজ শুরু করে দিতে হবে। লোকেশন ঠিক করতে তাকে যত শীঘ্র সম্ভব রওনা হতে হবে। এই উপন্যাসের বেশির ভাগ ঘটনাস্থল, ড্রেইজার যেখানে রোবের্টার ডুবে মরার জায়গা বলে চিহ্নিত করেছিলেন, নিউইয়র্কের সেই দক্ষিণাঞ্চলে। সেদিনই আইজেনস্টাইন, অন্যদের নিয়ে নিউইয়র্কে চলে গেলেন।

১৩ অক্টোবর ১৯৩০, আরিজোনা থেকে আইজেনস্টাইন মাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, চিঠিটা বোধহয় পোস্ট করতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে সেটা তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

আমার ছোট্ট মা,

আমি এখন নিউইয়র্কের পথে। অ্যান অ্যামেরিকান ট্রাজেডি নিয়ে ছবি করার ব্যাপারে ড্রেইজারের সঙ্গে দেখা করব, আর প্যারামাউন্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলব। যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে আমি নিউইয়র্কের দক্ষিণে, যেখানে এই ট্রাজেডি ঘটেছিল, সেখানেও যাব। তুমি নিশ্চয়ই জান এই গল্পটা সত্য ঘটনা ভিত্তিক, এমন কি যেখান থেকে নৌকা ভাড়া করা হয়েছিল সেই জায়গাটা এখনও আছে।

'চিত্রনাট্য' চমৎকারভাবে শেষ হয়েছে, সকলেই এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু 'প্রোপাগাণ্ডা' হয়েছে কিনা এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে, বিশেষ করে এখন আমার নাম প্রতিমুহূর্তে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে 'ফিশ কমিটি'র কাছে উচ্চারিত হচ্ছে (তারা কমিউনিস্ট কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছে)।

তোমার শুভেচ্ছা আমার দরকার

স্নেহচুম্বন নিও
তোমার ছেলে

নিউইয়র্কে পৌঁছনোর দু' দিন পরে আইজেনস্টাইন ল্যাস্কির অফিসে গেলেন। সেখানে টেবিলের ওপর একতাড়া কাগজের মধ্যে থেকে একটা দলিল তাঁকে দেওয়া হল—প্যারামাউন্টের সঙ্গে আইজেনস্টাইনের চুক্তির মেয়াদ শেষ।

তারপরের ঘটনা আর বেশি নয়। আইজেনস্টাইন হলিয়ুড ছাড়লেন। আপটন সিনক্লেয়ারের প্রযোজনায় মেক্সিকোতে ছবি শুরু করলেন। সে ছবিও শেষ হল না। সিনক্লেয়ারের সঙ্গে ভুল

বোঝাবুঝি চরম পর্যায়ে পৌঁছল। আইজেনস্টাইন শুধু শুটিং শেষ করেছিলেন, এডিটিং-র কাজ বাকি ছিল। এদিকে দেশেও কিছু বন্ধুমহলে তাঁর সম্বন্ধে বীতরাগ তৈরি হয়েছিল, তিনি নাকি আর দেশে ফিরবেন না। স্টালিন তাঁকে—'পলাতক' আখ্যা দিলেন। মেক্সিকোতে ছবিও বন্ধ হয়ে গেল। বিপর্যস্ত, পরাজিত আইজেনস্টাইন দেশে ফিরে এলেন।

হলিয়ুডে আইজেনস্টাইনের অকৃতকার্যতার কারণ কি। আইভর মন্টাগু একটা গ্রাম্য গল্পের কথা লিখেছেন—'একটা পেরেকের জন্যে নালটা লাগানো গেল না, নালের জন্য ঘোড়াটা হারাল, ঘোড়ার জন্যে যুদ্ধে হার হল, আর যুদ্ধের জন্য রাজত্ব চলে গেল; আর সবকিছুই হল একটা পেরেকের জন্য।'

প্রায় ষাট বছর হতে চলল। এই দূরত্ব থেকে দেখলে অনেক ঘটনাই তীক্ষ্ণতা হারাল। ইহুদি বিদ্বেষ, সোভিয়েত দেশের সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই আর কমিউনিস্ট বিরোধকেই প্রধান মনে হয়। কিন্তু এছাড়াও কিছু ব্যাপার আছে সেগুলোও কিছু কম শক্তিশালী নয়—এমনকি তার জন্যই যে অন্যগুলো নয়—এমন কথা বলা যায় না। আইজেনস্টাইনকে দিয়ে প্যারামাউণ্ট ছবি করাতো না। তারা চাইত একটা সোজা সরল গল্প, যেখানে কে খুন করেছে নির্দিষ্ট থাকবে, খুনী শাস্তি পাবে, ভাল লোকের ভাল হবে—এ-জাতীয় গল্প। আইজেনস্টাইন অনমনীয়, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী, তাঁর ছবির বক্তব্য অনেক গভীর, সুদূর প্রসারী। এই ধরনের ইনটেলেকচুয়ালদের প্রতি অর্থলগ্নীকারদের অবিশ্বাস ছিল। বাণিজ্যিক মহলে ক্ষমতাবানদের ভেতর ঠাণ্ডা লড়াই ছিল—তারও শিকার হয়েছিলেন সের্গেই মিখাইলোভিচ। তাঁকে প্যারামাউণ্টে এনেছিল ল্যাস্‌কি, অর্থাৎ আইজেনস্টাইন ল্যাস্‌কির লোক। প্যারামাউণ্টের অপর ক্ষমতাবান কর্তা ছিলেন শ্যুলবার্গ। আইজেনস্টাইনের ছবি হলে ল্যাস্‌কির জয় হবে, এটা শ্যুলবার্গ হতে দিতে পারেন না। ওপর মহলে তাতে তার প্রভাব কমবে। অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করে একেবারে সঠিক মুহূর্তে আঘাত করলেন শ্যুলবার্গ—সব ভেঙে পড়ল। কাজেই, কারণ একটা নয় অনেকগুলো। সব মিলিয়ে তার ফল এই।

প্যারামাউণ্ট 'অ্যান অ্যামেরিকান ট্রাজেডি' প্রযোজনা করেছিল পরে, পরিচালক ছিলেন জোসেফ ফন স্ট্রিনবার্গ। রোবের্টোর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সিলভিয়া সিডনি। এই ছবি রিলিজের পর—তাঁর উপন্যাস বিকৃত করা হয়েছে বলে থিয়ডর ড্রেইজার প্যারামাউণ্টের

বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। বছর কুড়ি পরে আরেকটা ভার্সন হয়েছিল নাম পাল্‌টে—'আ প্লেস ইন দ্য সান', পরিচালক ছিলেন জর্জ স্টিভেন্‌স্‌, সোনড্রার অভিনয় করেছিলেন এলিজাবেথ টেলর।

ড্রেইজার-এর অ্যামেরিকান ট্রাজেডি আর আইজেনস্টাইনের হলিয়ুড পর্বের ট্রাজেডির মধ্যে কোনটা বেশি ট্রাজিক তা নির্ণয় করার উপায় নেই। তবে এই পর্বের ক্ষতচিহ্ন আইজেনস্টাইনের পঞ্চাশ বছরের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল সেকথা ঠিক।

সের্গেই মিখাইলোভিচ্ আইজেনস্টাইন

জন্ম ১৮৯৮।

সেণ্ট পেটার্সবার্গ-এ স্থাপত্যবিদ্যা এবং এঞ্জিনিয়ারিং-এ শিক্ষা লাভ। মঞ্চ-স্থাপত্য নিয়ে কাজ শুরু করেন ১৯২২ সালে। ১৯২৩-এ প্রথম নাট্য পরিচালনা, 'দ্য ওয়াইজ ম্যান'। অস্ত্রএভ্স্কির নাটক থেকে প্রলেটকাল্ট থিয়েটারের জন্য প্রযোজনা। শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বও ছিল আইজেনস্টাইনের। এই নাটকের অঙ্গ হিসাবে একটা ছোট নির্বাক ছবি দেখান হয়।

১৯২৪-এ 'স্ট্রাইক'। চিত্রনাট্য—ভ্যালেরি প্লেটনিয়ভ, আইজেনস্টাইন এবং প্রলেটকাল্ট-এর সদস্যরা। পরিচালনা আইজেনস্টাইন, চিত্রগ্রহণ—এড্ওয়ার্ড টিসে। মুক্তি পায় ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯২৫।

১৯২৫ সালে শুরু করেন ১৯০৫ এর সোভিয়েট বিপ্লবের ওপর একটা ছবি। কিছুদিন শুটিং করার পর আইজেনস্টাইন এর একটা অংশ নিয়ে বিস্তৃত ছবি করতে চান—তা হল যুদ্ধজাহাজ পোটেমকিন-এর নৌসেনাদের বিদ্রোহের ঘটনা। বাকি অংশের কাজ আর শেষ হয়না এবং দেখানও হয় না। ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারি মুক্তি পায় 'পোটেমকিন'। চিত্রগ্রহণ—এডওয়ার্ড টিসে, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—আইজেনস্টাইন। 'ফার্স্ট ক্যাভালরি ম্যান'—আইজাক ব্যাবেল-এর কাহিনী থেকে এই নামের একটা ছবি করার পরিকল্পনা ছিল। শেষ পর্যন্ত হয় না। ১৯২৬-এ শুরু করেন—'দ্য জেনারেল লাইন'। শুটিংয়ের কাজ প্রায় এক বছরের মত পেছিয়ে যায়। আইজেনস্টাইন এর মধ্যে অক্টোবর বিপ্লবের ওপর ছবি করতে চলে যান। সেই ছবি শেষ হলে 'দ্য জেনারেল লাইন' নতুন করে শেষ করেন। নাম দেন 'ওল্ড এ্যাণ্ড নিউ'। এই ছবির চিত্রগ্রহণ করেন এডওয়ার্ড টিসে ও চিত্রনাট্য এবং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সের্গেই আইজেনস্টাইন এবং গ্রিগরি আলেক্জান্দ্রভ্।

'অক্টোবর' মুক্তি পায় ২০শে জানুয়ারি ১৯২৮। চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা আইজেনস্টাইন ও অ্যালেক্জান্দ্রভ্, চিত্রগ্রহণ এড্ওয়ার্ড টিসে। এই ছবিতে লেনিনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নিকানভ্।

১৯২৯শে মুক্তি পায় 'ওল্ড এ্যাণ্ড নিউ'—চিত্রগ্রহণ টিসে, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—আইজেনস্টাইন এবং আলেকজান্দ্রভ। এই ছবি পূর্ব পরিকল্পিত 'দ্য জেনারেল লাইন' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্যাপিটাল—কার্ল মার্কসের তত্ত্ব থেকে ছবি করার পরিকল্পনা করেন। এ ছবি শুরু হয় না। 'লা সারাজ'—সুইৎসারল্যাণ্ডে টিসে, আইজেনস্টাইন এবং আলেকজান্দ্রভ একটা ছোট্ট ছবি তোলেন। অসম্পাদিত এই ছবির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

'দ্য রোড টু বুয়েনস আইয়ার্স' এবং 'জাহারথ'—ফরাসি প্রযোজক-দের হয়ে এই দুটি বিষয়ে ছবি করার কথা হয়েছিল। ফলপ্রসু হয় নি।

'রোমান্স সেণ্টিমেণ্টাল' এডওয়ার্ড টিসে আর আলেক্‌জান্দ্রভ প্যারিসে একটা ছোট মিউজিক্যাল ছবি করেন। প্রযোজক, আইজেনস্টাইনের নাম পরিচালক হিসাবে থাকলে তবেই টাকা দিতে রাজী হন। আজেনস্টাইন তাঁর নাম ব্যবহারে সম্মতি দেন।

'আর্মস অ্যাণ্ড দ্য ম্যান।' জর্জ বার্ণাড শ তাঁর এই নাটকটি আইজেনস্টাইনকে দেন। আইজেনস্টাইন প্যারামাউণ্ট পিকচার্সকে ছবি করতে বলেন। কোন ফল হয় না।

জেস ল্যাস্‌কি, আইজেনস্টাইনকে দিয়ে এইচ. জি. ওয়েলস-এর ওয়ার অফ 'দ্য ওয়ার্লডস্' এর ছবি করাতে চান। পরে পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

'গ্লাস হাউস' নামে একটা ছবি করার পরিকল্পনা করেছিলেন প্যারামাউন্টের পক্ষে। ছবিটা হয় নি।

'সাটার্স গোল্ড'—ব্লেজ সনড্রার উপন্যাস—'অর' থেকে চিত্রনাট্য লেখেন আইজেনস্টাইন, আলেকজান্দ্রভ এবং আইভর মণ্ট্যাগু। প্যারামাউণ্ট ছবিটা প্রযোজনা করে না। 'অ্যান আমেরিকান ট্রাজেডি' থিয়ডর ড্রেইজার-এর উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য লেখেন আইজেনস্টাইন, আলেকজান্দ্রভ এবং মণ্ট্যাগু। প্যারামাউণ্ট পিকচার্স এ ছবিও করতে রাজী হয় না।

'ব্ল্যাক মেজেষ্টি'—হাইতির বিপ্লব নিয়ে ছবির পরিল্পনা করেন।

'জাপান'—আমেরিকা থেকে জাপান হয়ে ফেরার কথা ছিল আইজেনস্টাইনের। সেই সময় একটা ছবি করার পরিকল্পনা হয়। পরে সেটা বাতিল হয়ে যায়।

'কে ভিভা মেক্সিকো'—চিত্রগ্রহণ এডওয়ার্ড টিসে, চিত্রনাট্য ও

পরিচালনা, আইজেনস্টাইন এবং আলেকজান্দ্রভ। এই ছবির সুটিং শেষ হয়। কিন্তু সম্পাদনা এবং অন্যান্য কাজ আইজেনস্টাইনের জীবিতকালে হয় নি। এই ছবির বিভিন্ন দৃশ্য নিয়ে নানা জনে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। আইজেনস্টাইনের মৃত্যুর অনেক পরে আলেকজান্দ্রভ যা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন তার থেকে সম্পাদনা করে একটা ছবি দাঁড় করিয়েছিলেন।

মস্কো ফিরে আসার পর অনেকগুলি ছবি পরিকল্পনা স্তরেই শেষ হয়ে যায়—কাজ আর এগোয়নি। এশিয়া পর্যটনের ওপর একটা ছবি, আইভার ক্রুগার এর ছবি, 'এম এম এম' নাম দিয়ে একটা কমেডি, মস্কোর চার শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে একটা ছবি এবং মলরো উপন্যাস থেকে ছবি এর কোনটাই হয় নি। টুর্গেনিভ এর ছোট গল্প 'বেঝিন মিডো' থেকে ছবির কাজ শুরু করেন, কিন্তু ছবিটা শেষ হয় না। এরপর স্পেন এর গৃহযুদ্ধ এবং লাল ফৌজ-এর গল্প নিয়ে দুটো ছবির পরিকল্পনা করেন। সে ছবিও হয় নি।

অবশেষে প্রায় ন-দশ বছর পর ১৯৩৭ সালে তৈরি করেন—আলেকজাণ্ডার নেভ্‌স্কি। এই ছবি মুক্তি পায় ২৩শে নভেম্বর ১৯৩৮। চিত্রনাট্য—আইজেনস্টাইন এবং পিয়টর প্যাভলেঙ্কো, পরিচালনা—আইজেনস্টাইন, সহযোগিতা—ভ্যাসিলিয়েভ্, চিত্রগ্রহণ—এডওয়ার্ড টিসে, সঙ্গীত—সের্গেই প্রোকোফিয়েভ, সাজসজ্জা এবং মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা—সের্গেই আইজেনস্টাইন। আলেকজাণ্ডার নেভ্‌স্কির চরিত্রে অভিনয় করেন নিকোলাই চেরকাসভ।

এরপর আইজেনস্টাইন তিনটে ছবির পরিকল্পনা করেন—'পেরেকপ,' ১৯২০-র ক্রিমিয়ার লড়াইয়ের বিষয়ে, 'ফেরখানা কানাল'—মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের ওপর আর 'ওয়ার এগেনস্ট নাজিস্'। তিনটে ছবিরই কিছু কিছু কাজ হয়।

এরপর ১৯৪৪ সালে করেন 'আইভ্যান দ্য টেরিবল'—১ম পর্ব এই ছবি মুক্তি পায় ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৪৪। চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা—আইজেনস্টাইন। চিত্রগ্রহণ—টিসে এবং আন্দ্রেই মসক্ভিন, সঙ্গীত সের্গেই প্রোকোফিয়েভ। সাজসজ্জা এবং মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা সের্গেই আইজেনস্টাইন। আইভ্যান এর চরিত্রে অভিনয় করেন নিকোলাই চেরকাসভ।

১৯৪৬-এ 'আইভ্যান্ দ্য টেরিবল-এর ২য় পর্বের সম্পাদনা

শেষ করেন। এই সম্পাদনার শেষ পর্বে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়, কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর ১৯৪৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আইভ্যান এর ৩য় পর্ব যার কিছু রঙিন দৃশ্য তোলা ছিল, তা আর শেষ হয় না।